জুগুপ্সা

জুগুপ্সা নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকা। সা চাহৃদ্যশ্রবণদর্শনাভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যাঃ সর্বাঙ্গসঙ্কোচননিষ্ঠীবনমুখবিকূণনহৃল্লেখাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

জুগুপ্সা স্ত্রীলোকের ও নীচপ্রকৃতির লোকের মধ্যে থাকে। অপ্রিয় বিষয়ের শ্রবণ, অপ্রিয় বস্তুদর্শন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা সেই (জুগুপ্সা) উৎপন্ন হয়। সর্বাঙ্গের সংকোচ, নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), মুখকুঞ্চন, হৃদয়বেদনা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা তার অভিনয় প্রযোজ্য।

ভবত্যত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

২৬। নাসাপ্রচ্ছাদনেনেহ গাত্রসঙ্কোচনেন চ।
উদ্বেজনৈঃ সহৃল্লেখৈর্জুগুপ্সামভিনির্দিশেৎ॥

নাকের আবরণ, দেহের সংকোচন, উদ্বেগ ও ঘৃণ্য খাদ্যবস্তু দ্বারা জুগুপ্সা সূচিত করতে হবে।

বিস্ময়

বিস্ময়ো নাম মায়েন্দ্রজালমানুষকর্মাতিশয়বিদ্যাচিত্রপুস্তচ্ছিল্পাতিশয়াদ্যৈর্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য নয়নবিস্তারানিমিষপ্রেক্ষণভ্রূক্ষেপণরোমহর্ষসাধুবাদাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

মায়া, ইন্দ্রজাল, লোকের অসাধারণ কাজ, অসাধারণ বিদ্যা, চিত্রকর্ম, পুস্ত[১] ও শিল্পচাতুর্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা বিস্ময় উৎপন্ন হয়। নেত্র-বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গ, রোমাঞ্চ, প্রশংসা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

১. এর অর্থ 'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে—লেপ্যাদিশিল্পকর্ম (আলপনা কি ?), কাষ্ঠপুত্তলিকা, খন্তা দিয়ে খননাদি কর্ম অথবা মৃত্তিকা, বস্ত্র, চর্ম, ধাতু বা রত্নদ্বারা নির্মিত বস্তু। কীথ্ *Sanskrit Drama* (p. 365) গ্রন্থে বলেছেন—minor properties classed under the generic style of model work (Pusta), রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত নানা বস্তু। পরে অভিনয়ের সহায়ক উপকরণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

২৭। কর্মাতিশয়নির্বৃত্তো বিস্ময়ো হর্ষসম্ভবঃ।
সিদ্ধিস্থানে ত্বসৌ সাধ্যো প্রহর্ষপুলকাদিভিঃ॥

অসাধারণ কর্মহেতুক এবং আনন্দোত্থ বিস্ময় প্রকৃষ্ট হর্ষ, পুলকাদি দ্বারা কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে সাধনীয়।

এবমেতে স্থায়িভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।

এইভাবে এই স্থায়িভাবগুলি বুঝতে হবে।

ব্যভিচারিভাব

ব্যভিচারিণ ইদানীং বক্ষ্যামঃ—অত্রাহ ব্যভিচারিণ ইতি কস্মাদ্ উচ্যতে? বি অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ। চর্ গতৌ ধাতুঃ। বিবিধ(ম)?-ভিমুখেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ। চরন্তি নয়ন্তীত্যর্থঃ। কথং নয়ন্তি? উচ্যতে—যথা সূর্য ইদং নক্ষত্রমমুং বাসরং নয়তীতি। ন চ তেন বাহুভ্যাং স্কন্ধেন বা নীয়তে। কিং তু লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ। যথায়ং সূর্যো নক্ষত্রং দিনং বা নয়তীতি এবমেতে ব্যভিচারিণ ইত্যবগন্তব্যাঃ। ইমে এবং গৃহীতাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবাঃ। তান্ বর্ণয়িষ্যামঃ।

এখন ব্যভিচারিভাবসমূহ বলব। এ বিষয়ে বলা হয়েছে—ব্যভিচারী নাম কেন বলা হয়? বি, অভি এই দুইটি উপসর্গ। চর্ ধাতু গতিবোধক। রসসমূহে বিবিধ বস্তুর প্রতি চলে (চরন্তি) বলে ব্যভিচারী। চরন্তি অর্থাৎ নয়ন্তি বা নিয়ে যায়। কি করে নেয়? উত্তর—যেমন সূর্য এই নক্ষত্রকে, অমুক দিনকে নেয়। সে বাহু বা স্কন্ধের দ্বারা নেয় না। কিন্তু এটা লোকপ্রসিদ্ধ। যেমন এই সূর্য নক্ষত্র বা দিনকে নিয়ে যায়, তেমনই এই ব্যভিচারিভাবগুলিকে বুঝতে হবে। এভাবে এই তেত্রিশটি ভাব গৃহীত হয়েছে। ঐগুলিকে বর্ণনা করব।

নির্বেদ

অত্র নির্বেদো নাম দারিদ্র্যোপগমাধিক্ষেপাক্রুষ্টক্রোধতাড়নেষ্টজন-বিয়োগতত্ত্বজ্ঞানাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। স্ত্রীনীচপ্রকৃতীনাং তমভিনয়েৎ রুদিতবিনিশ্বসিতোচ্ছ্বসিতসংপ্রধারণাদিভিরনুভাবৈঃ—

নির্বেদ দরিদ্রদশা, অপমান, বাক্‌পারুষ্য, ক্রোধ, প্রহার, প্রিয়জনবিরহ ও তত্ত্বজ্ঞানাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন। স্ত্রীলোক ও নীচ প্রকৃতির লোকের নির্বেদের অভিনয় রোদন, দীর্ঘশ্বাস, উচ্ছ্বাস, আলোচনা (কোন বিষয়ের ঔচিত্য নির্ধারণ) প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা করণীয়।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

২৮। দারিদ্র্যেষ্টবিয়োগৈশ্চ নির্বেদো নাম জায়তে।
সংপ্রধারণনিঃশ্বাসৈস্তস্য ত্বভিনয়ো ভবেৎ ॥

দারিদ্র্য ও প্রিয়জনবিরহ হেতু নির্বেদ হয়। আলোচনা ও দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা তার অভিনয় হবে।

অত্রানুবংশ্যে আর্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে পরম্পরাগত দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

২৯। ইষ্টজনবিপ্রয়োগাদ্ দারিদ্র্যাদ্ ব্যাধিতস্তথা দুঃখাৎ।
পরবৃদ্ধিং বা দৃষ্ট্বা নির্বেদো নাম সংভবতি ॥

প্রিয়জনবিরহ, দারিদ্র্য, রোগ অথবা দুঃখ থেকে বা অপরের উন্নতি দেখে নির্বেদ জন্মে।

৩০। বাষ্পপরিপ্লুতনয়নঃ পুনশ্চ নিঃশ্বাসদীনমুখনেত্রঃ।
যোগীব ধ্যানপরো ভবতি হি নির্বেদবান্ পুরুষঃ ॥

নির্বেদগ্রস্ত মানুষের চক্ষু হয় অশ্রুপূর্ণ, দীর্ঘশ্বাসে মুখ ও চক্ষু হয় মলিন; (সে) যোগীর ন্যায় ধ্যানপরায়ণ (চিন্তামগ্ন) হয়।

গ্লানি

গ্লানির্নাম বান্তবিরিক্তব্যাধিতপোনিয়মোপবাসমনস্তাপাতিপানমদনসেবাতিব্যায়ামাধ্বগমনক্ষুৎপিপাসানিদ্রাচ্ছেদাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তস্যাঃ ক্ষামবাক্যনয়নকপোলমন্দপদোপক্রমানুৎসাহতনুগাত্রবৈবর্ণ্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্যঃ।

গ্লানি বমন, বিরেচন, রোগ, কৃচ্ছ্রসাধন, উপবাস, মনস্তাপ, অতিরিক্ত মদ্যপান, যৌনসংভোগ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, পথে চলা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনিদ্রা

প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত বাক্য, ক্ষীণ চক্ষু ও গণ্ডস্থল, মন্দগতিতে পাদচারণ, উৎসাহভঙ্গ, কৃশাঙ্গ, বিবর্ণভাব প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৩১। বান্তবিরিক্তব্যাধিষু তপসা জরসা চ জায়তে গ্লানিঃ।
কার্শ্যেন সাভিনেয়া মন্দক্রমণাম্বুকম্পেন॥

বমন, বিরেচন ও রোগে এবং কৃচ্ছ্রসাধন ও জরাহেতু গ্লানি জন্মে। কৃশতা, মন্দগতি এবং (গাত্র) কম্প দ্বারা ঐ (গ্লানি) অভিনেয়।

৩২। গদিতৈঃ ক্ষামক্ষামৈর্নেত্রবিকারৈশ্চ দীনসঞ্চারৈঃ।
শ্লথভাবাচ্চাঙ্গানাং মুহুর্মুহুর্নির্দিশেদ্গ্লানিম্॥

ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত বাক্য, নেত্রের বিকৃতি, দীনভাবে সঞ্চরণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিলতা দ্বারা বারংবার গ্লানি সূচিত করতে হয়।

শংকা

শঙ্কা নাম সন্দেহাত্মিকা স্ত্রীনীচানাং চৌর্যাভিগ্রহণনৃপাপরাধপাপ-কর্মকরণাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। সা চ মুহুর্মুহুরবলোকনাবকুণ্ঠিত-মুখশোষণজিহ্বাপরিলেহনমুখবৈবর্ণ্যবেপনশুষ্কোষ্ঠকণ্ঠাবসাদাদিভিরনুভা-বৈরভিনীয়তে।

শংকা সন্দেহাত্মক। স্ত্রীলোক ও নীচাশয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে চৌর্যাদি দ্বারা অপরের দ্রব্যগ্রহণ, রাজার প্রতি অপরাধ, পাপকার্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বারংবার অবলোকন, দ্বিধাগ্রস্ত দলন, শুষ্কমুখ, জিহ্বা দ্বারা লেহন, মুখের বিবর্ণভাব, কম্প, শুষ্কওষ্ঠ, শুষ্ককণ্ঠ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা সেই (শংকা) অভিনীত হয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এই বিষয়ে শ্লোক—

৩৩। চৌর্যাদিজনিতা শঙ্কা প্রায়ঃ কার্যা ভয়ানকে।
প্রিয়ব্যলীকজনিতা তথা শৃঙ্গারিণী মতা॥

ভয়ানক রসে প্রায়শঃ চৌর্যাদিহেতুক শংকা করণীয়। শৃংগাররসে (শংকা হবে) প্রিয়জনের প্রতারণাজাত।

অত্রাকারসংবরণমপি কেচিদিচ্ছন্তি। তচ্চ কুশলৈরুপাধিভিরিঙ্গিতৈশ্চোপলক্ষ্যম্।

এতে কেউ কেউ রূপ সংবরণও ইচ্ছা করে। তা নিপুণ ছল ও ইঙ্গিত দ্বারা উপলক্ষিত।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৩৪। দ্বিবিধা শঙ্কা কার্যা হ্যাত্মসমুত্থা চ পরসমুত্থা চ।
যা তত্রাত্মসমুত্থা সা জ্ঞেয়া দৃষ্টিচেষ্টাভিঃ॥

দুই প্রকার শংকা করণীয়—নিজ থেকে জাত, অপর থেকে জাত। তন্মধ্যে নিজ থেকে জাত শংকা দৃষ্টি ও গতিবিধি থেকে বোঝা যায়।

৩৫। কিঞ্চিৎ প্রবেপিতাঙ্গো ভথোন্মুখো বীক্ষতে চ পার্শ্বানি।
গুরুসজ্জমানজিহ্বঃ শ্যাবাস্যঃ শঙ্কিতঃ পুরুষঃ॥

শংকাগ্রস্ত লোকের দেহ হয় ঈষৎ কম্পমান, সে উন্মুখ হয়ে আশেপাশে দৃষ্টিপাত করে, তার জিহ্বা হয় ভারী ও লম্বমান এবং মুখ কালো।

অসূয়া

অসূয়া নাম নানাপরাধদ্বেষপরৈশ্বর্যসৌভাগ্যমেধালীলাবিদ্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যাশ্চ পরিষদি দোষপ্রখ্যাপনং গুণোপঘাতের্ষ্যাচক্ষুঃপ্রদানাধোমুখভ্রূকুটিক্রিয়াবজ্ঞানকুৎসনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

নানারূপ অপরাধ, দ্বেষ, অপরের ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, মেধা, ক্রীড়া, বিদ্যা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সভায় দোষকীর্তন, গুণনিন্দা, ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি, অধোবদন, ভ্রূকুটি, অবজ্ঞা, কুৎসা প্রভৃতি দ্বারা অসূয়ার অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৩৬। পরসৌভাগ্যেশ্বরতামেধালীলাসমুচ্ছ্রয়ং দৃষ্ট্বা।
উৎপদ্যতে হ্যসূয়া কৃতাপরাধো ভবেদ্যশ্চ॥

অপরের সৌভাগ্য, প্রভুত্ব, মেধা, ক্রীড়া ও উন্নতি দেখে অসূয়া উৎপন্ন হয়; যে অপরাধ করেছে (তারও নির্দোষ ব্যক্তিকে দেখে অসূয়া) হয়।

৩৭। ভ্রূকুটিকুটিলোৎকটমুখৈঃ সের্ষ্যাক্রোধপরিবৃত্তবক্ত্রাদ্যৈঃ।
গুণনাশনবিদ্বেষৈরস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

ভ্রূকুটিকুটিল ভীষণ মুখে, ঈর্ষাযুক্ত ক্রোধহেতু পরিবৃত্ত মুখ (অর্থাৎ মুখ ঘুরান) প্রভৃতি দ্বারা, (অপরের) গুণনাশ ও বিদ্বেষের দ্বারা (অসূয়ার) অভিনয় প্রযোজ্য।

মদ

অথ মদো নাম মদ্যোপযোগাদুৎপদ্যতে। স চ ত্রিবিধঃপঞ্চবিধভাবশ্চ।

মদ মদ্যপান থেকে জন্মে। তা ত্রিবিধ, এতে ভাব পাঁচটি।

অত্রার্যা ভবন্তি—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোকসমূহ আছে—

৩৮। ত্রিবিধস্তু মদঃ কায়স্তরুণো মধ্যস্তথাবকৃষ্টশ্চ।
করণং পঞ্চবিধং স্যাৎ তস্যাভিনয়ে প্রযোক্তব্যম্॥

মদ ত্রিবিধ করণীয়—তরুণ, মধ্য ও নিকৃষ্ট॥ এর পাঁচটি ভাব অভিনয়ে প্রযোজ্য।

৩৯। কশ্চিন্ মত্তো গায়তি রোদিতি কশ্চিত্তথা হসতি কশ্চিৎ।
পরুষবচনাভিধায়ী কশ্চিৎ কশ্চিৎ তথা স্বপিতি॥

মত্ত হয়ে কেউ গান গায়, কেউ রোদন করে, কেউ বা হাসে, কেউ কর্কশ কথা বলে, কেউ নিদ্রিত হয়।

৪০। উত্তমসত্ত্বঃ শেতে হসতি চ গায়তি চ মধ্যমপ্রকৃতিঃ।
পরুষবচনাভিধায়ী রোদিত্যপি চাধমপ্রকৃতিঃ॥

উচ্চাশয় ব্যক্তি শুয়ে থাকে, মধ্যম প্রকৃতির লোক হাসে ও গান গায়, নীচাশয় ব্যক্তি কর্কশ কথা বলে ও রোদন করে।

৪১। স্মিতবদনমধুররাগো হৃষ্টতনুঃ কিঞ্চিদাকুলিতবাক্যঃ।
সুকুমারাবিদ্ধগতিস্তরুণমদস্তূত্তমপ্রকৃতিঃ॥

উচ্চাশয় ব্যক্তির তরুণ মদে হয় স্মিতহাস্যযুক্ত মুখ, মধুর রাগ (মুখরাগ ?), হৃষ্ট অঙ্গ, ঈষৎ আকুলিত বাক্য, কোমল বক্রগতি।

৪২। স্খলিতাঘূর্ণিতনয়নঃ স্রস্তব্যাকুলিতবাহুবিক্ষেপঃ।
কুটিলব্যাবিদ্ধগতির্মধ্যমদো মধ্যমপ্রকৃতিঃ॥

মধ্যম প্রকৃতির লোকের মধ্য মদে নেত্র হয় অস্থির ও ঘূর্ণিত, শিথিল ও আকুলিত বাহুর প্রসার এবং গতি বক্র ও দ্রুত।

৪৩। নষ্টস্মৃতির্হতগতিশ্ছর্দিতহিক্কাকফৈঃ সুবীভৎসঃ।
গুরুসজ্জমানজিহ্বো নিষ্ঠীবতি চাধমপ্রকৃতিঃ॥

নীচাশয় ব্যক্তির হয় স্মৃতিভ্রংশ, বমন, হিক্কা ও কফ হেতু স্খলিত গতি, অত্যন্ত বীভৎস ভাব ; তার জিহ্বা হয় ভারী ও লম্বমান এবং সে নিষ্ঠীবন করে (থুথু ফেলে)।

৪৪। রঙ্গে পিবতঃ কার্যা মদবৃদ্ধির্নাট্যযোগমাসাদ্য।
কার্যো মদক্ষয়ো বৈ যঃ খলু পীত্বা প্রবিষ্টঃ স্যাৎ॥

নাট্যানুষ্ঠানে রঙ্গমঞ্চে (প্রবেশ করে) যে মদ্য পান করে তার মত্ততাবৃদ্ধি করণীয়। যে মদ্যপান করে প্রবেশ করে তার মত্ততার হ্রাস করণীয়।

৪৫। সন্ত্রাসাচ্ছোকাদ্বা ভয়প্রকর্ষাচ্চ কারণোপগতঃ।
উৎক্রম্যাপি হি কার্যো মদপ্রণাশস্তথা তজ্জ্ঞৈঃ॥

ত্রাস, শোক ও অতিভয় হেতু অথবা (অন্য) কারণে এই ক্রম[১] লঙ্ঘন করেও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক মত্ততা দূরীকরণ কর্তব্য।

৪৬। এভির্ভাববিশেষৈর্মদো দ্রুতং সংপ্রণাশমুপযাতি।
অভ্যুদয়সুখৈর্বাক্যৈস্তথৈব শোকঃ ক্ষয়ং যাতি॥

এই বিশেষ ভাবগুলি দ্বারা মত্ততা সত্বর দূরীভূত হয়। তেমনই উন্নতি (হেতু) সুখকর বাক্যে শোক নষ্ট হয়।

---

১. অর্থাৎ পূর্বশ্লোকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার পর মদ্যপানজনিত মত্ততা বৃদ্ধি করণীয়—এই যে বিধি উক্ত হয়েছে তা লঙ্ঘন করে।

শ্রম

শ্রমো নাম অধ্বগতিব্যায়ামসেবাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য গাত্রসংবাহননিঃশ্বসিতমুখবিকূণনজৃম্ভণাঙ্গমর্দমন্দপাদোৎক্ষেপণনয়নবিঘূর্ণনসীৎকারাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

শ্রম, পথভ্রমণ, ব্যায়াম ও সেবাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। গা টেপান, দীর্ঘশ্বাস, মুখকুঞ্চন, জৃম্ভণ (হাই তোলা), দেহমর্দন (massage), মন্দগতিতে পাদচারণ, নেত্রঘূর্ণন, সীৎকার (সী সী শব্দ করা) প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা (শ্রমের) অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৪৭। অধ্বগতিব্যায়ামৈর্নরস্য সঞ্জায়তে শ্রমো নাম।
নিঃশ্বাসখেদগমনৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

পথভ্রমণ ও ব্যায়ামের দ্বারা মানুষের শ্রম হয়। নিঃশ্বাস ও ক্লান্তগতি দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

আলস্য

আলস্যং নাম স্বভাবখেদব্যাধিসৌহিত্যগর্ভাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে স্ত্রীনীচানাম্। তদভিনয়েৎ সর্বকর্মপ্রদ্বেষশয়নাসনতন্দ্রানিদ্রাসেবনাদিভিরনুভাবৈঃ।

স্ত্রী ও নীচলোকদের আলস্য হয় স্বভাবত খেদ, রোগ, আহারের প্রাচুর্য, গর্ভ প্রভৃতি কারণে। সকল কর্মের প্রতি বিদ্বেষ, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা, নিদ্রা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৪৮। আলস্যং ত্বভিনেয়ং খেদব্যাধিস্বভাবজং বাপি।
আহারবর্জিতানামারম্ভাণামনারম্ভাৎ॥

খেদ[১] ও রোগজনিত বা স্বাভাবিক আলস্য আহার ভিন্ন অন্য কার্যসমূহের অকরণ দ্বারা অভিনেয়।

১. নৈরাশ্য, মানসিক অবসাদ।

দৈন্য

দৈন্যং নাম দৌর্গত্যমনস্তাপাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যাধৃতি-শিরোরোগগাত্রস্তম্ভমৃজাপরিবর্জনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

দৈন্য দুর্গতি, মনস্তাপ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অধৈর্য, শিরোবেদনা, অবশ দেহ, শুদ্ধিবর্জন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৪৯। চিন্তৌৎসুক্যসমুত্থা দুঃখাদ্বা দীনতা ভবেৎ পুংসাম্।
সর্বমৃজাপরিহারৈর্বিবিধোঽভিনয়ো ভবেত্তস্য॥

চিন্তা বা ঔৎসুক্য বা দুঃখ থেকে মানুষের দৈন্য হয়। এর বিবিধ প্রকার অভিনয় হয় সকল শুদ্ধি বর্জনের দ্বারা।

চিন্তা

চিন্তা নাম ঐশ্বর্যভ্রংশেষ্টদ্রব্যাপহারদারিদ্র্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েন্ নিঃশ্বসিতোচ্ছ্বসিতসন্তাপধ্যানাধোমুখচিন্তনতনুকার্শ্যা-দিভিরনুভাবৈঃ।

ঐশ্বর্যনাশ, প্রিয়বস্তুর অপহরণ ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা চিন্তা উৎপন্ন হয়। দীর্ঘশ্বাস, উচ্ছ্বাস, সন্তাপ, ধ্যান (চিন্তামগ্ন ভাব), অধোবদনে চিন্তা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৫০। ঐশ্বর্যেষ্টদ্রব্যাপহারজনিতা বহুপ্রকারা তু।
হৃদয়ৌৎসুক্যোপগতা চিন্তা তু নৃণাং সমুদ্ভবতি॥

ঐশ্বর্য ও প্রিয়বস্তুর অপহরণ, হৃদয়ের ঔৎসুক্যগত (প্রভৃতি) বহুবিধ চিন্তা মানুষের হয়।

৫১। সোচ্ছ্বাসৈর্নিঃশ্বসিতৈঃ সন্তাপৈশ্চৈব হৃদয়শূন্যতয়া।
অভিনেতব্যা চিন্তা মৃজাবিহীনৈরধৃত্যা চ॥

উচ্ছ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, সন্তাপ, হৃদয়শূন্যতা, শুদ্ধিহীনতা ও অধৈর্য দ্বারা চিন্তা অভিনেয়।

মোহ

মোহো নাম দৈবোপঘাতব্যসনব্যাধিভয়াবেগপূর্ববৈরস্মরণাদিভি-র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য নিশ্চেষ্টিতাঙ্গভ্রমণপতনঘূর্ণনাদর্শনাদিভিরনুভাবৈ-রভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

দৈব দুর্বিপাক, বিপদ্‌, রোগ, ভয়, আবেগ, পূর্বের শত্রুতাস্মরণ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা মোহ উৎপন্ন হয়। নিশ্চল অঙ্গ, ভ্রমণ, পতন, (মাথা) ঘোরা, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৫২। অস্থানে তস্করান্‌ দৃষ্ট্বা ত্রাসনৈর্বা পৃথগ্বিধঃ।
তৎপ্রতীকারশূন্যস্য মোহঃ সমুপজায়তে॥

অস্থানে চোরদের দেখে অথবা অন্যপ্রকার ভয়কারণ হেতু প্রতিকারহীন ব্যক্তির মোহ জন্মে।

অত্র আর্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৫৩। ব্যসনাভিঘাতভয়পূর্ববৈরসংস্মরণজো ভবতি মোহঃ।
সর্বেন্দ্রিয়সম্মোহাদস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

বিপদ্‌, প্রহার বা আক্রমণ, ভয়, পূর্বের শত্রুতাস্মরণ (প্রভৃতি) থেকে মোহ হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের সংমোহ অবলম্বন করে এর অভিনয় প্রযোজ্য।

স্মৃতি

স্মৃতির্নাম সুখদুঃখকৃতানাং ভাবানামনুস্মরণম্‌। সা চ স্বাস্থ্যজঘন্য-রাত্রিনিদ্রাচ্ছেদসমানদর্শনোদাহরণচিন্তাভ্যাসাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ শিরঃকম্পনাবলোকনভ্রূসমুন্নয়াদিভিরনুভাবৈঃ।

সুখ ও দুঃখজনিত ভাবের স্মরণ স্মৃতি। স্বাস্থ্য, কষ্টকর রাত্রি, অনিদ্রা, অনুরূপ (ব্যাপার বা বস্তু) দর্শন, উদাহরণ, চিন্তা ও অভ্যাস প্রভৃতি বিভাবের

দ্বারা সেই (স্মৃতি) উৎপন্ন হয়। মস্তকের কম্প, অবলোকন, ভ্রূর উন্নমন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্র শ্লোকার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৫৪। সুখদুঃখমতিক্রান্তং তথা মতিবিভাবিতম্।
বিস্মৃতং চ যথাবৃত্তং স্মরেদ্ যঃ স্মৃতিমানসঃ॥

সে স্মৃতিমান্ যে অতীত সুখ-দুঃখ, বিস্মৃত কাল্পনিক বা বাস্তব ঘটনা স্মরণ করে।

৫৫। স্বাস্থ্যাভ্যাসসমুত্থা শ্রুতিদর্শনসংভবা স্মৃতির্নিপুণৈঃ।
শিরউদ্বাহনকম্পৈর্ভ্রূবিক্ষেপৈঃ সাভিনেতব্যা॥

স্বাস্থ্য, অভ্যাস, শ্রবণ ও দর্শনজাত স্মৃতি কৌশলী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মস্তকোত্তোলন ও কম্প এবং ভ্রূভঙ্গের দ্বারা অভিনেয়।

ধৃতি

ধৃতির্নাম শৌর্যবিজ্ঞানশ্রুতিবিভবশৌচাচারগুরুভক্ত্যধিকার্থলাভক্রীড়াদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ প্রাপ্তানাং বিষয়াণামুপভোগাদ্ অপ্রাপ্তাতীতোপহতবিনষ্টানামননুশোচনাদিভিরনুভাবৈঃ।

ধৃতি শৌর্য, বিজ্ঞান, বেদবিদ্যা, বিত্ত, শুচিতা, আচার, গুরুভক্তি, অধিক পরিমাণে অর্থলাভ, ক্রীড়া প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগ, অপ্রাপ্ত, অতীত, ক্ষতিপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট বিষয়ের জন্য অনুতাপ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করতে হয়।

অত্রার্যে—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৫৬। বিজ্ঞানশৌচবিভবশ্রুতিশক্তিসমুদ্ভবা ধৃতিঃ সদ্ভিঃ।
ভয়শোকবিষাদাদ্যৈ রহিতা তু সদা প্রযোক্তব্যা॥

বিজ্ঞান, শুচিতা, বিত্ত, বেদবিদ্যা ও শক্তি থেকে উদ্ভূত ধৃতি সজ্জনগণ কর্তৃক ভয়, শোক, বিষাদ প্রভৃতি ছাড়া সর্বদা প্রযোজ্য।

৫৭। প্রাপ্তানামুপভোগঃ শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধানাম্।
অপ্রাপ্তৌ নহি শোকো যস্যাং হি ভবেদ্ ধৃতিঃ সা তু॥

তার নাম ধৃতি যাতে হয় প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধের উপভোগ এবং অলাভে শোক হয় না।

ব্রীড়া

ব্রীড়া নাম অকার্যকরণাত্মিকা গুরুব্যতিক্রমণাবজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানির্বহণ-কৃতপশ্চাত্তাপাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তাং নিগূঢ়বদনাধোমুখচিন্তনো-র্বীলেখনবস্ত্রাঙ্গুলীয়কসংস্পর্শনখনিকৃন্তনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

ব্রীড়া অপকর্ম করণাত্মক। গুরুবাক্য লঙ্ঘন, তাঁর অবজ্ঞা, প্রতিজ্ঞার অপালনজনিত অনুতাপ প্রভৃতি থেকে (ব্রীড়া) জন্মে। মুখ ঢাকা, অধোবদনে চিন্তা, মাটি আঁচড়ান, বস্ত্র ও অঙ্গুরীয় স্পর্শ, নখ খোঁটা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৫৮। কিঞ্চিদকার্যং কুর্বন্ যো হি নরো দৃশ্যতে শুচিভিরন্যৈঃ।
পশ্চাত্তাপেন যুতো ব্রীড়িত ইতি বেদিতব্যোঽসৌ॥

কোন দুষ্কর্ম করতে থাকলে যে অন্য শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হয় এবং অনুতপ্ত হয় সে ব্রীড়িত (লজ্জিত) বলে জ্ঞাত।

৫৯। লজ্জানিগূঢ়বদনো ভূমিং বিলিখন্ নখাংশ্চ বিনিকৃন্তন্।
বস্ত্রাঙ্গুলীয়কানাং সংস্পর্শং ব্রীড়িতঃ কুর্যাৎ॥

লজ্জিত ব্যক্তি লজ্জায় মুখ ঢেকে মাটি আঁচড়াতে ও নখ খুঁটতে থাকে এবং বস্ত্র ও অঙ্গুরীয় স্পর্শ করে।

চপলতা

চপলতা নাম রাগদ্বেষমাৎসর্যামর্ষের্ষ্যাপ্রতিকূলাদিভির্বিভাবৈরুৎ-পদ্যতে। তস্যাশ্চ বাক্পারুষ্যনির্ভৎসনসম্প্রহারবধবন্ধতাড়নাদিভিরনু-ভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

চপলতা আসক্তি, দ্বেষ, মাৎসর্য, ক্রোধ, ঈর্ষা ও প্রতিকূলতা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। কর্কশ বাক্য, ভর্ৎসনা, প্রহার, বধ, বন্ধন, তাড়ন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৬০। অবিমৃশ্য তু যঃ কার্যং পুরুষো বধতাড়নং সমারভতে।
অবিনিশ্চিতকারিত্বাৎ স তু খলু চপলো বুধৈর্জ্ঞেয়ঃ॥

চিন্তা না করে যে লোক বধ বা তাড়ন আরম্ভ করে, অনির্ধারিত কাজ করে বলে সে বিজ্ঞব্যক্তিগণ কর্তৃক চপল বলে অভিহিত হয়।

হর্ষ

হর্ষো নাম মনোরথলাভেষ্টজনসমাগমমনঃপরিতোষদেবগুরুরাজভর্তৃ-প্রসাদভোজনাচ্ছাদনধনলাভোপভোগাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েৎ নয়নবদনপ্রসাদপ্রিয়ভাষণালিঙ্গনকণ্টকিতাস্রস্বেদাদিভিরনুভাবৈঃ।

হর্ষ মনস্কামনাসিদ্ধি, প্রিয়জনের সমাগম, মনস্তুষ্টি, দেবতা, গুরু, রাজা, প্রভু (বা স্বামীর) অনুগ্রহ, ভোজন, বস্ত্র ও ধনলাভ ও উপভোগাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। নেত্র ও মুখের প্রসন্নতা, প্রিয়বচন, আলিঙ্গন, রোমাঞ্চ, অশ্রু ও ঘর্মাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করবে।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৬১। প্রাপ্যে বা অপ্রাপ্যে বা লব্ধেঽর্থে প্রিয়সমাগমে বাপি।
হৃদয়মনোরথলাভে হর্ষঃ সংজায়তে পুংসাম্॥

প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য অর্থলাভে, প্রিয়জনের সমাগমে অথবা হৃদয়ের ইষ্টবস্তু লাভে লোকের হর্ষ জন্মে।

৬২। নয়নবদনপ্রসাদপ্রিয়ভাষালিঙ্গনৈশ্চ রোমাঞ্চৈঃ।
ললিতৈশ্চাঙ্গবিহারৈঃ স্বেদাদ্যৈরভিনয়স্তস্য॥

নেত্র ও মুখের প্রসন্নতা, প্রিয়ভাষণ, আলিঙ্গন, রোমাঞ্চ, সুন্দর অঙ্গভঙ্গী ও ঘর্মাদি দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

আবেগ

আবেগো নাম উৎপাতবাতবর্ষাগ্নিকুঞ্জরোদ্ভ্রমণপ্রিয়াপ্রিয়শ্রবণ-ব্যসনাভিঘাতাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তত্রোৎপাতকৃতো নাম বিদ্যুদুল্কানির্ঘাতপ্রপতনচন্দ্রসূর্যোপরাগকেতুদর্শনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েৎ সর্বাঙ্গস্রস্ততাবৈমনস্যমুখবৈবর্ণ্যবিস্ময়াদিভিঃ। বাতকৃতং পুনরবগুণ্ঠনাক্ষিমর্দনবস্ত্রসংগ্রহণত্বরিতগমনাদিভিরনুভাবৈঃ। বর্ষকৃতং নাম সর্বাঙ্গসংপিণ্ডনপ্রধাবনচ্ছন্নাশ্রয়ণাদিভিঃ। অগ্নিকৃতং তু ধূমাকুলনেত্রসংকোচনাঙ্গসংবেগাতিক্রান্তপাদাদিভিঃ। কুঞ্জরোদ্ভ্রমণকৃতমপি ত্বরিতাপসর্পণচপলগমনভয়স্তম্ভবেপথুপশ্চাদবলোকনবিস্ময়াদিভিঃ। প্রিয়-শ্রবণকৃতং তু অভ্যুত্থানালিঙ্গনবস্ত্রাভরণপ্রদানাশ্রুপুলকাদিভিঃ। অপ্রিয়-শ্রবণকৃতং ভূমিপতনপরিদেবিতবিষমপরিবর্তিতপরিধাবিতবিলাপরুদিতাভিঃ। ব্যসনাভিঘাতকৃতং তু সহসাপক্রমণশস্ত্রবর্মধারণগজতুরগরথারোহণসম্প্রেবণাদিভিরভিনয়েৎ।

আবেগ উৎপাত, ঝড়, বর্ষা, আগুন, হাতীর ঘুরে বেড়ান, প্রিয় বা অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ, বিপদ, প্রহার প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে উৎপাতকৃত আবেগ বিদ্যুৎ, উল্কা ও বজ্রপাত, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, কেতুদর্শন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সর্বাঙ্গের শৈথিল্য, বিমনাভাব, মুখের বিবর্ণতা ও বিস্ময় প্রভৃতি দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। ঝড হেতু (আবেগ) অবগুণ্ঠন, অক্ষিমর্দন (চোখ রগড়ানো), বস্ত্রধারণ, ত্বরান্বিত গতি প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা (অভিনেয়)। বর্ষণজাত (আবেগ) সর্বাঙ্গের জমে-যাওয়া ভাব, ধাবন ও ও আবৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণাদি দ্বারা (অভিনেয়)। আগুন থেকে জাত (আবেগ) ধূমাকুল নেত্রের সংকোচন, অঙ্গসংবেগ (অর্থাৎ সর্বাঙ্গে ত্বরিত গতি), দীর্ঘ পদক্ষেপে পলায়ন ইত্যাদি দ্বারা (অভিনেয়)। গজভ্রমণজাত (আবেগ) ও দ্রুত পলায়ন, চপল গতি, ভয়, অবশ ভাব, কম্প, পেছন দিকে তাকান ও বিস্ময় প্রভৃতি দ্বারা (অভিনেয়)। প্রিয়সংবাদশ্রবণজাত (আবেগ) উত্থান, আলিঙ্গন, বস্ত্র ও অলংকারদান, অশ্রু ও রোমাঞ্চাদি দ্বারা (অভিনেয়)। অপ্রিয়সংবাদশ্রবণজাত (আবেগ) ভূমিতে পতন, পরিদেবন, বিষমভাবে ঘুরে যাওয়া, ধাবন, বিলাপ ও রোদনাদি দ্বারা (অভিনেয়)। বিপদ ও প্রহার-

জনিত (আবেগ) হঠাৎ পলায়ন, অস্ত্র ও বর্মধারণ, গজ, বা রথে আরোহণ ও সংপ্রেরণা[১]দি দ্বারা (অভিনেয়)।

৬৩। ইত্যেবোঽষ্টবিধো জ্ঞেয় আবেগঃ সংভ্রমাত্মকঃ।
স্থৈর্যেণোত্তমমধ্যানাং নীচানাং চাপসর্পণাৎ ॥

ভয়জনিত আবেগ এই অষ্টপ্রকার বলে জানবে। (এতে) উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির লোকের থাকে স্থৈর্য এবং নীচ প্রকৃতির লোকের হয় পলায়ন।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক দুইটি আছে—

৬৪। অপ্রিয়নিবেদনাদিশ্রবণাদবধীরিতবচনস্য।
শস্ত্রক্ষেপত্রাসাদাবেগো নাম সম্ভবতি ॥

অপ্রিয়সংবাদশ্রবণ, কথার অবজ্ঞা, অস্ত্রত্যাগ ও ত্রাস থেকে আবেগ হয়।

৬৫। অপ্রিয়নিবেদনাদ্যো বিষাদভাবাশ্রয়োঽনুভাবোঽস্য।
সহসারিদর্শনং চেৎ প্রহরণপরিঘট্টনং কার্যম্ ॥

অপ্রিয়সংবাদকথন থেকে যে (আবেগ) তার অনুভাব বিষাদাশ্রিত। হঠাৎ শত্রুদর্শন হলে অস্ত্রঘর্ষণ করণীয়।

জড়তা

জড়তা নাম সর্বকার্যাপ্রতিপত্তিঃ ইষ্টানিষ্টশ্রবণদর্শনব্যাধ্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ কথনাভাষণতূষ্ণীংভাবানিমেষনিরীক্ষণপরবশত্বাদিভিরনুভাবৈঃ।

সকল কার্যের অকরণ, প্রিয়-অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ, প্রিয়-অপ্রিয় বস্তুদর্শন, রোগ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা (জড়তা) উৎপন্ন হয়। কথা না-বলা, অসম্ভাষণ, মৌন, অনিমেষ দৃষ্টি ও পারবশ্যাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৬৬। ইষ্টং বানিষ্টং বা সুখদুঃখং বা ন বেত্তি যো মোহাৎ।
তূষ্ণীকঃ পরবশগঃ স ভবতি জড়সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ ॥

---

১. প্রতিকারার্থে বা প্রতিশোধার্থে লোক পাঠান ?

যে প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু, বা সুখ-দুঃখ মোহবশতঃ বোঝে না, মৌনী ও পরবশ হয়, সেই লোক জড় বলে অভিহিত হয়।

গর্ব

গর্বো নাম ঐশ্বর্যকুলরূপযৌবনবিদ্যাবলধনলাভাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যাবজ্ঞাধর্ষণানুত্তরদানাসংভাষণাংসাবলোকনবিভ্রমাপহসনপারুষ্যগুর্বতিক্রমাণাধিক্ষেপাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

গর্ব ঐশ্বর্য, বংশ, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বল, ধন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অবজ্ঞা, ধর্ষণ, উত্তর না দেওয়া, সংভাষণ না করা, স্কন্ধের প্রতি অবলোকন, ব্যস্ততা, তাচ্ছিল্যসূচক হাস্য, বাক্‌পারুষ্য, গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন, অপমান প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৬৭। বিদ্যাবাপ্তে রূপাদৈশ্বর্যাদয় ধনাগমাদ্বাপি।
গর্বঃ খলু নীচানাং দৃষ্ট্যাঙ্গবিচারণৈঃ কার্যঃ॥

নীচাশয় ব্যক্তিদের বিদ্যালাভ, রূপ, ঐশ্বর্য, অথবা ধনলাভহেতু গর্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা করণীয় (অর্থাৎ অভিনেয়)।

বিষাদ

বিষাদো নাম কার্যারম্ভানিস্তরণদৈবব্যাপত্তিসমুত্থা। তমভিনয়েৎ সহায়ান্বেষণোপায়চিন্তনোৎসাহবিঘাতবৈমনস্য নিঃশ্বসিতাদিভিরনুভাবৈরুত্তমমধ্যমানাম্। অধমানাং তু পরিধাবনাবলোকনমুখশোষণসৃক্কপরিলেহননিদ্রাশ্বসিতধ্যানাদিভিরনুভাবৈঃ।

বিষাদ আরব্ধ কার্যের অসমাপ্তি ও দৈব দুর্বিপাক থেকে জাত। উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির লোকের পক্ষে সহায়ের অন্বেষণ, (কার্যসিদ্ধির) উপায়চিন্তা, উৎসাহভঙ্গ, বিমনাভাব, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি অনুভাব দ্বারা এর অভিনয় করণীয়। অধমপ্রকৃতির পক্ষে ইতস্ততঃ ধাবন, অবলোকন, শুষ্কমুখ, মুখকোণ লেহন, নিদ্রা, দীর্ঘশ্বাস, ধ্যান (চিন্তা) প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা (অভিনেয়)।

অত্রার্যাশ্লোকঃ—

এই বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৬৮। কার্যানিস্তরণকৃতশ্চৌর্যাদিগ্রহণরাজদোষাদ্যৈঃ।
দৈবাদিষ্টৌ যোঽর্থস্তদসংপ্রাপ্তৌ বিষাদঃ স্যাৎ ॥

কার্যের অসমাপ্তি, চৌর্যাদি ব্যাপারে ধরা-পড়া, রাজার প্রতি অপরাধ এবং দেবাদিষ্ট অর্থের অপ্রাপ্তিতে বিষাদ হয়।

৬৯। বৈচিত্ত্যোপায়চিন্তাভ্যাং কার্য্যমুত্তমমধ্যময়োঃ।
নিদ্রানিঃশ্বসিতধ্যানৈরধমানাং তু দর্শয়েৎ ॥

উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির পক্ষে চিত্তবৈকল্য ও উপায়-চিন্তাদ্বারা (বিষাদ) অভিনেয়। অধমের (বিষাদ) নিদ্রা, দীর্ঘশ্বাস ও ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা দেখান হবে।

ঔৎসুক্য

ঔৎসুক্যং নাম ইষ্টজনবিয়োগানুস্মরণোদ্যানদর্শনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য দীর্ঘনিঃশ্বসিতাধোমুখবিচিন্তননিদ্রাতন্দ্রাশয়নাভিলাষাদিভিরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ ঃ।

ঔৎসুক্য প্রিয়জনের বিরহ, তার স্মরণ, উদ্যানদর্শন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা, উৎপন্ন হয়। দীর্ঘশ্বাস, অধোবদনে চিন্তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শয়ন ও ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৭০। ইষ্টজনাদিবিয়োগাদৌৎসুক্যং জায়তে হ্যনুস্মৃত্যা।
চিন্তানিদ্রাতন্দ্রাগাত্রগুরুত্বৈরভিনয়োঽস্য ॥

প্রিয়জন প্রভৃতির বিরহ বা তাদের স্মরণ হেতু ঔৎসুক্য জন্মে। চিন্তা, নিদ্রা, তন্দ্রা ও দেহের ভাবের দ্বারা এর অভিনয় (করণীয়)।

নিদ্রা

নিদ্রানামদৌর্বল্যশ্রমক্লমমদালস্যচিন্তাঽত্যাহারস্বভাবাদিভির্বিভাবৈঃসমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েদ্ বদনগৌরবগাত্রপরিলোড়ননেত্রবিঘূর্ণনগাত্র-বিমর্দোচ্ছ্বসিতনিঃশ্বসিতসন্নগাত্রতাক্ষিনিমীলনসম্মোহাদিভিরনুভাবৈঃ।

নিদ্রা, দুর্বলতা, পরিশ্রম, ক্লান্তি, আলস্য, চিন্তা, অতিভোজন, (নিদ্রাপ্রবণ) প্রকৃতি প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা জন্মে। মুখের স্ফীতি, দেহকম্প, ঘূর্ণিত চক্ষু, জৃম্ভণ (হাই তোলা), শরীরঘর্ষণ, উচ্ছ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, অবসন্ন দেহ, নেত্রনিমীলন, সংমোহ প্রভৃতি অনুভব দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৭১। আলস্যাদ্ দৌর্বল্যাৎ ক্লমাচ্ছ্রমাচ্চিন্তনাৎ স্বভাবাচ্চ।
রাত্রৌ জাগরণাদপি নিদ্রা পুরুষস্য সংভবতি॥

আলস্য, দুর্বলতা, ক্লান্তি, পরিশ্রম, চিন্তা ও প্রকৃতি এবং রাত্রিজাগরণ হেতু লোকের নিদ্রা হয়।

৭২। তাং মুখগৌরবগাত্রপরিলোড়ননয়ননিমীলনজড়ৈঃ।
জৃম্ভণগাত্রবিমর্দৈরনুভাবৈরভিনয়েৎ প্রাজ্ঞঃ॥

বিজ্ঞব্যক্তি মুখস্ফীতি, দেহকম্প, নেত্রনিমীলন, জড়তা, জৃম্ভণ (হাই তোলা), দেহঘর্ষণ—এই অনুভাবগুলির দ্বারা এর অভিনয় করবেন।

অপস্মার (মৃগীরোগ, মূর্ছা,)

অপস্মারো নাম দেবনাগযক্ষরাক্ষসপিশাচাদীনাং গ্রহণাদনুস্মরণাদ্ উচ্ছিষ্টশূন্যাগারসেবনাশুচিকালান্তরাতিপাতধাতুবৈষম্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্ফুরিতকম্পিতনিঃশ্বসিতধাবনপতনস্বেদবদনফেনহিক্কাজিহ্বাপরিলেহনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

অপস্মার দেবতা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি কর্তৃক গ্রহণ (অর্থাৎ ধৃত হওয়া), (এদের) স্মরণ, উচ্ছিষ্টভক্ষণ, শূন্যগৃহে বাস, অশুচিতা, (ভোজন ও নিদ্রাদি ব্যাপারে) কালের অন্তর (interval) না মানা, (বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক) ধাতুর বিকার প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। স্ফুরণ, কম্প, দীর্ঘশ্বাস, ধাবন, পতন, ঘর্ম, সফেন মুখ, হিক্কা, জিহ্বা দ্বারা লেহন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৭৩। ভূতপিশাচগ্রহণাদনুস্মরণোচ্ছিষ্টশূন্যগৃহগমনাৎ।
কালান্তরাতিপাতাদশুচেশ্চ ভবেদ্ অপস্মারঃ॥

ভূত ও পিশাচ কর্তৃক গ্রহণ, তাদের স্মরণ, উচ্ছিষ্ট ভোজন, শূন্যগৃহে গমন, কালের অন্তর লঙ্ঘন এবং অশুচিভাব হেতু অপস্মার হয়।

৭৪। সহসা ভূমৌ পতনং প্রকম্পনং বদনফেনমোক্ষশ্চ।
নিঃসংজ্ঞস্তোত্থানং রূপণ্যেতান্যপস্মারে॥

হঠাৎ ভূমিতে পতন, কম্প, মুখের ফেনা পড়া, অজ্ঞান অবস্থায় ওঠা—অপস্মারে এইগুলি অবস্থা।

সুপ্ত

সুপ্তং নাম নিদ্রাসমুত্থম্। নিদ্রাভিভবেন্দ্রিয়বিষয়োপগমনমোহন-ক্ষিতিতলশয়নপ্রসারণানুৎকর্ষণাদিভিবিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তদুচ্ছ্বসিত-নিঃশ্বসিতসন্নগাত্রাক্ষিনিমীলনসর্বেন্দ্রিয়সম্মোহোৎস্বপ্নাদিভিরনুভাবৈরভি নয়েৎ।

সুপ্ত নিদ্রা থেকে উদ্ভূত। নিদ্রার প্রভাব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের (অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের) ভোগ, মোহ, ভূমিতে শয়ন, (হস্তপদের) প্রসারণ, অনুৎকর্ষণ (হাত-পা না তোলা ?) প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা জন্মে। দীর্ঘশ্বাস, অবসন্ন দেহ, নেত্র নিমীলন, সকল ইন্দ্রিয়ের সোংমোহ, উৎস্বপ্ন[১] প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় (করণীয়)।

অত্রার্যে—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৭৫। নিদ্রাভিভবেন্দ্রিয়োপগমনমোহনৈর্ভবেৎ সুপ্তম্।
অক্ষিনিমীলোচ্ছ্বসনৈঃ স্বপ্নায়িতজল্পিতৈঃ কার্যঃ॥

নিদ্রার প্রভাব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ভোগ ও মোহ হেতু সুপ্ত হয়। নেত্র-নিমীলন, উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নে কথা বলা দ্বারা (এর অভিনয়) করণীয়।

১. ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বলা অথবা অতৃপ্তি হেতু স্বপ্ন দেখা।

৭৬। সোচ্ছ্বাসৈর্নিঃশ্বাসৈর্মন্দাক্ষিনিমীলনেন নিশ্চেষ্টঃ।
সর্বেন্দ্রিয়সম্মোহাৎ সুপ্তং স্বপ্নৈঃ প্রযুঞ্জীত॥

উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, আংশিক নেত্রনিমীলন, নিশ্চেষ্টতা, সকল ইন্দ্রিয়ের মোহ ও স্বপ্নদ্বারা সুপ্ত প্রযোজ্য।

বিবোধ

বিবোধো নাম নিদ্রাচ্ছেদাহারবিপরিণামদুঃস্বপ্নতীব্রশব্দস্পর্শাদিভি-র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তং জৃম্ভণাক্ষিমর্দনশয়নমোক্ষাদিভিরনুভাবৈরভি-নয়েৎ।

বিবোধ নিদ্রাভঙ্গ, আহারবিপরিণাম[১], দুঃস্বপ্ন, তীব্র শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। জৃম্ভণ (হাই তোলা), নেত্রঘর্ষণ, শয্যাত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৭৭। আহারবিপরিণামাচ্ছব্দস্পর্শাদিভিশ্চ সম্ভূতঃ।
প্রতিবোধস্ত্বভিনেয়ো জৃম্ভণবদনাক্ষিপরিমর্দৈঃ॥

আহারবিপরিণাম[১], শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত প্রতিবোধে (জাগরণ) জৃম্ভণ (হাই তোলা), মুখ ও নেত্র ঘর্ষণের দ্বারা অভিনেয়।

অমর্ষ

অমর্ষো নাম বিদ্যৈশ্বর্যধনবলাধিকৈরধিক্ষিপ্তস্যাবমানিতস্য বা সমুৎ-পদ্যতে। তং শিরঃকম্পনপ্রস্বেদাধোমুখবিচিন্তনাধ্যবসায়ধ্যানোপায়া-ন্বেষণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

অমর্ষ অধিকতর বিদ্যা, ঐশ্বর্য, ধন ও বলশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তিরস্কৃত বা অপমানিত লোকের হয়। মস্তককম্প, অতিরিক্ত ঘর্ম, অধোবদনে চিন্তা,

১. এই শব্দের অর্থ খাদ্য পরিপাক। কিন্তু অনিদ্রার কারণ পরিপাক নয়, পরিপাকের ভাব। সুতরাং শব্দটি বোধহয় হবে আহারাবিপরিণাম।

সংকল্প, ধ্যান (চিন্তা), উপায় অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা-এর অভিনয় করণীয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

৭৮। আক্ষিপ্তানাং সভামধ্যে বিদ্যৈশ্বর্যবলাধিকৈঃ।
নৃণামুৎসাহসংপন্নো হ্যমর্ষো নাম জায়তে॥

অধিকতর বিদ্যা, ঐশ্বর্য ও বলশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সভাতে উপহসিত (বা নিন্দিত) উদ্যমী লোকের অমর্ষ জন্মে।

৭৯। উৎসাহাধ্যবসায়াভ্যামধোমুখবিচিন্তনৈঃ।
শিরঃপ্রকম্পস্বেদাদ্যৈস্তং প্রযুঞ্জীত নাট্যবিৎ॥

নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি উৎসাহ, চেষ্টা, অধোবদনে চিন্তা, মস্তককম্প, ঘর্ম প্রভৃতি দ্বারা এর অভিনয় করবেন।

অবহিত্থা

অবহিত্থং নাম আকারপ্রচ্ছাদনাত্মকম্। তচ্চ লজ্জাভয়াপজয়গৌরব-জৈহ্ম্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যান্যথাকথনাবিলোকিতকথাভঙ্গ-কৃতকধৈর্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

অবহিত্থা অর্থাৎ রূপের প্রচ্ছাদন লজ্জা, ভয়, অপজয় (পরাজয়), গৌরব, কুটিলতা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অন্যভাবে বলা, না দেখা, কথায় ছেদ, কৃত্রিম ধৈর্য প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

৮০। ধার্ষ্ট্যজৈহ্ম্যাদিসংভূতমবহিত্থং ভয়াত্মকম্।
তচ্চাগণনয়া কার্যং নাভিচোত্তরভাষণাৎ॥

ধৃষ্টতা, কুটিলতা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অবহিত্থা ভয়াত্মক। গণ্য না করা, উত্তরদানে বেশি কথা না বলা—এইভাবে এর অভিনয় করণীয়।

উগ্রতা

অথোগ্রতা নাম চৌর্যাভিগ্রহনৃপাপরাধাসৎপ্রলাপাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তাং চ বধবন্ধনতাড়ননির্ভৎসনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

উগ্রতা চৌর্যাদি হেতু ধরা পড়া, রাজার প্রতি অপরাধ, অসৎ প্রলাপ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বধ, বন্ধন, তাড়ন, ভর্ৎসনা প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্রার্যা—

এই বিষয়ে আর্যাশ্লোক—

৮১। চৌর্যাভিগ্রহযোগাননৃপাপরাধাত্তথোগ্রতা ভবতি।
বধবন্ধতাড়নাদিভিরনুভাবৈরভিনয়স্তস্যাঃ॥

চোরের গ্রেপ্তার ও রাজার প্রতি অপরাধহেতু উগ্রতা হয়। হত্যা, বন্ধন, তাড়ন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় (করণীয়)।

মতি

মতির্নাম নানাশাস্ত্রার্থচিন্তনোহাপোহাদিভিবিভাবৈরুৎপদ্যতে। তামভিনয়েচ্ছিষ্যোপদেশার্থবিকল্পনসংশয়চ্ছেদনাদিভিরনুভাবৈঃ।

মতি নানা শাস্ত্রের বিষয় চিন্তা, উহ, অপোহ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। শিষ্যকে উপদেশ দান, (শাস্ত্রা)র্থ চিন্তা সন্দেহনিরসনাদি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

৮২। নানাশাস্ত্রবিনিষ্পন্না মতিঃ সংজায়তে নৃণাম্।
শিষ্যোপদেশার্থকৃতস্তস্যাস্ত্বভিনয়ো ভবেৎ॥

নানা শাস্ত্র দ্বারা মানুষের মতি জন্মে। শিষ্যকে উপদেশ এবং (শাস্ত্রা)র্থ ব্যাখ্যা দ্বারা এর অভিনয় হয়।

ব্যাধি

ব্যাধির্নাম বাতপিত্তকফসংনিপাতপ্রভবঃ। তস্য জ্বরাদয়ো বিশেষাঃ। জ্বরস্তু খলু দ্বিবিধঃ সশীতঃ সদাহশ্চ। সশীতস্তাবৎ প্রবেপিতসর্বাঙ্গোৎ-

কম্পনকুঞ্চিতহনুচলননাসাবিকুঞ্চনমুখশোষণরোমাঞ্চপরিদেবিতাদিভির-নুভাবৈরভিনয়ে প্রযোক্তব্যঃ। সদাহস্তুবিক্ষিপ্তবস্ত্রকরচরণভূম্যভিলাষা-নুলেপনশীতাভিলাষপরিদেবিতোৎক্রুষ্টাদিভিঃ। যে চান্যেঽপি ব্যাধয়ঃ তেঽপি খলু মুখবিঘূর্ণনগাত্রস্তম্ভনিঃশ্বসনস্তনিতোৎক্রুষ্টবেপনাদিভিরনুভা-বৈরভিনেয়াঃ।

ব্যাধি বায়ু, পিত্ত ও কফের সন্নিপাত (বিকার) থেকে উদ্ভূত। জ্বর প্রভৃতি এর প্রকারভেদ। জ্বর দুই প্রকার—সশীত ও সদাহ। সশীত জ্বর সর্বাঙ্গে কম্প, দেহকুঞ্চন, চোয়াল কাঁপা, নাসিকা কুঞ্চন, মুখ শুকিয়া যাওয়া, রোমাঞ্চ, বিলাপ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়। সদাহ জ্বর বস্ত্র, হস্ত ও পদের বিক্ষেপ, মাটিতে লোটাবার ইচ্ছা, অনুলেপন (অর্থাৎ গায়ে শীতল পদার্থ মাখা), শীতলতার ইচ্ছা, বিলাপ ও চিৎকার প্রভৃতি দ্বারা (অভিনেয়)। অন্যান্য ব্যাধিও মুখঘূর্ণন, দেহে অবশ ভাব, গভীর শ্বাস, (অদ্ভুত) শব্দ করা, চিৎকার, কম্প প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

৮৩। সামান্যতস্তু ব্যাধীনাং কর্তব্যোঽভিনয়ো বুধৈঃ।
স্রস্তাঙ্গগাত্রবিক্ষেপৈ রুজা মুখবিঘূর্ণনৈঃ॥

সাধারণভাবে পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যাধির অভিনয় শিথিল অঙ্গ, দেহবিক্ষেপ, রোগ হেতু মুখঘূর্ণনের দ্বারা করণীয়।

উন্মাদ

উন্মাদো নাম ইষ্টজনবিয়োগবিভবনাশব্যসনাভিঘাতপিত্তশ্লেষ্ম-প্রকোপাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমনিমিত্তহসিতরুদিতোৎক্রুষ্টাসম্বদ্ধ-প্রলাপশয়িতোপবিষ্টোত্থিতপ্রধাবিতনৃত্তগীতপঠিত ভস্মপাংশ্ববধূলনতৃণ-নির্মাল্যকুচেলচীরঘটবস্ত্রশরাবাভারণাধারণোপভোগৈরনৈকৈশ্চানবস্থিত-চেষ্টাকরণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

উন্মাদ প্রিয়জনবিরহ, বিত্তনাশ, বিপদ্‌পাত, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপাদি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। বিনা কারণে হাসা, রোদন, চিৎকার, অসংলগ্ন

প্রলাপ, শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান, ধাবন, নৃত্য-গীত ও পাঠ, ভস্ম ও ধূলি (গায়ে মাখান), তৃণ, নির্মাল্য, মলিনবস্ত্র, ছিন্নবস্ত্র, কলসীর মুখ, শরা অলংকার-স্বরূপ ধারণ, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের) উপভোগ এবং অন্য অস্থিরতাসূচক কার্য প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে দুইটি আর্যাশ্লোক—

৮৪। ইষ্টজনবিভবনাশাদভিঘাতাদ্বাতপিত্তকফকোপাৎ।
বিবিধাচ্চিত্তবিকারাদুন্মাদো নাম সংভবতি ॥

প্রিয়জনের মৃত্যু, বিত্তনাশ, বিপদ্‌পাত, বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ এবং নানাবিধ চিত্তবিকার থেকে উন্মাদ জন্মে।

৮৫। অনিমিত্তহসিতরুদিতোপবিষ্টগতিপ্রধাবিতোৎক্রুষ্টৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিকারকৃতৈরুন্মাদং সংপ্রযুঞ্জীত ॥

বিনা কারণে হাসা, রোদন, উপবেশন, চলন, ধাবন, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার এবং অন্যপ্রকার বিকার হেতু উন্মাদ প্রয়োগ করতে হয়।

মৃত্যু

মরণং নাম ব্যাধিজমভিঘাতজং চ। তত্র যদান্ত্রযকৃচ্ছূলদোষবৈষম্য-গণ্ডপিণ্ডকাজ্বরবিষূচিকাদিভিবিভাবৈরুৎপদ্যতে তদ্ব্যাধিপ্রভবম্। অভি-ঘাতজং তু শস্ত্রাহিদংশবিষপানশ্বাপদগজতুরগরথযানপাতবিনাশপ্রভবম্। এতয়োরিদানীমভিনয়বিশেষং বক্ষ্যামি। তত্র ব্যাধিজং বিষণ্ণগাত্রং ব্যায়তাঙ্গবিচেষ্টিতং নিমীলিতনয়নং হিক্কাশ্বাসোপেতমনবেক্ষিতপরিজন-মব্যক্তাক্ষরকথনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

মৃত্যু রোগ এবং আঘাত থেকে হয়। তন্মধ্যে অন্ত্র, যকৃৎ, শূলবেদনা, (বায়ু-পিত্ত-কফের) বিকার, গণ্ড (টিউমার), পিণ্ডক্ (ফোঁড়া), জ্বর, বিষূচিকা (কলেরা) প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা যা উৎপন্ন হয় তা ব্যাধিকৃত। অস্ত্রাঘাত, সর্পদংশন, বিষপান, হিংস্র জন্তু (কর্তৃক) আক্রমণ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য যানের ভঙ্গ বা বিনাশ থেকে জাত (মৃত্যু) আঘাতজনিত। এই দুইটির বিশিষ্ট

অভিনয়[১] বলব। তন্মধ্যে ব্যাধিজ (মরণ) অবসন্ন দেহ, প্রসারিত দেহসঞ্চালন, মুদিত নেত্র, হিক্কা, গভীর শ্বাস, পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, অস্ফুট বাক্য প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা অভিনেয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোকঃ—

৮৬। **ব্যাধীনামেকভাবো হি মরণাভিনয়ঃ স্মৃতঃ।**
বিষণ্ণগাত্রৈর্নিশ্চেষ্টৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ বিবর্জিতঃ॥

ব্যাধিসমূহ দ্বারা জনিত মরণের অভিনয় একরূপ হয়, যথা অবসন্ন দেহ, নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ (দ্বারা অভিনেয়)।

অভিঘাতজে তু নানাপ্রকারাভিনয়বিশেষাঃ। যথা শস্ত্রক্ষতে তাবৎ সহসাভূমিপতনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। অহিদষ্টে তু বিষপীতে বা বিষবেগা, যথা কার্শ্যবেপথুদাহহিক্কাফেনস্কন্ধভঙ্গজড়তামরণানীত্যষ্টৌ বিষবেগাঃ।

আঘাতজনিত মরণে নানাবিধ অভিনয় হয়; যথা—অস্ত্রাঘাতে হঠাৎ ভূমিতে পতন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা অভিনয় প্রযোজ্য। সর্পদংশনে বা বিষপানে বিষপ্রভাব (প্রদর্শনীয়); কৃশতা, কম্প, জ্বালা, হিক্কা, (মুখে) ফেনা, স্কন্ধভঙ্গ (ঘাড় বেঁকে যাওয়া), জড়তা, মরণ—এই আটটি বিষের প্রভাব।

অত্রানুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি পরম্পরাগত শ্লোক আছে—

৮৭। **কার্শ্যং তু প্রথমে বেগে দ্বিতীয়ে বেপথুস্তথা।**
দাহং তৃতীয়ে হিক্কাং তু চতুর্থে সংপ্রয়োজয়েৎ॥

প্রথমে বিষপ্রভাবে হয় কৃশতা, দ্বিতীয়ে কম্প, তৃতীয়ে জ্বালা ও চতুর্থে হিক্কা প্রয়োগ বিধেয়।

৮৮। **ফেনং তু পঞ্চমে কুর্যাৎ ষষ্ঠে তু স্কন্ধভঞ্জনম্।**
জড়তাং সপ্তমে কুর্যাদষ্টমে মরণং তথা॥

পঞ্চম বিষপ্রভাবে (মুখে) ফেনা, ষষ্ঠে স্কন্ধভঞ্জন (ঘাড় বাঁকান), সপ্তমে জড়তা ও অষ্টমে মৃত্যু করণীয়।

---

১. পরবর্তীকালে রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুর অভিনয় নিষিদ্ধ, যথা সাহিত্যদর্পণ ৬।৭ (সিদ্ধান্তবাগীশ)

অত্রার্যা ভবতি—

এ বিষয়ে আর্যাছন্দ আছে—

৮৯। শ্বাপদগজতুরগরথোদ্ভবং তু পশুযানপতনজং চাপি।
শস্ত্রক্ষতবৎ কুর্যাদনপেক্ষিতগাত্রসঞ্চারম্॥

হিংস্র জন্তু, হস্তী, অশ্ব ও রথ থেকে উদ্ভূত এবং পশুযান পতন (জনিত মৃত্যুতে) অস্ত্রাঘাত (জনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রের ন্যায়) দেহ সঞ্চালন থাকবে না।

৯০। ইত্যেবং মরণং জ্ঞেয়ং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
প্রযোক্তব্যং বুধৈঃ সম্যগ্ যথাবাগঙ্গচেষ্টিতৈঃ॥

মরণ এইরূপ নানা অবস্থাপরিবর্তনজাত বলে বুঝতে হবে।

ত্রাস

ত্রাসো নাম বিদ্যুদুল্কাশনিপাতনির্ঘাতাম্বুধরমহাসত্ত্বদর্শনপশুরাবাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। সংক্ষিপ্তাঙ্গোৎকম্পনবেপথুস্তম্ভরোমাঞ্চগদ্গদপ্রলাপাদিভিরনুভাবৈরভিনয়েৎ।

ত্রাস বিদ্যুৎ, উল্কা ও বজ্রপাত, নির্ঘাত,[১] মেঘ, বিরাট ভূত দেখা, জন্তুর ডাক প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। দেহ সংকোচ, কম্প, অবশ ভাব, রোমাঞ্চ, গদ্গদভাবে প্রলাপ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা (ত্রাস) অভিনেয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে শ্লোক—

৯১। মহাভৈরবনাদাদ্যৈস্ত্রাসঃ সমুপজায়তে।
স্রস্তাঙ্গার্ধনিমেষাদ্যৈস্তস্য ত্বভিনয়ো ভবেৎ॥

উচ্চ ও ভীষণ শব্দাদি হেতু ত্রাস জন্মে। শিথিল অঙ্গ, অর্ধনিমেষ প্রভৃতি দ্বারা এর অভিনয় হয়।

বিতর্ক

বিতর্কো নাম সন্দেহবিমর্শবিপ্রত্যয়াদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েদ্ বিবিধবিচারিতসংজ্ঞাসংপ্রধারণমন্ত্রসংগূহনাদিভিরনুভাবৈঃ।

১ এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ - ধ্বংস, ঘূর্ণিবায়ু, প্রবল বায়ু, ঝড়, আকাশে বাতাসের সংঘর্ষ শব্দ, ভূমিকম্প, বজ্রপাত।

বিতর্ক সন্দেহ, বিচার বা আলোচনা, বি-প্রত্যয় (বৈক্লব্য ?) প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। নানাভাবে বিচার, সংজ্ঞানিরূপণ, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা তা অভিনেয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয় শ্লোক—

৯২। বিচারণাদিসংভূতঃ সংদেহজননাত্মকঃ।
বিতর্কস্তভিনেয়ঃ স্যাচ্ছিরোভ্রূপক্ষ্মকম্পনৈঃ ॥

বিচার প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত ও সন্দেহের জনক বিতর্ক মস্তক, ভ্রূ ও পক্ষ্মের কম্প দ্বারা অভিনেয়।

এবমেতে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ব্যভিচারিণো ভাবা দেশকালাবস্থানুগতমধ্যমাধমোত্তমৈঃ স্ত্রীপুংসৈঃ প্রয়োগবশাদুৎপাদ্যা ইতি।

এইরূপে এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব দেশ, কাল, অবস্থা অনুসারে মধ্যম, অধম ও উত্তম স্ত্রীলোক ও পুরুষ কর্তৃক প্রয়োগবশে (অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে) উৎপাদনীয়।

অত্র শ্লোকঃ—

এই বিষয়ে শ্লোক—

৯৩। ত্রয়স্ত্রিংশদিমে ভাবা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
সাত্ত্বিকাংস্তু পুনর্ভাবান্ ব্যাখ্যাস্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥

এই তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব বুঝতে হবে। সাত্ত্বিকভাব[১]গুলি ক্রমানুসারে বলব।

সাত্ত্বিক ভাব

অত্রাহ—কিমন্যে ভাবাঃ সত্ত্বেন বিনাভিনীয়ন্তে যত এতে সাত্ত্বিকা ইত্যুচ্যন্তে ? অত্রোচ্যতে—ইহ সত্ত্বং নাম মনঃপ্রভবম্। তচ্চ সমাহিতমনস্ত্বাদ্ উৎপদ্যতে। মনঃসমাধানাচ্চ সত্ত্বনিষ্পত্তির্ভবতি। তস্য চ যোঽসৌ স্বভাবঃ রোমাঞ্চাশ্রুবৈবর্ণ্যাদিকো ন শক্যতেঽন্যমনসা কর্তুম্

১. ৬।২২ শ্লোক দ্রঃ।

ইতি লোকস্বভাবানুকরণত্বাচ্চ নাট্যস্য সত্ত্বমীপ্সিতম্। কো দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ, অত্রোচ্যতে—ইহ হি নাট্যধর্মীপ্রবৃত্তাঃ সুখদুঃখকৃতা ভাবাঃ তথা সত্ত্ববিশুদ্ধাঃ কার্যাঃ যথা স্বরূপা ভবন্তি। তত্র দুঃখং নাম রোদনাত্মকম্। তৎকথমদুঃখিতেন, সুখং প্রহর্ষাত্মকম্, অসুখিতেনাভিনেতুং শক্যতে ইতি সত্ত্বসমীপ্সিতমিতি কৃত্বা সাত্ত্বিকো নাম ইতি ভাবঃ। এতদেবাস্য সত্ত্বং যদ্ দুঃখিতেন সুখিতেন বা অশ্রুরোমাঞ্চৌ দর্শয়িতব্যাবিতি ব্যাখ্যাতম্। ইমে।

এ বিষয়ে বলা হয়েছে—অন্যভাব সত্ত্ব ছাড়া অভিনীত হয় বলে কি এগুলি সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হয় ? এর উত্তর—এখানে সত্ত্ব (শব্দের অর্থ) মন থেকে জাত। তা সমাহিত চিত্ত থেকে উৎপন্ন হয়। মনের সমাহিতভাব থেকে সত্ত্ব নিষ্পন্ন হয়। এর প্রকৃতি রোমাঞ্চ, অশ্রু, বিবর্ণভাব প্রভৃতি অন্যমনস্ক ব্যক্তি জন্মাতে পারে না—এই (কারণে) লোকের স্বভাবের অনুকরণ হেতু নাট্যে সত্ত্ব অভিপ্রেত। উদাহরণ কি ?—এই প্রশ্ন হলে উত্তর—এখানে নাট্যপ্রয়োগে সুখ-দুঃখজনিত ভাবসমূহ যাতে স্বরূপ (অভিনেয় ব্যক্তি বা বস্তুর স্বকীয় অবস্থার অনুরূপ) হয় তেমন ভাবে সত্ত্ববিশুদ্ধি করণীয়। তন্মধ্যে দুঃখ রোদনমূলক। তা কি করে অদুঃখিত ব্যক্তি (কর্তৃক অভিনেয় হবে ?)। সুখ আনন্দমূলক। তা কি করে অসুখী লোক কর্তৃক অভিনীত হতে পারে। সত্ত্বসমভিপ্রেত বলে এই ভাব সাত্ত্বিক নামে অভিহিত। এটাই এর সত্ত্ব যে দুঃখিত ব্যক্তি বা সুখী ব্যক্তি কর্তৃক অশ্রু ও রোমাঞ্চ প্রদর্শনীয়—এভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এইগুলি—

৯৪। স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরসাদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

অবশভাব, ঘর্ম, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ (স্বরভঙ্গ বা স্বরবিকৃতি), কম্প, বিবর্ণভাব, অশ্রু ও মূর্ছা—এই আটটি সাত্ত্বিক বলে জ্ঞাত।

তন্মধ্যে—

ঘর্ম

৯৫। ক্রোধভয়হর্ষলজ্জাদুঃখশ্রমরোগতাপঘাতেভ্যঃ।
ব্যায়ামক্লমধর্মাৎ স্বেদঃ সংপীড়নাচ্চৈব॥

ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, দুঃখ, শ্রম, রোগ, তাপ, ব্যায়াম, ক্লান্তি ও সংপীড়ন (সংঘর্ষ, শরীরে শরীরে ঘর্ষণ ?) থেকে হয় ঘর্ম।

(অবশভাব)

৯৬। হর্ষভয়রোগবিস্ময়বিষাদমদরোষসংভবঃ স্তম্ভঃ।
শীতভয়হর্ষরোষস্পর্শজরাসম্ভবঃ কম্পঃ॥

হর্ষ, ভয়, রোগ, বিস্ময়, বিষাদ, মত্ততা ও ক্রোধ থেকে জন্মে অবশভাব। কম্প, শীত, ভয়, হর্ষ, কোপ, স্পর্শ ও জরা থেকে হয়।

অশ্রু

৯৭। আনন্দামর্ষাভ্যাং ধূমাঞ্জনজৃম্ভণাদ্ ভয়াচ্চ।
শোকানিমিষপ্রেক্ষণশীতাদ্রোগাদ্ ভবেদস্রম্॥

আনন্দ, ক্রোধ, ধোঁয়া, কাজল, জৃম্ভণ (হাই তোলা), ভয়, শোক, অনিমেষ দৃষ্টি, শীত ও রোগ থেকে অশ্রু উৎপন্ন হয়।

বিবর্ণভাব ও রোমাঞ্চ

৯৮। শীতক্রোধভয়শ্রমরোগক্লমতাপজং চ বৈবর্ণ্যম্।
স্পর্শভয়শীতহর্ষাৎ ক্রোধাদ্ রোগাচ্চ রোমাঞ্চঃ॥

শীত, ক্রোধ, ভয়, শ্রম, রোগ, ক্লান্তি ও তাপ থেকে হয় বিবর্ণভাব। স্পর্শ, ভয়, শীত, হর্ষ, ক্রোধ ও রোগ থেকে হয় রোমাঞ্চ।

স্বরবিকৃতি ও মূর্ছা

৯৯। স্বরসাদো ভয়হর্ষক্রোধজ্বররোগমদজনিতঃ।
শ্রমমূর্চ্ছামদনিদ্রাভিঘাতমোহাদিভিঃ প্রলয়ঃ॥

স্বরভঙ্গ (বা স্বরবিকৃতি) ভয়, হর্ষ, ক্রোধ, জ্বর, (অন্য) রোগ ও মত্ততা জনিত। শ্রম, মূর্ছা, মত্ততা, নিদ্রা, আঘাত মোহ প্রভৃতি হেতু হয় সংজ্ঞাহীনতা।

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের অভিনয়

১০০। এবমেতে বুধৈর্জ্ঞেয়া ভাবা হ্যষ্টৌ তু সাত্ত্বিকাঃ।
কর্ম চৈষাং প্রবক্ষ্যামি হ্যনুভাবানুভাবকম্॥

এইরূপে এই আটটি পণ্ডিতগণ কর্তৃক সাত্ত্বিক (ভাব) বলে জ্ঞাত। পরে এদের সূচক কর্ম বা ক্রিয়া বলব।

১০১। নিশ্চেষ্টো নিষ্প্রকম্পশ্চ স্থিতঃ শূন্যজড়াকৃতিঃ।
নিঃসংজ্ঞঃ স্তব্ধগাত্রশ্চ স্তম্ভং ত্বভিনয়েদ্ বুধঃ॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট, অবিকম্প, মণ্ডায়মান, শূন্য ও জড়রূপে, সংজ্ঞাহীন ও অবশাঙ্গরূপে স্তম্ভের অভিনয় করবেন।

১০২। ব্যজনগ্রহণাচ্চাপি স্বেদাপনয়নেন চ।
স্বেদস্যাভিনয়ো যোজ্যস্তথা বাতাভিলাষতঃ॥

পাখা নেওয়া, ঘাম মোছা এবং বাতাসের ইচ্ছা দ্বারা ঘামের অভিনয় করণীয়।

১০৩। মুহুঃ কণ্টকিতত্বেন তথোল্লুকসনেন চ।
রোমাঞ্চস্ত্বভিনেয়োঽসৌ গাত্রসংস্পর্শনেন চ॥

বার বার পুলকোদয়, শরীরে লোমহর্ষণ এবং দেহস্পর্শ দ্বারা রোমাঞ্চ অভিনেয়।

১০৪। স্বরভেদং তথা চৈব ভিন্নগদ্গদবিস্বরৈঃ।
বেপনাৎ স্ফুরণাৎ কম্পাদ্ বেপথুং সংপ্রযোজয়েৎ॥

স্বরভেদ ভগ্ন ও গদ্গদ কণ্ঠস্বরের দ্বারা অভিনেয়। বেপন,[১] স্ফুরণ[২] ও কম্প[৩] আশ্রয় করে বেপথুর প্রয়োগ করণীয়।

১০৫। মুখবর্ণপরাবৃত্ত্যা নাড়ীপীড়নযোগতঃ।
বৈবর্ণ্যমভিনেতব্যং প্রযত্নাদঙ্গসংশ্রয়ম্॥

অঙ্গাশ্রিত বিবর্ণভাব মুখবর্ণের পরিবর্তন এবং নাড়ী পীড়ন করে যত্নসহকারে অভিনেয়।

১-৩. এই তিন শব্দে বিভিন্ন প্রকার কম্প বোঝান হয়।

১০৬। নেত্রসংমার্জনৈর্বাষ্পৈরস্রং ত্বভিনয়েদ্ বুধঃ।
নিশ্চেষ্টো নিষ্প্রকম্পত্বাদব্যক্তশ্বসিতাদপি॥
মেদিনীপতনাচ্চাপি প্রলয়াভিনয়ো ভবেৎ॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষুঘর্ষণ ও বাষ্প (চোখের জল) দ্বারা অশ্রুর অভিনয় করবেন। সংজ্ঞাহীনতার অভিনয় হবে নিশ্চেষ্টতা, নিষ্কম্পতা, অস্ফুট শ্বাসক্রিয়া ও ভূমিতে পতন অবলম্বন করে।

বিভিন্ন রসে সাত্ত্বিক ভাবসমূহের প্রয়োগ

১০৭। একোনপঞ্চাশদিমে যথাবদ্ ভাবাস্ত্র্যবস্থা গদিতা ময়া বঃ।
যেষাং চ যে যত্র রসে নিযোজ্যাস্তান্ শ্রোতুমর্হন্তি চ বিপ্রমুখ্যাঃ॥

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এই ত্রিবিধ উনপঞ্চাশ ভাব আমি আপনাদের বললাম। যেগুলি যে যে রসে প্রযোজ্য, তা আপনাদের শ্রবণীয়।

১০৮-১০৯। গ্লানিঃ শঙ্কা হ্যসূয়া চ শ্রমশ্চপলতা তথা।
সুপ্তং নিদ্রাবহিত্থং চ শৃঙ্গারে বেপথুস্তথা॥
আলস্যৌগ্র্যজুগুপ্সাভির্ভাবৈস্তু পরিবর্জিতাঃ।
উদ্ভাবয়ন্তি শৃঙ্গারং সর্বে ভাবাঃ স্বসংজ্ঞয়া॥

গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চপলতা, সুপ্ত, নিদ্রা, অবহিত্থ ও বেপথু (কম্প), আলস্য, উগ্রতা, জুগুপ্সা বর্জিত সকলভাব নিজেদের নামে শৃংগার-রস উদ্ভাবিত করে।

১১০। গ্লানিঃ শঙ্কা হ্যসূয়া চ শ্রমশ্চপলতা তথা।
সুপ্তনিদ্রাবহিত্থঞ্চ হাস্যে ভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চপলতা, সুপ্ত, নিদ্রা ও অবহিত্থ—এইগুলি হাস্য-রসে ভাব বলে কথিত।

১১১। নির্বেদশ্চৈব চিন্তা চ দৈন্যগ্লান্যস্রমেব চ।
জড়তা মরণং চৈব ব্যাধিশ্চ করুণে রসে॥

নির্বেদ, চিন্তা, দৈন্য, গ্লানি, অশ্রু, জড়তা, মৃত্যু এবং ব্যাধি করুণ-রসে (ভাব)।

১১২। গর্বোঽসূয়া তথোৎসাহ আবেগো মদ এব চ।
ক্রোধশ্চপলতা হর্ষো রৌদ্রে তূগ্রত্বমেব চ ॥

গর্ব, অসূয়া, উৎসাহ, আবেগ, মত্ততা, ক্রোধ, চপলতা, হর্ষ, উগ্রতা রৌদ্র-রসে (ভাব)।

১১৩-১১৪। অসম্মোহস্তথোৎসাহঃ আবেগোঽমর্ষ এব চ।
মতিশ্চৈব তথোগ্রত্বং হর্ষ উন্মাদ এব চ ॥
রোমাঞ্চঃ প্রতিবোধশ্চ ক্রোধাসূয়ে ধৃতিস্তথা।
গর্বশ্চৈব বিতর্কশ্চ বীরে ভাবা ভবন্তি হি ॥

অসংমোহ, উৎসাহ, আবেগ, ক্রোধ, মতি, উগ্রতা, হর্ষ, উন্মাদ, রোমাঞ্চ, জাগরণ, ক্রোধ, অসূয়া, ধৈর্য, গর্ব ও বিতর্ক বীর-রসে ভাব হয়।

১১৫। স্বেদশ্চ বেপথুশ্চৈব রোমাঞ্চো গদ্‌গদস্তথা।
ত্রাসশ্চ মরণং চৈব বৈবর্ণ্যং চ ভয়ানকে ॥

ঘর্ম, কম্প, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ ভাব (তোৎলামি বা অব্যক্ত কথা), ত্রাস, মৃত্যু ও বিবর্ণভাব ভয়ানক-রসে (ভাব)।

১১৬। অপস্মারস্তথোন্মাদো বিষাদো মদ এব চ।
মৃত্যুর্ব্যাধির্ভয়ং চৈব ভাবা বীভৎসসংশ্রিতাঃ ॥

মৃগী রোগ, উন্মাদ, বিষাদ, মত্ততা, মৃত্যু, রোগ ও ভয় বীভৎস-রসাশ্রিত ভাব।

১১৭। স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ মোহশ্চ রোমাঞ্চো বিস্ময়স্তথা।
আবেগো জড়তা হর্ষো মূর্ছা চৈবাদ্‌ভুতাশ্রয়াঃ ॥

অবশভাব, ঘর্ম, মোহ, রোমাঞ্চ, বিস্ময়, আবেগ, জড়তা, হর্ষ ও মূর্ছা অদ্ভুত-রসাশ্রিত।

১১৮। যে ত্বেতে সাত্ত্বিকা ভাবা নানাভিনয়সংশ্রিতাঃ।
রসেষ্বেতেষু সর্বেষু বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ ॥

নানাপ্রকার অভিনয়সংক্রান্ত এই সাত্ত্বিক ভাবগুলি এইসকল রসে নাট্য-প্রযোক্তাগণ (প্রযোজ্য বলে) জানবেন।

১১৯-১২০। ন হ্যেকরসজং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি প্রয়োগতঃ।
ভাবো বাপি রসো বাপি প্রবৃত্তির্বৃত্তিরেব বা ॥

সর্বেষাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।

স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥

(প্রয়োগে একটি রসজাত কোন কাব্য নেই। ভাব, রস, প্রবৃত্তি বা বৃত্তি)—সকলের মিলিত রূপ যার বহুবিধ হয় তাকে স্থায়ী রস বলে মনে করা উচিত ; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী নামে স্বীকৃত।

১২১। বিভাবানুভাবযুতো হ্যঙ্গবস্তুসমাশ্রয়ঃ।

সংচারিভিস্তু সংযুক্তঃ স্থায্যেব তু রসো ভবেৎ ॥

বিভাব ও অনুভাবযুক্ত, প্রধান বস্তু সমাশ্রিত, সঞ্চারিভাবসমূহের সহিত সংযুক্ত স্থায়ী (ভাবই) রস হয়।

১২২। স্থায়ী সত্ত্বাতিরেকেণ প্রযোক্তব্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ।

সঞ্চার্যাকারমাত্রেণ স্থায়ী যস্মাদ্ ব্যবস্থিতঃ ॥

নাট্যপ্রযোক্তাগণ অতিরিক্ত সত্ত্ব (সাত্ত্বিকভাব) দ্বারা স্থায়ী (রসকে) প্রয়োগ করবেন। স্থায়ী যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই সঞ্চারী (ভাব) শুধু অঙ্গভঙ্গীদ্বারা (প্রযোজ্য)।

১২৩। চিত্রাণি ন বিরজ্যন্তে লোকে চিত্রং হি দুর্লভম্।

বিমর্দো রাগমায়াতি প্রযু (ক্তো) হি প্রযত্নতঃ ॥

চিত্র (অর্থাৎ বিবিধ রসের প্রয়োগ) আনন্দদায়ক হয় না, পৃথিবীতে চিত্র দুর্লভ। (বিভিন্ন রসের) সংমিশ্রণে যত্নসহকারে প্রযুক্ত হলে আনন্দজনক হয়।

১২৪। নানার্থভাবনিষ্পন্নাঃ স্থায়িসত্ত্ববিচারিণঃ।

পুংস্যানুকীর্ণাঃ কর্তব্যাঃ কাব্যেষু হি রসাশ্রয়াঃ ॥

(দৃশ্য) কাব্য রসের আশ্রয় এবং বিবিধ বিষয় ও ভাব দ্বারা নিষ্পন্ন স্থায়ী, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব পুরুষে আরোপিত হওয়া উচিত।

১২৫। এবং রসাশ্চ ভাবাশ্চ ব্যবস্থা নাটকে স্মৃতাঃ।

য এবমেতান্ জানাতি স গচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥

এইভাবে নাটকে রস, ভাব ও (সেই সম্বন্ধে) ব্যবস্থা জ্ঞাত। যে এইরূপে এগুলিকে জানে সে উত্তম সিদ্ধিলাভ করে।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ভাবব্যঞ্জক নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ উপাঙ্গবিধান ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

অভিনয় সম্বন্ধে মুনিগণের জিজ্ঞাসা

১-২। ভাবানাং চ রসানাং চ সমুত্থানং যথাক্রমম্।
ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং সর্বমিচ্ছামো বেদিতুং পুনঃ॥
নাট্যে কতিবিধঃ কার্যস্তজ্জ্ঞৈরভিনয়ক্রমঃ।
কথং বাভিনয়ো হ্যেষ কতিভেদস্তু কীর্তিতঃ॥

আপনার অনুগ্রহে ভাব[1] ও রসের[2] উদ্ভব যথাক্রমে শুনলাম। আমরা আরও জানতে চাই, নাট্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কয়প্রকার অভিনয়ক্রম করণীয়, কি করে এই অভিনয় হয় এবং তার বিভাগ কয়টি।

৩। সর্বমেতদ্যথাতত্ত্বং ভগবন্ বক্তুমর্হসি।
যো যথাভিনয়ো যস্মিন্ যোক্তব্যঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

হে প্রভু, সিদ্ধিকামী ব্যক্তি কর্তৃক যে অভিনয় যেমন করে ও যে স্থানে প্রযোজ্য তা সব তত্ত্ব অনুসারে আপনার বলা সঙ্গত।

ভরতের উত্তর

৪। তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্যং চতুরোঽভিনয়ান্ প্রতি॥

ভরতমুনি সেই মুনিগণের কথা শুনে চারপ্রকার অভিনয় সম্বন্ধে (এই) কথায় উত্তর দিলেন।

৫। অহং বঃ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ।
যস্মাদভিনয়ো হ্যেষ বিধিবৎ সমুদাহৃতঃ॥

হে তাপসগণ, আপনাদেরকে আমি সমস্ত বলব, যাতে এই অভিনয় যথাবিধি ব্যাখ্যাত হয়।

---

১. দ্রঃ ৮ম অধ্যায়।

২. দ্রঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যদুক্তং চত্বারোঽভিনয়া ইতি তান্ বর্ণয়িষ্যামঃ। অত্রাহ—অভিনয় ইতি কস্মাৎ। অত্রোচ্যতে—অভীত্যুপসর্গঃ ণীঞ্ প্রাপণার্থো ধাতুঃ। অস্যাভীনীত্যেবং ব্যবস্থিতস্য অচ্ প্রত্যয়ান্তস্যাভিনয় ইতি রূপং সিদ্ধম্। এতচ্চ ধাত্বনুবচনেনাবধার্যম্।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

চারটি অভিনয় যে অভিহিত হয়, সেগুলিকে বর্ণনা করব। এই বিষয়ে বলা হয়েছে—অভিনয় কেন এইরূপে উক্ত হয়? এই বিষয়ে উত্তর—অভি এই উপসর্গ নীঞ্ প্রাপণার্থক ধাতু। অভিনী হলে অচ্ প্রত্যয় যোগ করে অভিনয় এই রূপ সিদ্ধ হয়। এই (নিম্নলিখিত অর্থ) ধাতুর অর্থ থেকে বুঝতে হয়।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

৬। অভিপূর্বস্তু ণীঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥

যেহেতু অভিপূর্বক নীঞ্ ধাতু আভিমুখ্যার্থনির্ধারণে (অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে অর্থ নির্ণয়ে) নাট্যানুষ্ঠানকে নিয়ে যায় সেই কারণে অভিনয় এই শব্দে জ্ঞাত।

অভিনয় শব্দের অর্থ

৭। বিভাবয়তি যস্মাচ্চ নানার্থান্ হি প্রয়োগতঃ।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥

যেহেতু নাট্যানুষ্ঠান হেতু নানা বিষয় বুঝিয়ে দেয় সেই কারণে শাখা,[১] অঙ্গ[২] ও উপাঙ্গ[৩]সংযুক্ত অভিনয় এই নামে জ্ঞাত।

চতুর্বিধ অভিনয়

৮। চতুর্বিধশ্চৈব ভবেন্নাট্যস্যাভিনয়ো দ্বিজাঃ।
অনেকভেদবহুলং নাট্যং হ্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥

হে দ্বিজগণ, এই নাট্যাভিনয় চার প্রকার হয়। অনেকভাগবহুল নাট্য এতে প্রতিষ্ঠিত।

১. ১৫শ শ্লোক দ্রঃ।
২. ১৩শ শ্লোক দ্রঃ।
৩. ঐ।

৯। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
জ্ঞেয়স্ত্বভিনয়ো বিপ্রাশ্চতুর্ধা পরিকল্পিতঃ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, অভিনয় চারভাগে পরিকল্পিত বুঝতে হবে ; (যথা) আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

আঙ্গিক অভিনয়[১]

১০। সাত্ত্বিকঃ পূর্বমুক্তস্তু ভাবৈশ্চ সহিতো ময়া।
অঙ্গাভিনয়মেবাদৌ গদতো মে নিবোধত ॥

ভাব সহিত সাত্ত্বিক আমি পূর্বে[২] বলেছি। প্রথমে আমি অঙ্গাভিনয় বলছি শুনুন।

১১। ত্রিবিধস্ত্বাঙ্গিক ইষ্টঃ শারীরো মুখজস্তথা।
তথা চেষ্টাকৃতশ্চৈব শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ ॥

আঙ্গিক অভিনয় তিন প্রকার দেখা যায়, যথা—শারীর, মুখজ এবং শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সংযুক্ত চেষ্টাকৃত।

১২। শিরোহস্তকটীবক্ষঃ পার্শ্বপাদসমন্বিতঃ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযুক্তঃ ষড়ঙ্গো নাট্যসংগ্রহঃ ॥

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত নাট্যাভিনয়ের ছয়টি অঙ্গ—মস্তক, হস্ত, কটি, বক্ষ, পার্শ্ব ও পাদ।

১৩। তস্য শিরোহস্তোরঃপার্শ্বকটীপাদতঃ ষড়ঙ্গানি।
নেত্রভ্রূনাসাধরকপোলচিবুকান্যুপাঙ্গানি ॥

অঙ্গ ছয়টি—মস্তক, হস্ত, বক্ষ, পার্শ্ব, কটি, পাদ। উপাঙ্গগুলি এই—নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, অধর, গণ্ডস্থল ও চিবুক।

১৪। অস্য শাখা চ নৃত্তং চ তথৈবাঙ্কুর এব চ।
বস্তূন্যভিনয়স্যেহ বিজ্ঞেয়ানি প্রযোক্তৃভিঃ ॥

নাট্যপ্রযোজকগণ এই শাস্ত্রে অভিনয়ের শাখা, নৃত্য, অংকুর এই বস্তুগুলি জানবেন।

---

১. সঙ্গীত রত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ২০-২২

২. ৭।৯২।

১৫। আঙ্গিকস্ত ভবেচ্ছাখা অঙ্কুরঃ সূচনা ভবেৎ।
অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং নৃত্তং তু করণাশ্রয়ম্ ॥

অঙ্গভঙ্গীর নাম শাখা[১], সূচনা হয় অংকুর[২]। অঙ্গহারের দ্বারা নিষ্পন্ন নৃত্য করণা[৩]শ্রিত।

১৬। মুখজেঽভিনয়ে বিপ্রা নানাভাবসমাশ্রয়ে।
শিরসঃ প্রথমং কর্ম গদতো মে নিবোধত ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, নানা ভাবাশ্রিত মুখজ অভিনয়ে মস্তকের প্রথম ক্রিয়া বলছি, শুনুন।

মস্তকক্রিয়া[৪]

১৭-১৮। আকম্পিতং কম্পিতং চ ধুতং বিধুতমেব চ।
পরিবাহিতোদ্বাহিতকমবধুতং তথাঞ্চিতম্ ॥
নিহঞ্চিতং পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তং চাপ্যধোগতম্।
লোলিতং চৈব বিজ্ঞেয়ং ত্রয়োদশবিধং শিরঃ ॥

মস্তকের ক্রিয়া ত্রয়োদশ প্রকার বলে জ্ঞাতব্য—আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত।

১৯। শনৈরাকম্পনাদূর্ধ্বমধশ্চাকম্পিতং ভবেৎ।
দ্রুতং তদেব বহুশঃ কম্পিতং কম্পিতং শিরঃ ॥

ধীরে ধীরে মস্তক উপরে ও নীচে কম্পিত হলে হয় আকম্পিত। এরই নাম কম্পিত, যদি দ্রুত ও বহুবার মস্তক কম্পিত হয়।

২০। সংজ্ঞোপদেশপৃচ্ছাসু স্বভাবাভাষণে তথা।
নির্দেশাবাহনে চৈব ভবেদাকম্পিতং শিরঃ ॥

সংজ্ঞা (ইঙ্গিত দেওয়া), উপদেশ, জিজ্ঞাসা, স্বাভাবিক আভাষণ (সম্বোধন করা বা কথা বলা), নির্দেশ ও আবাহনে মস্তক কম্পিত হয়।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকরের মতে (নর্তনাধ্যায় ৩৫), বিচিত্র হস্তব্যাপার।

২. উক্ত গ্রন্থানুসারে (ঐ) প্রাণীর বাক্যার্থ অবলম্বনে প্রবর্তিত ব্যাপার।

৩. দ্রঃ ৪।৩১ থেকে।

৪. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায়, ৪৯-৫১

২১। রোষে বিতর্কে বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞানেহথ তর্জনে।
ব্যাধ্যমর্ষণয়োশ্চৈব শিরঃ কম্পিতমিষ্যতে ॥

ক্রোধ, বিতর্ক, বিশেষভাবে বোঝা, প্রতিজ্ঞা, তর্জন, রোগ এবং অক্ষমায় মস্তক হয় কম্পিত।

২২। শিরসো রেচনং যত্তু শনৈস্তদ্ধুতমিষ্যতে।
দ্রুতমারেচনাদেতদ্বিধুতং তু ভবেচ্ছিরঃ ॥

ধীরে ধীরে মস্তকের রেচন[১] ধুত বলে অভিপ্রেত। দ্রুত আরেচন সম্যক (রেচন) হেতু হয় বিধুত মস্তক।

২৩। অনীপ্সিতে বিষাদে চ বিস্ময়ে প্রত্যয়ে তথা।
পার্শ্বাবলোকনে শূন্যে প্রতিষেধে ধুতং শিরঃ ॥

অনভিপ্রেত বিষয়, বিষাদ, বিস্ময়, প্রত্যয় (স্থির বিশ্বাস), পার্শ্বে দৃষ্টিপাত শূন্য ও নিষেধ বোঝাতে ধুত মস্তক হয়।

২৪। শীতগ্রস্তে ভয়ার্তে চ ত্রাসিতে জ্বরিতে তথা।
পীতমাত্রে তথা মদ্যে বিধুতং তু ভবেচ্ছিরঃ ॥

শীতার্ত, ভীত, ত্রাসগ্রস্ত, জ্বরাক্রান্ত ও মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থা বোঝাতে বিধুত মস্তক হয়।

২৫। পর্যায়শঃ পার্শ্বগতং শিরঃ স্যাৎ পরিবাহিতম্।
সকৃদুদ্বাহিতং চোর্ধ্বমুদ্বাহিতমিতি স্মৃতম্ ॥

পর্যায়ক্রমে পার্শ্বগত মস্তক হয় পরিবাহিত। একবার ঊর্ধ্বদিকে উত্তোলিত মস্তক হয় উদ্বাহিত।

২৬। সাধনে[২] বিস্ময়ে হর্ষে স্মৃতে চামর্ষিতে তথা।
বিচারে বিহৃতে চৈব লীলায়াং পরিবাহিতম্ ॥

সাধন[২], বিস্ময়, হর্ষ, স্মরণ, ক্রোধ, বিচার, বিহার ও লীলায় হয় পরিবাহিত।

১. এর আভিধানিক অর্থ রিক্ত বা খালি করা, কমিয়ে দেওয়া, শ্বাস বের করে দেওয়া ইত্যাদি। 'নাট্যশাস্ত্রে' (৪।২৩১) রেচিত একটি অলংকার। রেচক শব্দে একপ্রকার করণ-(নৃত্য) কেও বোঝায়। সাধারণভাবে রেচিত শব্দে বোঝায় (৪।২৪৮) কোন অঙ্গকে ঘোরাব বা অঙ্গের অন্যপ্রকার ক্রিয়া।

২. এর অর্থ : কার্যসিদ্ধি, উপায়, সহায়তা ইত্যাদি।

২৭। গর্বেচ্ছাদর্শনে চৈব তথা চোর্ধ্বনিরীক্ষণে।
উদ্বাহিতং তু কর্তব্যমাত্মসম্ভাবনাদিষু॥

গর্ব, ইচ্ছা প্রকাশ, দর্শন, উর্ধ্বদিকে অবলোকন আত্মপ্রশংসাদি বোঝাতে উদ্বাহিত করণীয়।

২৮। তদধঃ সকৃদাক্ষিপ্তমবধুতং তু তচ্ছিরঃ।
সন্দেশাবাহনালাপসংজ্ঞাদিষু তদিষ্যতে॥

নীচের দিকে একবার অবনমিত মস্তক হয় অবধুত। সংবাদ (প্রেরণ), আবাহন, আলাপ ও ইঙ্গিতাদি (?) বোঝাতে ঐ (অবধুত মস্তক) হয়।

২৯। কিঞ্চিৎপার্শ্বনতগ্রীবং শিরো বিজ্ঞেয়মঞ্চিতম্।
ব্যাধিতে মূর্ছিতে মত্তে সচিন্তে দুঃখিতে ভবেৎ॥

পার্শ্বে ঈষৎ অবনত গ্রীবা (ঘাড়)-যুক্ত মস্তক অঞ্চিত নামে জ্ঞাত। রোগার্ত, মূর্ছিত, মত্ত, চিন্তিত ও দুঃখিত বোঝাতে (অঞ্চিত) হয়।

৩০-৩১। উৎক্ষিপ্তবাহুশিখরং তথাঞ্চিতশিরোধরম্।
নিহঞ্চিতং তু বিজ্ঞেয়ং স্ত্রীণামেতত্ প্রয়োজয়েৎ॥
গর্বে বিলাসে ললিতে বিব্বোকে কিলকিঞ্চিতে।
মোট্টায়িতে কুট্টমিতে স্তম্ভে মানে নিহাঞ্চতম্॥

বাহুশিখর[১] উৎক্ষিপ্ত এবং গ্রীবা বক্র হলে নিহঞ্চিত হয়; এটি স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য। গর্ব, বিলাস[২], ললিত[৩], বিব্বোক[৪] কিলকিঞ্চিত[৫], মোট্টায়িত[৬], কুট্টমিত[৭], স্তম্ভ ও অভিমানে হয় নিহঞ্চিত।

৩২। পরাবৃত্তানুকরণাৎ পরাবৃত্তং শিরঃ স্মৃতম্।
তৎ স্যান্মুখাপহরণে পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষণাদিষু॥

পরাবৃত্তের (মুখ ঘোরান) অনুকরণে পরাবৃত্ত মস্তক অভিহিত হয়। এটির প্রয়োগ হয় মুখাপহরণে (লুকান, ঘুরান ?) এবং পেছন দিকে দৃষ্টিপাতাদিতে।

---

১. স্কন্ধ।
২. দ্রঃ ২৪।১৫।
৩. ২৪।২২ দ্রঃ।
৪. ২৪।২১ দ্রঃ।
৫. ২৪।১৮ দ্রঃ।
৬. ২৪।১৯ দ্রঃ।
৭. ২৪।২০ দ্রঃ।

৩৩। উৎক্ষিপ্তং চাপি বিজ্ঞেয়মূর্ধ্বমুখাবস্থিতং শিরঃ।
প্রাংশুদিব্যাস্ত্রযোগেষু স্যাদুৎক্ষিপ্তং প্রয়োগতঃ॥

ঊর্ধ্বমুখে স্থিত মস্তক উৎক্ষিপ্ত বলে জ্ঞেয়। উচ্চে স্থিত বস্তু এবং দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে উৎক্ষিপ্ত প্রযোজ্য।

৩৪। অধোমুখং স্থিতং চাপি শিরঃ প্রাহুরধোগতম্।
লজ্জায়াং প্রণামে চ দুঃখে চাধোগতং ভবেৎ॥

নিম্নমুখে স্থাপিত মস্তককে বলে অধোগত। লজ্জা, প্রণাম ও দুঃখে অধোগত প্রযোজ্য।

৩৫। সর্বতো লোলনাচ্চাপি শিরঃ স্যাৎ পরিলোলিতম্।
মূর্চ্ছাব্যাধিমদাবেশগ্রহনিদ্রাদিষু স্মৃতম্॥

মূর্ছা, রোগ, মত্ততা, আবেশ[১], গ্রহ,[২], নিদ্রা প্রভৃতিতে সব দিকে সঞ্চরণ হেতু মস্তক হয় পরিলোলিত।

৩৬। এভ্যোঽন্যে বহবো ভেদা লোকাভিনয়সংশ্রয়াঃ।
তে চ লোকস্বভাবেন প্রযোক্তব্যাঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥

এগুলি ছাড়া লৌকিক অভিনয়াশ্রিত অন্য বহু ভেদ আছে। লোকের স্বভাব অনুযায়ী (নাট্য)-প্রযোজকগণ কর্তৃক এগুলি প্রযোজ্য।

৩৭। ত্রয়োদশবিধং হ্যেতচ্ছিরঃকর্ম ময়োদিতম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দৃষ্টীনামিহ লক্ষণম্॥

মস্তকের তেরপ্রকার ক্রিয়া আমি বললাম। এরপর এখানে দৃষ্টিসমূহের লক্ষণ বলব।

ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি[৩]

৩৮। কান্তা ভয়ানকা হাস্যা করুণা চাদ্ভুতা তথা।
রৌদ্রী বীরা চ বীভৎসা বিজ্ঞেয়া রসদৃষ্টয়ঃ॥

১. এই শব্দে বোঝায়—প্রবেশ, গর্ব, ব্যস্ততা, ক্রোধ, ভূতে পাওয়া ইত্যাদি।

২. এতে বোঝায়—গ্রহণ, ধরা, চুরি করা, একপ্রকার খারাপ দৈত্য যে শিশুদের মধ্যে প্রবেশ করে অনিষ্ট করে বলে মনে করা হয়।

৩. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৩৭৭ থেকে।

কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা, বীভৎসা (এইগুলি) রসদৃষ্টি।

৩৯। স্নিগ্ধা হৃষ্টা চ দীনা চ ক্রুদ্ধা দৃপ্তা ভয়ান্বিতা।
জুগুপ্সিতা বিস্মিতা চ স্থায়িভাবেষু দৃষ্টয়ঃ॥

স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা (এইগুলি) স্থায়িভাবসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী।

৪০-৪২। শূন্যা চ মলিনা চৈব শ্রান্তা লজ্জান্বিতা তথা।
গ্লানা চ শঙ্কিতা চৈব বিষণ্ণা মুকুলা তথা॥
কুঞ্চিতা চাভিতপ্তা চ জিহ্মা সললিতা তথা।
বিতর্কিতার্ধমুকুলা বিভ্রান্তা বিপ্লুতা তথা॥
আকেকরা বিকোশা চ ত্রস্তাথ মদিরা তথা।
ষট্‌ত্রিংশদ্ দৃষ্টয়ো হ্যেতা নামতোঽভিহিতা ময়া॥

শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শংকিতা, বিষণ্ণা, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, সললিতা, বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, ত্রস্তা, মদিরা—এ ছত্রিশটি দৃষ্টির নাম আমি বললাম।

বিবিধ ভাব ও রসাশ্রিত দৃষ্টি

৪৩। অস্য দৃষ্টিবিধানস্য নানাভাবরসাশ্রয়ম্।
লক্ষণং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাকর্মপ্রয়োগতঃ॥

নানা ভাব ও রসাশ্রিত এই দৃষ্টিবিধির লক্ষণ কর্ম ও প্রয়োগ অনুসারে বলব।

৪৪। হর্ষপ্রসাদজনিতা কান্তাত্যর্থসমন্মথা।
সভ্রূক্ষেপকটাক্ষা চ শৃঙ্গারে দৃষ্টিরিষ্যতে॥

হর্ষ ও প্রসাদের দ্বারা জনিত কান্তা অত্যন্ত কামপূর্ণ; ভ্রূভঙ্গী ও কটাক্ষ সহকারে এই দৃষ্টি শৃংগাররসে ঈপ্সিত।

৪৫। প্রোদ্‌বৃত্তনিষ্টব্ধপুটা স্ফুরদুদ্‌বৃত্ততারকা।
দৃষ্টির্ভয়ানকাত্যর্থং ভীতা জ্ঞেয়া ভয়ানকে॥

ভয়ানক রসে দৃষ্টি হয় ভয়ানক ; এতে অক্ষিপুট উৎক্ষিপ্ত ও স্থির হয়. তারা কম্পিত ও উর্ধমুখ থাকে এবং দৃষ্টি অত্যন্ত ভয়সূচক হয়।

৪৬। ক্রমাদাকুঞ্চিতপুটা সবিভ্রান্তাল্পতারকা।
হাস্যা দৃষ্টিস্তু কর্তব্যা কুহকাভিনয়ং প্রতি ॥

হাস্যদৃষ্টিতে অক্ষিপুট হয় ঈষৎ কুঞ্চিত, অল্পদৃষ্ট তারা চলিত হয় ; এই দৃষ্টি যাদুর অভিনয়ে করণীয়।

৪৭। পতিতোর্ধ্বপুটা সাস্রা মন্যুমন্থরতারকা।
নাসাগ্রানুগতা দৃষ্টিঃ করুণা করুণে রসে ॥

করুণ রসে দৃষ্টি হয় করুণা ; এতে উপরের অক্ষিপুট হয় পতিত, অশ্রুপূর্ণ এবং তারা হয় ক্রোধ হেতু মন্দগতি এবং দৃষ্টি নাসিকাগ্রের প্রতি নিবদ্ধ হয়।

৪৮। যা ত্বাকুঞ্চিতপক্ষ্মা সাশ্চর্যোদ্ধৃততারকা।
সৌম্যা বিকসিতান্তা চ সাদ্ভুতা দৃষ্টিরদ্ভুতে ॥

অদ্ভুতে দৃষ্টি হয় অদ্ভুত ; এতে পক্ষ্মাগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়, উভয় পার্শ্বে তারা হয় উর্ধ্বমুখ, প্রান্তভাগ হয় প্রসারিত ; এই দৃষ্টি সুন্দর।

৪৯। ক্রূরা রুক্ষারুণোদ্‌বৃত্তনিষ্টব্ধপুটতারকা।
ভ্রূকুটীকুটিলা দৃষ্টী রৌদ্রী রৌদ্ররসে স্মৃতা ॥

রৌদ্ররসে ভ্রূকুটি দ্বারা কুটিল দৃষ্টি রৌদ্রী ; এই দৃষ্টি নিষ্ঠুর, রুক্ষ, লাল ; এতে অক্ষিপুট ও তারা থাকে উর্ধ্বমুখ ও স্থির।

৫০। দীপ্তা বিকসিতা ক্ষুব্ধা গম্ভীরা সমতারকা।
উৎফুল্লমধ্যা দৃষ্টিস্তু বীরা বীররসাশ্রয়া ॥

বীররসাশ্রিত বীরা দৃষ্টি দীপ্তা, প্রসারিতা, ক্ষুব্ধা, গম্ভীরা ; এতে তারা থাকে সমভাবে এবং এর মধ্যভাগ হয় উৎফুল্ল।

৫১। নিকুঞ্চিতপুটাপাঙ্গা ঘৃণোপপ্লুততারকা।
সংশ্লিষ্টস্থিতপক্ষ্মা চ বীভৎসা দৃষ্টিরিষ্যতে ॥

বীভৎসা-দৃষ্টিতে অক্ষিপুট ও নেত্রপ্রান্ত হয় নিকুঞ্চিত, এতে তারা হয় ঘৃণাদুষ্ট, পক্ষ্মগুলি সংহত ও স্থির।

স্থায়িভাবে দৃষ্টি

৫২। রসজা দৃষ্টয়ো হ্যেতা বিজ্ঞেয়া লক্ষণান্বিতা।
অতঃ পরং লক্ষয়িষ্যে স্থায়িভাবসমাশ্রয়াঃ॥

এই লক্ষণযুক্ত দৃষ্টিগুলি রসজাত বলে জ্ঞেয়। এরপর স্থায়িভাবাশ্রিত (দৃষ্টিগুলি) বলব।

৫৩। ব্যাকোশমধ্যা মধুরা স্থিরতারাভিলাষিণী।
সানন্দাশ্রুকৃতা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধেয়ং রতিভাবজা॥

মধ্যভাগ বিস্ফারিত, মধুর, স্থির তারকা, (মিলনের) অভিপ্রায় ব্যঞ্জক, আনন্দাশ্রুপূর্ণ—এই স্নিগ্ধা দৃষ্টি রতিভাবজাতা।

৫৪। চলা হসিতগর্ভা চ বিশত্তারানিমেষিণী।
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতা হৃষ্টা দৃষ্টির্হাসে প্রকীর্তিতা॥

চঞ্চল, মধ্যে হাস্যযুক্ত, যাতে তারা অল্পদৃষ্ট, নিমেষযুক্ত, ঈষৎ আকুঞ্চিত, হৃষ্ট—এই দৃষ্টি হাসে কথিত হয়।

৫৫। ঈষৎস্রস্তোত্তরপুটা কিঞ্চিৎসংরুদ্ধতারকা।
মন্দসঞ্চারিণী দীনা সা শোকে দৃষ্টিরিষ্যতে॥

যাতে উপরের অক্ষিপুট ঈষৎ শিথিল, তারকা কিঞ্চিৎ ব্যস্ততাযুক্ত, ধীরগতি সেই দীনা দৃষ্টি শোকে ঈপ্সিত।

৫৬। রুক্ষা স্থিতোদ্বৃত্তপুটা নিষ্টব্ধোদ্বৃত্ততারকা।
কুটিলা ভ্রুকুটির্দৃষ্টিঃ ক্রুদ্ধা ক্রোধে বিধীয়তে॥

রুক্ষ, স্থির ও উর্ধ্বমুখ অক্ষিপুটযুক্ত, স্থির ও উর্ধ্বমুখ তারাযুক্ত কুটিল ভ্রুকুটিযুক্ত ক্রুদ্ধাদৃষ্টি ক্রোধে বিহিত।

৫৭। সংস্থিতে তারকে যস্যাঃ স্থিতা বিকসিতা তথা।
সত্ত্বমুদ্গিরতী দৃপ্তা দৃষ্টিরুৎসাহসম্ভবা॥

উৎসাহসম্ভূতা প্রাণশক্তিসূচিকা হয় দৃপ্তা দৃষ্টি; এতে তারা ও দৃষ্টি হয় স্থির এবং প্রসারিতা।

৫৮। বিস্ফারিতোভয়পুটা ভয়কম্পিততারকা।
নিষ্ক্রান্তমধ্যা দৃষ্টিস্তু ভয়ভাবে ভয়ান্বিতা॥

ভয়ে ভয়ান্বিতা দৃষ্টিতে উভয় অক্ষিপুট হয় বিস্ফারিত, এতে তারা হয় ভয়-হেতু কম্পিত এবং এর মধ্যভাগ থেকে তারা থাকে দূরে।

৫৯। সংকোচিতপুটস্ফাসা দৃষ্টির্মীলিততারকা।
পক্ষ্মোদ্দেশাৎ সমুদ্বিগ্না জুগুপ্সায়াং জুগুপ্সিতা॥

ঘৃণাতে হয় জুগুপ্সিতা দৃষ্টি; এতে অক্ষিপুট সংকোচিত ভাবে থাকে, তারা হয় আবৃত এবং (চক্ষু) উদ্বিগ্ন[1]।

৬০। ভৃশমুদ্‌বৃত্ততারা চ স্তব্ধোভয়পুটান্বিতা।
সমা বিকসিতা দৃষ্টির্বিস্মিতা বিস্ময়ে স্মৃতা॥

বিস্ময়ে সমভাবে-স্থিতা, বিস্ফারিতা বিস্মিতা দৃষ্টিতে তারা ঊর্ধ্বমুখ থাকে এবং উভয় অক্ষিপুট স্থির হয়।

সঞ্চারিভাবে দৃষ্টি

৬১। স্থায়িভাবাশ্রয়া হ্যেতা লক্ষিতা দৃষ্টয়ো ময়া।
সংচারিণীনাং দৃষ্টীনাং সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

স্থায়িভাবাশ্রিত এই দৃষ্টিগুলির লক্ষণ বললাম। সংচারিভাবসমূহে দৃষ্টিগুলির লক্ষণ বলব।

৬২। সমতারা সমপুটা নিষ্কম্পা শূন্যদর্শনা।
বাহ্যার্থগ্রাহিণী ক্ষামা শূন্যা দৃষ্টিঃ প্রকীর্তিতা॥

যাতে তারা ও অক্ষিপুট সমভাবে থাকে, যা নিশ্চল, যাতে দর্শন শূন্য, যা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে[2], এবং যা ক্ষীণ সেই দৃষ্টি শূন্য বলে কথিত হয়।

৬৩। প্রস্পন্দমানপক্ষ্মান্তা নাত্যর্থমুকুলৈঃ পুটৈঃ।
মলিনান্তা চ মলিনা দৃষ্টির্বিহততারকা॥

মলিনা দৃষ্টিতে পক্ষ্মপ্রান্ত হয় কম্পমান, অক্ষিপুট অত্যন্ত মুদিত হয় না; এতে চক্ষুর প্রান্ত হয় মলিন এবং তারা বিহত (অস্পষ্ট?)।

---

১. পক্ষ্মোদ্দেশাৎ সমুদ্বিগ্না। 'পক্ষ্মোদ্দেশাৎ' শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয়।

২. শূন্য দৃষ্টিতে এরূপ না হওয়ারই কথা। বোধ হয় মূলে শব্দটি 'বাহ্যার্থগ্রাহিণী' না হয়ে 'বাহ্যার্থাগ্রাহিণী' হবে, অর্থাৎ যে বাহ্য বিষয় দর্শনে অক্ষম।

৬৪। শ্রমপ্রম্লানিতপুটা ক্ষামান্তাকুঞ্চিতলোচনা।
সন্না পতিততারা চ শ্রান্তা দৃষ্টিঃ প্রকীর্তিতা ॥

যাতে শ্রম হেতু অক্ষিপুট ম্লান, প্রান্তভাগ ক্ষীণ, চক্ষু কুঞ্চিত, তারা পতিত (অধোমুখ ?) সেই দৃষ্টি শ্রান্তা নামে কথিত হয়।

৬৫। কিঞ্চিদঞ্চিতপক্ষ্মাগ্রা পতিতোর্ধ্বপুটা হ্রিয়া।
ত্রপাধোমুখতারা চ দৃষ্টির্লজ্জান্বিতা তু সা ॥

সেই দৃষ্টি লজ্জান্বিতা যাতে পক্ষ্মের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, লজ্জাহেতু উপরের অক্ষিপুট নিম্নমুখ ও লজ্জাবশতঃ তারা অধোমুখ।

৬৬। গ্লানভ্রূপুটপক্ষ্মা যা শিথিলা মন্দচারিণী।
ক্লমপ্রবিষ্টতারা চ গ্লানা দৃষ্টিস্তু সা স্মৃতা ॥

সেই দৃষ্টি গ্লানা নামে জ্ঞাত যাতে ভ্রূ, অক্ষিপুট ও পক্ষ্ম গ্লানিযুক্ত, যা শিথিল, ধীরসঞ্চারিণী এবং যাতে ক্লান্তিহেতু তারা ভিতরে প্রবিষ্ট।

৬৭। কিঞ্চিচ্চলা স্থিরা কিঞ্চিদুন্নতা কিঞ্চিদায়তা।
গূঢ়া চকিততারা চ শঙ্কিতা দৃষ্টিরিষ্যতে ॥

ঈষৎ চঞ্চল, স্থির, একটু উর্ধ্বমুখ, কিছুপরিমাণে বিস্তৃত, গূঢ় (অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকশিত নয়) এবং (যাতে) তারা চকিত সেই দৃষ্টি শংকিতা নামে অভিপ্রেত।

৬৮। বিষাদবিস্তীর্ণপুটা পর্যস্তান্তা নিমেষিণী।
কিঞ্চিন্নিষ্টব্ধতারা চ কার্যা দৃষ্টির্বিষাদিনী ॥

বিষাদিনী দৃষ্টিতে অক্ষিপুট হবে বিষাদহেতু আয়ত ; এতে চোখের প্রান্তদেশ হবে পর্যস্ত (উৎক্ষিপ্ত ?), তারা ঈষৎ নিশ্চল এবং নেত্র (ঘন ঘন) নিমেষযুক্ত।[১]

৬৯। স্ফুরিতাশ্লিষ্টপক্ষ্মার্ধা মুকুলোর্ধপুটাঞ্চিতা।
সুখোন্মীলিততারা চ মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে ॥

যাতে পক্ষ্মের অর্ধভাগ কম্পিত ও অসংহত, উপরের অক্ষিপুট নিমীলিত, তারা অনায়াসে উন্মীলিত, নেত্র কুঞ্চিত—মুকুলা দৃষ্টি (এই রূপ) অভিপ্রেত।

১. পর্যস্তান্তা নিমেষিণী—পর্যস্তান্তা অনিমেষিণী এইভাবেও সন্ধিবিচ্ছেদ হতে পারে। তা হলে অর্থ হবে নিষ্পলক।

৭০। আনিকুঞ্চিতপক্ষ্মাগ্রা পুটৈরাকুঞ্চিতৈস্তথা।
সন্না কুঞ্চিততারা চ কুঞ্চিতা দৃষ্টিরুচ্যতে ॥

যাতে পক্ষ্মের অগ্রভাগ, অক্ষিপুট ও তারা ঈষৎ কুঞ্চিত, যা অবসন্ন (সেই) দৃষ্টি কুঞ্চিত (বলে) অভিপ্রেত।

৭১। মন্দায়মানতারা যা পুটৈঃ প্রচলিতৈস্তথা।
সন্তাপোপপ্লুতা দৃষ্টিরভিতপ্তা তু সব্যথা ॥

দুঃখে উপহত ও ব্যথাযুক্ত অভিতপ্তা দৃষ্টিতে তারা ধীরগতি হতে থাকে এবং অক্ষিপুট হয় চলিত।

৭২। লম্বিতা কুঞ্চিতপুটা শনৈস্তির্যগ্‌ নিরীক্ষিণী।
নিগূঢ়া গূঢ়তারা চ জিহ্মা দৃষ্টিরুদাহৃতা ॥

জিহ্মা দৃষ্টি হয় লম্বমান; ধীরে বক্রভাবে অবলোকনকারী, নিগূঢ় (স্পষ্ট বিকশিত নয়); এতে অক্ষিপুট হয় কুঞ্চিত এবং তারা থাকে প্রচ্ছন্ন।

৭৩। মধুরা কুঞ্চিতান্তা চ সভ্রূক্ষেপাঽথ সস্মিতা।
সমন্মথবিকারা চ দৃষ্টিঃ সা ললিতা স্মৃতা ॥

সেই দৃষ্টি ললিতা নামে খ্যাত যা মধুর, ভ্রূভঙ্গীযুক্ত, স্মিতহাস্য সমন্বিত, যাতে প্রান্তভাগ হয় কুঞ্চিত এবং কামবিকারযুক্ত।

৭৪। বিতর্কোদ্বর্তিতপুটা তথৈবোৎফুল্লতারকা।
অধোগতবিচারা চ দৃষ্টিরিষ্টা বিতর্কিতা ॥

যাতে অক্ষিপুট অনুমান করতে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়, তারা উৎফুল্ল এবং যার সঞ্চরণ নিম্নমুখ—(এইরূপ) দৃষ্টি বিতর্কিতা।

৭৫। অর্ধব্যাকোশতারা চ হ্লাদার্ধমুকুলৈঃ পুটৈঃ।
স্মৃতার্ধমুকুলা দৃষ্টিঃ কিঞ্চিল্লুলিততারকা ॥

অর্ধমুকুলা দৃষ্টিতে তারা অর্ধবিকশিত হয়, অক্ষিপুট হয় আনন্দে অর্ধমুকুলিত, এবং তারা ঈষৎ লুলিত (অর্থাৎ ঘূর্ণিত)।

৭৬। বিভ্রান্ততারকা যা তু বিভ্রান্তপুটদর্শনা।
বিস্তীর্ণোৎফুল্লমধ্যা চ বিভ্রান্তা দৃষ্টিরুচ্যতে ॥

তারা ও অক্ষিপুট প্রচলিত, মধ্যভাগ বিস্তৃত ও উৎফুল্ল—(এই) দৃষ্টি বিভ্রান্তা বলে অভিহিত হয়।

৭৭। পুটৌ প্রস্ফুরিতৌ যস্য নিষ্টব্ধৌ পতিতৌ পুনঃ।
বিপ্লুতোদ্‌বৃত্ততারা চ দৃষ্টিরেষা তু বিপ্লুতা ॥

যাতে অক্ষিপুট কম্পিত, নিশ্চল এবং অধোমুখ এবং তারা বিপ্লুতা (অর্থাৎ উদ্বেজিতা) সেই দৃষ্টি বিপ্লুতা।

৭৮। আকুঞ্চিতপুটাপাঙ্গা সঙ্গতার্ধনিমেষিণী।
মুহুর্ব্যাবৃত্ততারা চ দৃষ্টিরাকেকরা স্মৃতা ॥

যাতে অক্ষিপুট ও নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত এবং মিলিত, যাতে তারা বারবার ঘূর্ণিত এবং যা অর্ধনিমেষযুক্ত (সেই) দৃষ্টি আকেকরা নামে খ্যাত।

৭৯। বিকোশিতোভয়পুটা প্রোৎফুল্লা চানিমেষিণী।
অনবস্থিততারা চ বিকোশা দৃষ্টিরুচ্যতে ॥

যাতে উভয় অক্ষিপুট বিকসিত, তারা চঞ্চল, যা উৎফুল্ল ও পলকহীন সেই দৃষ্টি বিকোশা নামে অভিহিত।

৮০। ত্রাসোদ্বৃত্তপুটা যা তু ত্রাসোৎকম্পিততারকা।
সত্রাসোৎফুল্লমধ্যা চ ত্রস্তা দৃষ্টিরুদাহৃতা ॥

যাতে ভয়ে অক্ষিপুট ঊর্ধ্বমুখ, ত্রাসে তারা কম্পিত, মধ্যভাগ ভীতিযুক্ত ও উৎফুল্ল (সেই) দৃষ্টি ত্রস্তা।

৮১। ব্যাঘূর্ণ্যমানমধ্যা যা ক্ষামান্তাঞ্চিতলোচনা।
দৃষ্টির্বিকসিতাপাঙ্গা মদিরা তরুণে মদে ॥

নিকৃষ্ট ধরণের মত্ততার মদিরা দৃষ্টিতে মধ্যভাগ হয় ঘূর্ণিত, প্রান্তভাগ ক্ষীণ, নেত্র কুঞ্চিত, অপাঙ্গ বিকসিত; এটি সাধারণ (হাল্কা ধরণের) মত্ততায় (প্রযোজ্য)।

৮২। কিঞ্চিদাকুঞ্চিতপুটা হ্যনবস্থিততারকা।
তথা চলিতপক্ষ্মা চ দৃষ্টির্মধ্যমদে ভবেৎ ॥

মধ্যম প্রকার মত্ততায় দৃষ্টিতে অক্ষিপুট হয় ঈষৎ কুঞ্চিত, তারা চঞ্চল এবং পক্ষ্ম সঞ্চরণশীল।

৮৩। সানিমেষানিমেষা চ কিঞ্চিদ্দর্শিততারকা।
অধোভাগচরী দৃষ্টিরধমে তু মদে স্মৃতা॥

নিকৃষ্ট ধরণের মত্ততায় দৃষ্টি হবে নিমেষযুক্ত বা নিমেষহীন, তারকা ঈষৎ দৃষ্ট এবং নিম্নমুখে সঞ্চারী।

৮৪। ইত্যেবং লক্ষিতা হ্যেষা ষট্‌ত্রিংশদ্‌দৃষ্টয়ো ময়া।
রসজা ভাবজাশ্চাসাং বিনিয়োগং নিবোধত॥

এভাবে ছত্রিশপ্রকার রসজাত ও ভাবজাত দৃষ্টির লক্ষণ আমি বলেছি। এদের প্রয়োগ শুনুন।

৮৫। রসজাস্তু রসেষ্বেব স্থায়িষু স্থায়িদৃষ্টয়ঃ।
শৃণুধ্বং ব্যভিচারিণ্যঃ সঞ্চারিষু যথা হি তাঃ॥

রসজ (দৃষ্টি) শুধু রসেই ও স্থায়িভাবে (প্রযোজ্য)। সঞ্চারিভাবে ব্যভিচারিভাব যেভাবে (থাকে) তা শুনুন।

৮৬। শূন্যা দৃষ্টিস্তু চিন্তায়াং স্তম্ভে চাপি প্রকীর্তিতা।
নির্বেদে চাপি মলিনা বৈবর্ণ্যে চ বিধীয়তে॥

শূন্যা দৃষ্টি চিন্তায় এবং স্তম্ভে (অবশভাবে, paralysis) কথিত হয়। মলিনা (দৃষ্টি) নির্বেদে ও বিবর্ণভাবে বিহিত।

৮৭। শ্রান্তা শ্রমার্তৌ স্বেদে চ লজ্জায়াং লজ্জিতা তথা।
অপস্মারে তথা ব্যাধৌ গ্লানে গ্লানা বিধীয়তে॥

শ্রান্তা (দৃষ্টি) শ্রমজনিত কষ্টে, ঘর্মে, লজ্জিতা লজ্জায়, অপস্মার (মৃগী রোগ), রোগ এবং গ্লানিতে গ্লানা (দৃষ্টি) বিহিত।

৮৮। শঙ্কায়াং শঙ্কিতা জ্ঞেয়া বিষাদার্থে বিষাদিতো।
নিদ্রাস্বপ্নসুখার্থেষু মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে॥

শংকায় শংকিতা (দৃষ্টি), বিষাদে বিষাদিনী, নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুখের বিষয়ে মুকুলা দৃষ্টি ঈপ্সিত।

৮৯। কুঞ্চিতাসূয়িতানিষ্টদুষ্প্রেক্ষাক্ষিব্যথাসু চ।
অভিতপ্তা চ নির্বেদে হ্যভিঘাতাভিতাপয়োঃ॥

কুঞ্চিতা অসূয়া, অবাঞ্ছনীয় বস্তুদর্শন, যে পদার্থ কষ্ট করে দেখতে হয় তার

দর্শনে এবং নেত্রব্যথায় এবং অভিতপ্তা নির্বেদে, আঘাত ও সন্তাপে (প্রযোজ্য)।

৯০। জিহ্মা দৃষ্টিরসূয়ায়াং জড়তালস্যয়োস্তথা।
ধৃতৌ হর্ষে সললিতা স্মৃতৌ তর্কে চ তর্কিতা॥

জিহ্মা দৃষ্টি অসূয়ায়, জড়তা (মূর্খতা) ও আলস্যে, সললিতা হর্ষে, তর্কিতা স্মরণ ও অনুমানে (প্রযোজ্য)।

৯১। আহ্লাদেষর্ধমুকুলা গন্ধস্পর্শসুখাদিষু।
বিভ্রান্তা দৃষ্টিরাবেগে সম্ভ্রমে বিভ্রমে তথা॥

আনন্দে, গন্ধ, স্পর্শ ও সুখাদিতে অর্ধমুকুলা, আবেগ, সম্ভ্রম (ব্যস্ততা বা ভয়) ও বিভ্রমে (বিভ্রান্তিকর অবস্থায়) বিভ্রান্তা (প্রযোজ্য)।

৯২। বিপ্লুতা চাপলোন্মাদদুঃখার্তিমরণাদিষু।
আকেকরা দুরালোকে বিচ্ছেদপ্রেক্ষিতেষু চ॥

বিপ্লুতা চপলতা, উন্মাদ, দুঃখ, কষ্ট ও মরণাদিতে, আকেকরা দুরালোকে[1], ও বিচ্ছেদ দর্শনে (প্রযোজ্য)।

৯৩। বিবোধামর্ষগর্বৌগ্র্যমতিষু স্যাদ্বিকোশিতা।
ত্রস্তা ত্রাসে ভবেদ্দৃষ্টির্মদিরা চ মদেষ্বিতি॥

বিকোশিতা হবে জাগরণ, ক্রোধ, গর্ব, উগ্রতা ও মতিতে অনুমোদন, (সম্মতি ?), ত্রস্তা ভয়ে এবং মদিরা মত্ততায় (প্রযোজ্য)।

তারার ক্রিয়া

৯৪-৯৫(ক)। ষট্‌ত্রিংশদ্ দৃষ্টয়ো হ্যেতা যথাবৎ প্রতিপাদিতাঃ।
রসজানাং তু দৃষ্টীনাং ভাবজানাং তথৈব চ॥
তারাপুটভ্রুবাং কর্ম গদতো মে নিবোধত।

রসজ ও ভাবজ এই ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি যথাযথভাবে প্রতিপাদিত হল। তারা, অক্ষিপুট ও ভ্রূর ক্রিয়া বলছি, শুনুন।

---

১ অস্পষ্ট আলোক বা মন্দ পদার্থের দর্শন। দুরালোক হলে অর্থ হবে দূরের বস্তু দর্শন।

৯৫(খ)-৯৬(ক)। ভ্রমণং বলনং পাতশ্চলনং সংপ্রবেশনম্॥
বিবর্ত্তনং সমুদ্বৃত্তং নিষ্ক্রামঃ প্রাকৃতং তথা।

ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, সংপ্রবেশন, বিবর্ত্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রাম, প্রাকৃত।

৯৬(খ)-৯৮। পর্যস্তং মণ্ডলাবৃত্তিস্তারয়োর্ভ্রমণং স্মৃতম্॥
বলনং গমনং ত্র্যস্রং পাতনং স্রস্ততা তথা।
চলনং কম্পনং জ্ঞেয়ং প্রবেশোঽন্তঃ প্রবেশনম্॥
বিবর্তনং কটাক্ষস্তু সমুদ্বৃত্তং সমুন্নতিঃ।
নিষ্ক্রামো নির্গমঃ প্রোক্তঃ প্রাকৃতং তু স্বভাবজম্॥

মণ্ডলাকারে পর্যস্ত(ইতস্তত ?)রূপে মণ্ডলাকারে তারাদ্বয়ের ঘূর্ণন ভ্রমণ নামে অভিহিত। বলন—অর্থাৎ তির্যক্‌ভাবে গমন। পাতন—অর্থাৎ শিথিলতা। চলন কম্পন নামে জ্ঞেয়। প্রবেশ—অর্থাৎ ভিতরে ঢুকে যাওয়া। বিবর্তন—কটাক্ষ। সমুদ্বৃত্ত—সমুন্নতি। নিষ্ক্রাম—নির্গম নামে অভিহিত। প্রাকৃত—অর্থাৎ স্বাভাবিক।

৯৯-১০১। তথৈষাং রসভাবেষু বিনিয়োগং নিবোধত।
ভ্রমণং চলনোদ্বৃত্তে নিষ্ক্রামো বীররৌদ্রয়োঃ॥
নিষ্ক্রামণং সংবলনং কর্তব্যং হি ভয়ানকে।
হাস্যবীভৎসয়োশ্চাপি প্রবেশনমিহেষ্যতে॥
পাতনং করুণে কার্যং নিষ্ক্রামণমথাদ্ভুতে।
প্রাকৃতং শেষভাবেষু শৃঙ্গারে চ বিবর্তিতম্॥

রস ও ভাবসমূহে এদের প্রয়োগ শুনুন। ভ্রমণ, চলন, উদ্বৃত্ত ও নিষ্ক্রাম বীর ও রৌদ্ররসে, নিষ্ক্রামণ ও সংবলন ভয়ানক রসে, প্রবেশন হাস্য এবং বীভৎস রসে অভিপ্রেত। করুণরসে পাতন, অদ্ভুতে নিষ্ক্রামণ, অবশিষ্ট ভাব(রস)-সমূহে প্রাকৃত এবং শৃংগারে বিবর্তিত প্রযোজ্য।

১০২। স্বভাবসিদ্ধমেবৈতৎ কর্ম লোকক্রিয়াশ্রয়ম্।
এবং সর্বেষু ভাবেষু তারাকর্ম নিযোজয়েৎ॥

লোকক্রিয়াশ্রিত এই ক্রিয়া স্বাভাবিক। এইরূপে সকল ভাবে তারাক্রিয়া প্রযোজ্য।

দৃষ্টিভেদ

১০৩-১০৭। অথাত্রৈব প্রবক্ষ্যামঃ প্রকারং দর্শনস্য তু।
সমং সাচ্যনুবৃত্তে তু আলোকিতবিলোকিতে ॥
প্রলোকিতোল্লোকিতে চাপ্যবলোকিতমেব চ।
সমতারং চ সৌম্যং চ যদ্ দৃষ্টং তৎ সমং স্মৃতম্ ॥
পক্ষ্মান্তর্গততারং চ ত্র্যস্রং সাচীকৃতং তু তৎ।
রূপনির্বর্ণনাযুক্তমনুবৃত্তমিতি স্ফুটম্ ॥
সহসা দর্শনং যৎ স্যাত্তদালোকিতমুচ্যতে।
বিলোকিতং পৃষ্ঠতস্তু পার্শ্বাভ্যাং তু প্রলোকিতম্ ॥
ঊর্ধ্বমুল্লোকিতং জ্ঞেয়মবলোকিতমপ্যধঃ।
ইত্যেব দর্শনবিধিঃ সর্বভাবরসাশ্রয়ঃ ॥

এখন এখানেই দর্শনের প্রকারভেদ বলব। সম, সাচী, অনুবৃত্ত, আলোকিত, বিলোকিত, প্রলোকিত, উল্লোকিত ও অবলোকিত। যাতে তারা স্বাভাবিক-ভাবে থাকে, যা সৌম্য (অর্থাৎ সুন্দর বা শান্ত) সেই দৃষ্টি সম নামে অভিহিত। যাতে তারা পক্ষ্মে প্রবিষ্ট ও তির্যক্ তা সাচীকৃত। তার নাম অনুবৃত্ত যা দ্বারা রূপ পুংখানুপুংখভাবে দৃষ্ট হয়। হঠাৎ দর্শন আলোকিত নামে কথিত। পেছনে তাকানকে বলে বিলোকিত। পার্শ্বে তাকান প্রলোকিত। ঊর্ধ্বদৃষ্টি উল্লোকিত ও অধোদৃষ্টি অবলোকিত বলে জ্ঞাতব্য। সকল ভাব ও রসাশ্রিত দর্শনের বিধি এই।

অক্ষিপুট[১]

১০৮-১১১। তারাকৃতোঽস্যানুগতং পুটকর্ম নিবোধত।
উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ প্রসৃতং কুঞ্চিতং সমম্ ॥
বিবর্তিতং প্রস্ফুরিতং পিহিতং সবিতাড়িতম্।
বিশ্লেষঃ পুটয়োর্যস্তু স তূন্মেষঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
সমাগমো নিমেষঃ স্যাদায়ামস্তু প্রসারিতম্।
আকুঞ্চিতং কুঞ্চিতং স্যাৎ সমং স্বাভাবিকং স্মৃতম্ ॥

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৪৪০ থেকে।

বিবর্তিতং সমুদ্বৃত্তং স্ফুরিতং স্পন্দিতং তথা।
স্থগিতং পিহিতং প্রোক্তমাহতং তু বিতাড়িতম্ ॥

তারাক্রিয়া, এর অনুসারী অক্ষিপুটক্রিয়া শুনুন। উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, প্রস্ফুরিত, পিহিত, সবিতাড়িত। অক্ষিপুটদ্বয়ের বিশ্লেষ উন্মেষ নামে কথিত। এদের মিলনে নিমেষ হয়। বিস্তারের নাম প্রসারিত। ঈষৎ কুঞ্চন কুঞ্চিত। সম স্বাভাবিক বলে কথিত। ঊর্ধ্বমুখিত্ব বিবর্তিত। কম্পিত হলে হয় স্পন্দিত। স্থগিত (বিশ্রান্ত) হলে হয় পিহিত। আহত হলে হয় বিতাড়িত।

অক্ষিপুটের প্রয়োগ

১১২-১১৫। অথৈষাং রসভাবেষু বিনিয়োগং নিবোধত।
ক্রোধে বিবর্তিতঃ কার্যঃ নিমেষোন্মেষণৈঃ সহ ॥
বিস্ময়ার্থে চ হর্ষে চ বীর্যে চৈব প্রসারিতম্।
অনিষ্টদর্শনে গন্ধে রসে স্পর্শে চ কুঞ্চিতম্ ॥
শৃঙ্গারে চ সমং কার্যমীর্ষ্যাসু স্ফুরিতং ভবেৎ।
সুপ্তমূর্চ্ছিতবাতোষ্ণধূমবর্ষাঞ্জনার্তিষু ॥
নেত্ররোগে চ পিহিতমভিঘাতে বিতাড়িতম্।
ইত্যেবং রসভাবেষু তারকাপুটয়োর্বিধিঃ ॥

এখন রস ও ভাবে এদের প্রয়োগ শুনুন। ক্রোধে নিমেষ ও উন্মেষ সহকারে বিবর্তিত করণীয়। বিস্ময়কর বিষয়, হর্ষ ও বীরত্বে প্রসারিত (প্রযোজ্য)। অবাঞ্ছিত বস্তু দর্শন, গন্ধ, রস ও স্পর্শে কুঞ্চিত (প্রযোজ্য)। শৃঙ্গারে সম করণীয়, ঈর্ষ্যাতে হবে স্ফুরিত। সুপ্ত (স্বপ্ন বা নিদ্রা), মূর্ছা, ঝড়, উষ্ণতা, ধূম, বর্ষা, কাজলজনিত কষ্ট ও চক্ষুরোগে পিহিত (করণীয়)। আঘাতে হয় বিতাড়িত। রস ও ভাবে তারা ও অক্ষিপুটের এইরূপ নিয়ম।

ভ্রূক্রিয়া[১]

১১৬-১২০। কার্যানুগতমস্ত্যেব ভ্রুবোঃ কর্ম নিবোধত।
উৎক্ষেপঃ পাতনং চৈব ভ্রুকুটী চতুরং ভ্রুবোঃ ॥

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৪৮২ থেকে।

কুঞ্চিতং রেচিতং চৈব সহজং চেতি সপ্তধা।
ভ্রুবোরুন্নতিরুৎক্ষেপঃ সমমেকৈকশোঽপি বা॥
একস্য বা দ্বয়োর্বাপি পাতনং স্যাদধোমুখম্।
ভ্রুবোর্মূলসমুৎক্ষেপাৎ ভ্রুকুটী পরিকীর্তিতা॥
চতুরং কিঞ্চিদুচ্ছ্বাসান্মধুরায়তয়োর্ভ্রুবোঃ।
একস্যা উভয়োর্বাপি মৃদু ভঙ্গেন কুঞ্চিতম্॥
একস্যা এব ললিতাদুৎক্ষেপাদ্রেচিতং ভ্রুবঃ।
সহজাতং তু সহজং কর্ম স্বাভাবিকং স্মৃতম্॥

এদেরই (অর্থাৎ তারা ও অক্ষিপুটের) ক্রিয়ানুসারী ভ্রুক্রিয়া শুনুন। উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রুকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ—এই সাতটি (ভ্রুর ক্রিয়া)। ভ্রুযুগলের এক সঙ্গে বা এক একটি করে উন্নমন, উৎক্ষেপ (নামে অভিহিত)। একটির বা দুইটির অধোমুখ হওয়ার নাম পাতন। ভ্রুযুগলের মূল উৎক্ষিপ্ত হলে তা ভ্রুকুটী বলে কথিত হয়। সুন্দর ও বিস্তৃত ভ্রুযুগলের ঈষৎ উচ্ছ্বাস[১] (স্ফীতি?) হেতু হয় চতুর। একটির বা উভয়ের মৃদু ভঙ্গ (বক্রতা) হেতু (হয়) কুঞ্চিত। একটির ললিত[২] উন্নমন হেতু ভ্রুর রেচিত হয়। (ভ্রুর) সহজাত স্বাভাবিক ক্রিয়া সহজ নামে জ্ঞাত।

১২১-১২৫। অথৈষাং সংপ্রবক্ষ্যামি রসভাবপ্রয়োজনম্।
কোপে বিতর্কে হেলায়াং লীলাদৌ সহজে তথা॥
দর্শনে শ্রবণে চৈব ভ্রুবমেকাং সমুৎক্ষিপেৎ।
উৎক্ষেপো বিস্ময়ো হর্ষে রোষে চৈব দ্বয়োরপি॥
অসূয়িতে জুগুপ্সায়াং হাসে ঘ্রাণে চ পাতনম্।
ক্রোধস্থানেষু দীপ্তেষু যোজয়েদ্ ভ্রুকুটী বুধঃ॥
শৃঙ্গারে ললিতে সৌম্যে স্পর্শে চ চতুরং ভবেৎ।
মোট্টায়িতে কুট্টমিতে বিলাসে কিলকিঞ্চিতে॥
বিকুঞ্চিতং তু কর্তব্যং নৃত্তে যোজ্যং তু রেচিতম্।
অনাবিদ্ধেষু ভাবেষু বিদ্যাৎ স্বাভাবিকং বুধঃ॥

---

১ এর অর্থ নিঃশ্বাস ফেলা বা দীর্ঘশ্বাস; কিন্তু এই অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়।

২. এই শব্দে বোঝায় ক্রীড়া, আদিরসাত্মক ক্রিয়া ইত্যাদি।

এখন রস ও ভাবে এদের প্রয়োজন বলব। ক্রোধ, বিতর্ক, হেলা,[১] ও সহজাত ক্রীড়াদিতে দর্শনে ও শ্রবণে একটি ভ্রূ উত্থিত করতে হয়। বিস্ময়, হর্ষ ও ক্রোধে দুটিরই উন্নমন (করণীয়)। পাতন হয় অসূয়া, জুগুপ্সা, হাস্য ও ঘ্রাণে। বিজ্ঞ ব্যক্তি ক্রোধের বিষয়ে ও দীপ্তে (উজ্জ্বল আলোক ?) প্রয়োগ করবেন। শৃংগার রসে, ললিতে, প্রীতিকর ব্যাপারে ও স্পর্শে চতুর হয়। মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিলাস ও কিলকিঞ্চিতে বিকুঞ্চিত করণীয়। নৃত্যে রেচিত প্রযোজ্য। অনাবিদ্ধ[২]ভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বাভাবিক (সহজ) (ভ্রূ) বুঝবেন।

নাসিকা[৩]

১২৬-১২৮। ইত্যেবং তু ভ্রুবঃ প্রোক্তা নাসাকর্ম নিবোধত।
নতা মন্দা বিকৃষ্টা চ সোচ্ছ্বাসা চ বিকূণিতা॥
স্বাভাবিকী চেতি বুধৈঃ ষড়্‌বিধা নাসিকা স্মৃতা।
বিকৃষ্টোৎফুল্লিতপুটা সোচ্ছ্বাসাকৃষ্টমারুতা।
বিকূণিতা সংকুচিতা সমা স্বাভাবিকী স্মৃতা॥

ভ্রূর এইরূপ (ক্রিয়া) উক্ত হল। নাসিকাক্রিয়া শুনুন। নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা, বিকূণিতা, স্বাভাবিকী—এই ছয়প্রকার নাসিকা পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত। যাতে নাসাপুট বারংবার (নাসামূলের সহিত) মিলিত হয় তার নাম নতা। মন্দাতে (নাসাপুট) নিশ্চল বলে কথিত। বিকৃষ্টাতে নাসাপুট হয় উৎফুল্ল। সোচ্ছ্বাসায় বায়ু আকৃষ্ট হয়। সংকুচিতা (নাসিকার নাম) বিকূণিতা। স্বাভাবিকীতে (নাসিকা) স্বাভাবিক (অবস্থায় থাকে) বলে কথিত।

১২৯-১৩২ (ক)। নাসিকালক্ষণং হ্যেতৎ বিনিয়োগং নিবোধত।
বিচ্ছিন্নমন্দরুদিতে সোচ্ছ্বাসে চ নতা স্মৃতা॥
নির্বেদোৎসুক্যচিন্তাসু মন্দা শোকে তু কীর্তিতা।
বিকৃষ্টা তীব্রগন্ধে চ শ্বাসরোষভয়ার্তিষু॥

---

১. এর অর্থ অবজ্ঞা, আদিরসাত্মক ক্রীড়া, প্রবল রমণেচ্ছা।

২. বোধ হয় সহজ, স্বাভাবিক।

৩. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৪৬৫ থেকে।

সোচ্ছ্বাসা মধুরে গন্ধে দীর্ঘোচ্ছ্বাসকৃতেষু চ।
বিকূণিতোক্তা হাস্যেষু জুগুপ্সায়ামসূয়িতে ॥
স্বাভাবিকী শেষভাবেষ্বিত্যেবং নাসিকা স্মৃতা।

এই নাসিকালক্ষণ; প্রয়োগ শুনুন। থেমে থেমে অল্প রোদনে এবং উচ্ছ্বাসে নতা (রূপ নাসিকা) কথিত হয়। নির্বেদ, ঔৎসুক্য, চিন্তা ও শোকে মন্দা কথিত হয়। উগ্র গন্ধ, শ্বাস, ক্রোধ, ভয় ও ক্লেশে (হয়) বিকৃষ্টা। মধুর গন্ধ ও দীর্ঘশ্বাসে সোচ্ছ্বাসা (প্রযোজ্য)। হাস্য, জুগুপ্সা, ব্যায়াম ও অসূয়ায় বিকূণিতা কথিত হয়। অবশিষ্ট ভাবসমূহে (হয়) স্বাভাবিকী। নাসিকা এইরূপ কথিত।

গণ্ডস্থল[১]

১৩২ (খ)-১৩৩। ক্ষামং ফুল্লং পূর্ণং চ কম্পিতং কুঞ্চিতং সমম্ ॥
ষড়্বিধং গণ্ডমুদ্দিষ্টং তস্য লক্ষণমুচ্যতে।
ক্ষামং ত্ববনতং জ্ঞেয়ং ফুল্লং বিকসিতং ভবেৎ ॥
উন্নতং পূর্ণমত্রোক্তং কম্পিতং স্ফুরিতং ভবেৎ।
স্যাৎ কুঞ্চিতং সংকুচিতং সমং প্রাকৃতমুচ্যতে ॥

ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম—গণ্ড (এই) ছয়প্রকার। তার লক্ষণ উক্ত হচ্ছে। অবনত ক্ষাম নামে জ্ঞাতব্য। বিকসিত (হয়) ফুল্ল। এখানে উন্নত পূর্ণ নামে কথিত। স্ফুরিত (হয়) কম্পিত। সংকুঞ্চিত (হয়) কুঞ্চিত। স্বাভাবিক সম নামে কথিত।

১৩৫-১৩৭ (ক)। গণ্ডয়োর্লক্ষণং প্রোক্তং বিনিয়োগং নিবোধত।
ক্ষামং দুঃখেষু কর্তব্যং প্রহর্ষে ফুল্লমিষ্যতে ॥
পূর্ণমুৎসাহগর্বেষু রোষহর্ষেষু কম্পিতম্।
কুঞ্চিতং চ সরোমাঞ্চ স্পর্শং শীতে ভয়ে জ্বরে ॥
প্রাকৃতং শেষভাবেষু গণ্ডকর্ম ভবেদিতি।

গণ্ডদ্বয়ের লক্ষণ উক্ত হল। প্রয়োগ শুনুন। দুঃখে ক্ষাম করণীয়। অত্যন্ত হর্ষে ফুল্ল ঈপ্সিত। উৎসাহ ও গর্বে (হয়) পূর্ণ (এবং) ক্রোধ ও আনন্দে

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৪৩১ থেকে।

কম্পিত। রোমাঞ্চ, স্পর্শ, শীত, ভয় ও জ্বরে কুঞ্চিত (বিধেয়)। অবশিষ্ট ভাবসমূহে স্বাভাবিক (সম) গণ্ডক্রিয়া হয়।

অধর[১]

১৩৭ (খ)-১৩৯। বিবর্তনং কম্পনং চ বিসর্গো বিনিগূহনম্ ॥
সন্দষ্টকং সমুদ্গশ্চ ষট্ কর্মাণ্যধরস্য তু।
বিকূণনং বিবর্তস্তু বেপনং কম্পনং স্মৃতম্ ॥
বিনিষ্ক্রামো বিসর্গস্তু প্রবেশো বিনিগূহনম্।
সন্দষ্টকং দ্বিজৈর্দষ্টঃ সমুদ্গঃ সহিতা গতিঃ ॥

বিবর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহন, সংদষ্টক, সমুদ্গ—অধরের এই ছয়টি ক্রিয়া। বিকূণন (সংকুচন) বিবর্ত (নামে খ্যাত), বেপন (কাঁপা) কম্পন নামে কথিত। বিনিষ্ক্রাম (হয়) বিসর্গ, প্রবেশ (ভিতরে ঢুকে যাওয়া) বিনিগূহন (নামে কথিত)। দন্তদষ্ট সংদষ্টক। দুই (ঠোঁটের) মিলিত গতি (হয়) সমুদ্গ।

১৪০-১৪২। ইত্যোষ্ঠলক্ষণং প্রোক্তং বিনিয়োগং নিবোধত।
অসূয়াবেদনাবজ্ঞালস্যাদিষু বিবর্তনম্ ॥
কম্পনং বেদনাশীতজ্বররোষজপাদিষু।
স্ত্রীণাং বিলাসে বিব্বোকে বিসর্গে রঞ্জনে তথা ॥
বিনিগূহনমায়াসে সন্দষ্টং ক্রোধকর্মণি।
সমুদ্গস্ত্বনুকম্পায়াং চুম্বনে চাভিনন্দনে ॥

এই ওষ্ঠ (অধর)-লক্ষণ উক্ত হল, প্রয়োগ শুনুন। অসূয়া, ব্যথা, অবহেলা আলস্য প্রভৃতিতে বিবর্তন (হয়)। ব্যথা, শীত, জ্বর ও ক্রোধে (হয়) কম্পন। স্ত্রীলোকের বিলাস (কামমূলক কার্য) বিব্বোক[২] ও রঞ্জনে (রং মাখান) বিসর্গ (হয়)। পরিশ্রমে, বিনিগূহন, ক্রোধপূর্ণ কার্যে সন্দষ্ট, অনুকম্পায় চুম্বন ও অভিনন্দনে (হয়) সমুদ্গ।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৪৮৮ থেকে।

২. স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া।

চিবুক[1]

১৪৩-১৪৬ (ক)। ইত্যোষ্ঠকর্মাণ্যুক্তানি চিবুকস্য নিবোধত।
কুট্টনং খণ্ডনং ছিন্নং চুক্কিতং লেহনং সমম্॥
দষ্টং চ দন্তক্রিয়য়া চিবুকং ত্বিহ লক্ষ্যতে।
কুট্টনং দন্তসংঘর্ষঃ সংস্ফোটঃ খণ্ডনং মুহুঃ॥
ছিন্নং তু গাঢ়সংশ্লেষশ্চুক্কিতং দূরবিচ্যুতিঃ।
লেহনং জিহ্বয়া লেহঃ কিঞ্চিচ্ছ্লেষঃ সমং ভবেৎ॥
দন্তৈর্দষ্টেঽধরে দষ্টম্ ইত্যেবাং বিনিযোজনম্।

এই ওষ্ঠক্রিয়া কথিত হল। চিবুকের (ক্রিয়া) শুনুন। কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চুক্কিত, লেহন, সম, দন্তদ্বারা দষ্ট (এইগুলি) চিবুকের লক্ষণ। দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষের নাম কুট্টন। বারংবার (দুই ঠোঁট) মিলিত হলে হয় খণ্ডন। (দুই ঠোঁটের) গাঢ় মিলনে হয় ছিন্ন। (দুই ঠোঁট) দূরে বিশ্লিষ্ট হলে হয় চুক্কিত। জিহ্বাদ্বারা (ওষ্ঠ) লেহন লেহন (বলে কথিত) (ওষ্ঠদ্বয়ের) সামান্য মিলন হয় সম। দন্তদষ্ট অধরে হয় দষ্ট—এই এদের প্রয়োগ।

১৪৬ (খ)-১৪৯ (ক)। ভয়শীতজরাব্যাধিগ্রস্তানাং কুট্টনং ভবেৎ॥
জপাধ্যয়নসংলাপভক্ষযোগে চ খণ্ডনম্।
ছিন্নং ব্যাধৌ ভয়ে শীতে ব্যায়ামে রুষিতেক্ষিতে॥
জৃম্ভণে চুক্কিতং কার্যং তথা লৌল্যে চ লেহনম্।
সমং স্বভাবভাবেষু সন্দষ্টঃ ক্রোধকর্মসু॥
ইতি দন্তোষ্ঠজিহ্বানাং করণাচ্চিবুকক্রিয়া।

ভয়, শীত, জরা ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের হয় কুট্টন। খণ্ডন (হয়) জপ, পাঠ, কথোপকথন এবং ভক্ষণে। ছিন্ন হয় রোগ, ভয়, শীত, ব্যায়াম ও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে। জৃম্ভণে (হাই তোলায়) হয় চুক্কিত এবং লোভে লেহন। স্বাভাবিক অবস্থায় হয় সম, ক্রোধমূলক কার্যে সংদষ্ট। দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বার ক্রিয়া অনুসারে চিবুক-ক্রিয়া এইরূপ।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৫০১ থেকে।

মুখক্রিয়া[1]

১৪৯ (খ)-১৫৬ (ক)। বিধুতং বিনিবৃত্তং চ নির্ভুগ্নং ভুগ্নমেব চ ॥
বিবৃত্তং চ তথোদ্বাহি কর্মাণ্যত্রাস্যজানি তু।
ব্যাবৃত্তং বিনিবৃত্তং স্যাদ্বিধুতং তির্যগায়তম্ ॥
বিশ্লিষ্টৌষ্ঠং চ বিবৃত্তমুদ্বাহ্যুৎক্ষিপ্তমেব চ ॥
বিনিবৃত্তমসূয়ায়াং ঈর্ষ্যাক্রোধকৃতেন চ।
অবজ্ঞাবিহৃতাদৌ চ স্ত্রীণাং কার্যং প্রযোক্তৃভিঃ ॥
বিধুতং বারণে চৈব নৈবমিত্যেবমাদিষু।
নির্ভুগ্নং চাপি বিজ্ঞেয়ং গম্ভীরালোকনাদিষু ॥
ভুগ্নং লজ্জান্বিতে যোজ্যং যতীনাং তু স্বভাবজম্।
নির্বেদৌৎসুক্যচিন্তাসু তথা চ বিনিমন্ত্রণে ॥
বিবৃত্তং চাপি বিজ্ঞেয়ং হাস্যশোকভয়াদিষু।
স্ত্রীণামুদ্বাহি লীলায়াং গর্বে গচ্ছত্যনাদরে ॥
এবং নামেতি কার্যং চ কোপবাক্যে বিচক্ষণৈঃ।

বিধুত, বিনিবৃত্ত, নির্ভুগ্ন, ভুগ্ন, নিবৃত্ত, উদ্বাহি—এখানে এইগুলি মুখজ ক্রিয়া। বিনিবৃত্ত (ঘুরান মুখ?) হয় ব্যাবৃত্ত, বক্রভাবে মুখব্যাদান বিধুত, অধোমুখ নির্ভুগ্ন, অল্প বিস্তারিত (মুখ) হয় ব্যাভুগ্ন (ভুগ্ন)। ওষ্ঠ পরস্পর পৃথক্ হলে হয় বিবৃত্ত, উন্নমিত (মুখ) উদ্বাহি।

প্রযোক্তৃগণকর্তৃক স্ত্রীলোকের অসূয়া, ঈর্ষ্যা, ক্রোধহেতুক কর্ম, অবজ্ঞা, বিহার প্রভৃতিতে বিনিবৃত্ত করণীয়। বারণ করায়, 'এমন ভাবে নয়' এইরূপ কথায় হয় বিধুত। গভীরে দেখা প্রভৃতিতে নির্ভুগ্ন জ্ঞাতব্য। ভুগ্ন লজ্জাযুক্ত ব্যাপারে, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, চিন্তা ও আহ্বানে প্রযোজ্য; এটি সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্বাভাবিক। হাস্য, শোক ও ভয়াদিতে বিবৃত্ত জ্ঞেয়। স্ত্রীলোকের ক্রীড়ায়, গর্বে, 'চলে যাও' এরূপ উক্তিতে, 'এইরূপ বটে' এরূপ উক্তিতে এবং ক্রোধপূর্ণ বাক্যে ও অনাদরে, উদ্বাহি (করণীয়)।

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৫১৩ থেকে।

১৫৬ (খ)-১৫৭ (ক)। সমং সাচীকৃতাদ্যুক্তা যচ্চ দৃষ্টিবিকল্পিতম্ ॥
তজ্জ্ঞৈস্তেনানুসারেণ কার্যং তদনুগং মুখম্।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অভিজ্ঞজন কর্তৃক উক্ত সম, সাচী প্রভৃতি বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গী-অনুসারে মুখ (ক্রিয়া) করবেন।

মুখরাগ ও তার প্রয়োগ[১]

১৫৭ (খ)-১৬২ (ক)। অথাতো মুখরাগশ্চ চতুর্ধা পরিকীর্তিতঃ ॥
স্বাভাবিকঃ প্রসন্নশ্চ রক্তঃ শ্যামোঽর্থসংশ্রয়ঃ।
স্বাভাবিকস্তু কর্তব্যঃ স্বভাবাভিনয়াশ্রয়ঃ ॥
মধ্যস্থাদিষু ভাবেষু মুখরাগঃ প্রযোক্তৃভিঃ।
প্রসন্নস্ত্বদ্ভুতে কার্যো হাস্যশৃঙ্গারয়োস্তথা ॥
বীররৌদ্রমদাদ্যেষু রক্তঃ স্যাৎ করুণে তথা।
ভয়ানকে সবীভৎসে শ্যামং সংজায়তে মুখম্ ॥
এবং ভাবরসার্থেষু মুখরাগং প্রযোজয়েৎ।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তঃ কৃতোঽপ্যভিনয়ঃ শুভঃ ॥
মুখরাগবিহীনস্তু নৈব শোভান্বিতো ভবেৎ।

এখন মুখরাগ চারপ্রকার বলে কথিত হচ্ছে। যথা—(অভিনেয়) বিষয় অনুসারে স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম। স্বভাবের অভিনয়ে ঔদাসীন্যাদি-ভাবে প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক স্বাভাবিক (মুখরাগ) করণীয়। অদ্ভুত, হাস্য ও শৃংগারের (অভিনয়ে) প্রসন্ন (মুখরাগ) কর্তব্য। বীর, রৌদ্র, মত্ততা প্রভৃতিতে ও করুণে রক্ত (মুখরাগ হবে)। ভয়ানক ও বীভৎসে মুখ শ্যাম হয়। এইরূপে ভাব ও রসের বিষয়ে মুখরাগ প্রযোজ্য। শাখা, অঙ্গ ও উপাঙ্গযুক্ত ভাল অভিনয় অনুষ্ঠিত হলেও মুখরাগশূন্য (অভিনয়) শোভা পায় না।

১৬২ (খ)-১৬৩ (ক)। শরীরাভিনয়োঽল্পোঽপি মুখরাগসমন্বিতঃ ॥
দ্বিগুণাং লভতে শোভাং রাত্রাবিব নিশাকরঃ।

সামান্য আঙ্গিক অভিনয়ও মুখরাগযুক্ত হয়ে নিশাকালে চন্দ্রের ন্যায় দ্বিগুণ শোভা পায়।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৫২৬ থেকে।

১৬৩ (খ)-১৬৪ (ক)। নয়নাভিনয়োঽপি স্যান্নানাভাবরসান্বিতঃ ॥
মুখরাগান্বিতো যস্মান্নাট্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।

নয়নাভিনয় (অর্থাৎ নেত্রভঙ্গীদ্বারা কৃত অভিনয়) ও মুখরাগযুক্ত হয়ে বিবিধ ভাব ও রস-সমন্বিত হয়। কারণ এতে (অর্থাৎ মুখরাগে) নাট্য প্রতিষ্ঠিত।

১৬৪ (খ)-১৬৫। যথা নেত্রং প্রসর্পেত মুখভ্রূদৃষ্টিসংযুতম্ ॥
তথা ভাবরসোপেতং মুখরাগং প্রযোজয়েৎ।
ইত্যেষ মুখরাগস্তু প্রোক্তো ভাবরসাশ্রয়ঃ ॥

যেমন মুখ, ভ্রূ ও দৃষ্টিযুক্ত নেত্র প্রবৃত্ত হয়, তেমন ভাব ও রসযুক্ত মুখরাগ প্রযোজ্য (অর্থাৎ নেত্রভঙ্গী অনুসারে মুখরাগ করণীয়)।

গ্রীবা

১৬৬-১৬৭ (ক)। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি গ্রীবাকর্মাণি বৈ দ্বিজাঃ।
সমা নতোন্নতা ত্র্যস্রা রেচিতা কুঞ্চিতাঞ্চিতা ॥
বলিতা চ নিবৃত্তা চ গ্রীবা নববিধার্থতঃ।

হে দ্বিজগণ, এর পর গ্রীবাক্রিয়াসমূহ বলব। সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও নিবৃত্তা—গ্রীবাক্রিয়া এই নয়প্রকার।

প্রয়োগ

১৬৭ (খ)-১৭১। সমা স্বাভাবিকী ধ্যানস্বভাবজপকর্মসু ॥
নতাস্যাঽলঙ্কারবন্ধে কণ্ঠাবলম্বনে।
উন্নতাভ্যুন্নতামুখী গ্রৈবেয়েঽধ্বাদিদর্শনে ॥
ত্র্যস্রা পার্শ্বগতা চৈব স্কন্ধভারেঽথ দুঃখিতে।
রেচিতা বিধুতা ভ্রান্তা হাবে মথননৃত্তয়োঃ ॥
কুঞ্চিতাঽকুঞ্চিতা মূর্ধ্নি ভারিতে গলরক্ষণে।
অঞ্চিতাঽপসৃতোদ্বদ্ধকেশকর্ষোর্ধ্বদর্শনে ॥
পার্শ্বোন্মুখী স্যাদ্বলিতা গ্রীবাভঙ্গে চ বীক্ষিতে।
নিবৃত্তাভিমুখীভূতা স্বস্থানাভিমুখাদিষু ॥

সমা স্বাভাবিক ; ধ্যান (চিন্তা) ও সহজাত কর্মে (সমা) (প্রযোজ্য)। নতাতে মুখ হয় অবনত ; অলংকার পরিধান ও কণ্ঠাশ্লেষে (প্রযোজ্য)। উন্নতাতে মুখ হয় উন্নমিত ; হার পরিধান ও পথ প্রভৃতির দর্শনে (প্রযোজ্য)। ত্র্যস্রা পার্শ্বস্থিতা ; কাঁধের ভার ও দুঃখিত অবস্থায় (প্রযোজ্য)। রেচিতা কম্পিতা ও চালিতা ; হাব,[১] মন্থন ও নৃত্যে (প্রযোজ্য)। কুঞ্চিতা অর্থাৎ মস্তকে কুঞ্চিত, ভার ও গলারক্ষা (বোঝাতে প্রযোজ্য)। অঞ্চিতা অর্থাৎ অপসৃতা (মাথা সরিয়ে নেওয়া ?) ; ফাঁসি, কেশাকর্ষণ ও উর্ধ্বদিকে দর্শনে (প্রযোজ্য)। বলিতাতে হয় মুখ পার্শ্বদিকে স্থিত ; ঘাড় বাঁকিয়ে দেখায় (প্রযোজ্য)। নিবৃত্তাতে সম্মুখদিকে থাকে ; নিজের স্থানের দিকে মুখ করে থাকা প্রভৃতিতে (প্রযোজ্য)।

১৭২-১৭৩। ইত্যাদিলোকভাবার্থা গ্রীবাভঙ্গৈরনেকধা।
গ্রীবাকর্মাণি সর্বাণি শিরঃকর্মানুগানি চ ॥
শিরসঃ কর্মণা কর্ম গ্রীবায়াঃ সংপ্রবর্ততে।
ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং শীর্ষোপাঙ্গসমাশ্রয়ম্।
অঙ্গকর্মাণি শেষাণি গদতো মে নিবোধত ॥

এই সকল লোকভাবপ্রকাশক গ্রীবাভঙ্গী অনুসারে অনেক প্রকার। সকল গ্রীবাক্রিয়া মস্তকক্রিয়ানুসারী হয়। মস্তকের ক্রিয়াদ্বারা গ্রীবাক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। মস্তক ও সংশ্লিষ্ট উপাঙ্গাশ্রিত এই লক্ষণ কথিত হল। অবশিষ্ট অঙ্গ কর্মগুলি বলছি, শুনুন।

১: স্ত্রীলোককৃত কামোদ্দীপক ক্রিয়া।

ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে উপাঙ্গবিধানং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উপাঙ্গবিধান নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা নাট্যে দৃষ্ট হয় না।

নাট্যশাস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তার বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ব্যাখ্যার চাহিদা আসবেই।
সেইজন্য অনুবাদ, টীকা ছাড়াও পরিশিষ্টে শাস্ত্রবিদ্ এবং বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীদেরও প্রাসঙ্গিক আলোচনার গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান খণ্ডে এরূপ কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা সন্নেবেশিত হল।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আদি নাট্যশাস্ত্র

'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থখানি সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। ভরত এই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা। রামায়ণে আছে, মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণের খানিকটা অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তৈরি করেন ও তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরতের হাতে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক। (১) কিন্তু ভরত ঠিক কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় না। আর জানিয়াও বিশেষ ফল নাই। কেননা আধুনিক সময়েও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এত লোকের হাত পড়িয়াছে যে, কোন্‌টি নকল আর কোন্‌টি আসল চেনা দায়। এখনকার মুদ্রিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রে পরবর্তী-কালের লেখকদের রচনাও একটু-আধটু প্রবেশ করিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রাঘব ভট্ট শাকুন্তলের টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকায় তিনি আচার্য্য (১) মাতৃগুপ্তের নাট্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ (৩) ও "নাট্যলোচন" হইতে কতক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেইগুলি আজকালকার মুদ্রিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। তারপর এই নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি রকমফের আছে বলিয়া মনে হয়। 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণে এই-রকম একটি রকম-ফেরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইখানি "নন্দিভরত" অর্থাৎ নন্দিমতের ভরত।

নাট্যশাস্ত্র (৩৪ অধ্যায়) বলে—

> "যস্মাদ্বদেকো বহ্বাত্মকারোহনেকভূমিকাযুক্তঃ।
> ভাণ্ডগ্রহোপকরণৈর্নাট্যং ভরতো ভবেত্তস্মাৎ॥" ২৩

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্লোকোল্লিখিত গুণ-বিশিষ্ট নাট্য "ভরত" নামে আখ্যাত। আবার দেখা যায় ক্রমশঃ 'ভরত' শব্দ সাধারণ নাট্যশাস্ত্রেরই নামান্তর হইয়া পড়িল। 'মতঙ্গভরতম্' ইহার দৃষ্টান্ত। 'মতঙ্গভরতম্' বলিলে মতঙ্গ-ভাস্করের গ্রন্থকে বুঝায়। এইটি একখানি ভরত। তবে এইগুলি পরবর্তী ভরত। অর্জ্জুন-রচিত নাট্যশাস্ত্রের নাম—"অর্জ্জুনভরতম্"। শার্ঙ্গদেব ও রাঘবভট্ট আদি ভরতের নাম করিয়াছেন। পরে অন্য ভরত না থাকিলে

'আদি ভরত' নামের সার্থকতাও থাকে না। আদি ভরতের একখানি পুঁথি Mysore Oriental Libraryতে আছে। ভবভূতি ভরতকে "তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। (৪) তৌর্য্যত্রিক বলিলে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটি বোঝায়। সুতরাং বলিতে হয়, ভবভূতির মতে ভরত এই তিনের সূত্র করিয়াছিলেন। কালিদাস (৫) ভরত নামক মুনির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে—ইঁহারা ভরতের গ্রন্থ জানিতেন। সংস্কৃত নাটকের অভিনেতাদের একটি সাধারণ নাম 'ভরতপুত্র' বা 'ভরতশিষ্য'। ইহাতে শেষের দিকে যে আশীর্বাদ-বাক্য থাকে তাহার সাধারণ নাম—'ভরতবাক্য'। অভিনবগুপ্ত ভরত-নাট্যশাস্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন—নাম 'নাট্যবেদবিবৃতি'। এই টীকার নাম হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভরত-নাট্যশাস্ত্রের একটি নাম 'নাট্যবেদ'। 'সঙ্গীতরত্নাকরে'ও (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই নামের উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গধর নর্ত্তনাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"নাট্যবেদং দদৌ পূর্ব্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।"

ভরত স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রে (১ম অধ্যায়) উপদেশ করিয়াছেন—

"সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥ ১৬
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বণাদপি ॥ ১৭

ভগবান্ ভরতমুনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুসরণ করিলেন; তারপর নাট্যবেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়, আর অথর্ব্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন।

শার্ঙ্গধর এই কথাই একটি শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ।
পাঠ্যং চাভিনয়ান্ গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মভূঃ ॥

নাট্যশাস্ত্রকে 'নাট্যবেদ' নাম দেওয়ায় এই শাস্ত্রের বৈদিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; বেদ হইতেই যখন ইহার উপকরণ সংগৃহীত, তখন ইহাকে 'বেদ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কল্লিনাথ সঙ্গীতরত্নাকরের টীকায় (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন—

"ঋগাদিমুখ্যবেদমূলত্বেন চ চতুর্মুখেন দত্তস্য বেদত্বে সিদ্ধে তদর্থভূত নাট্য-

প্রতিপাদক ভরতমুনিপ্রণীতস্য চতুর্বিধপুরুষার্থফলস্য শাস্ত্রস্য বেদমূলত্বেন বৈদিকত্বং বেদিতব্যম্।"

কিন্তু এই নাট্যবেদ উপবেদের মধ্যে পরিগণিত; কেননা, শাস্ত্র বলে— "সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ।" আর কল্লিনাথ টীকায় বলিয়াছেন— "নাট্যবেদ-এব গীতপ্রাধান্যবিবক্ষয়া গান্ধর্ববেদ উচ্যতে। অভিনয়প্রাধান্য-বিবক্ষয়া তু নাট্যবেদ ইত্যুচ্যতে।"

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকরে' (পৃঃ ৫-৬) ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের নাম আছে। সঙ্গীত-রত্নাকর ১২১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লেখা। শার্ঙ্গদেবের উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকাররাই শুধু মাঝে মাঝে এই সমস্ত গ্রন্থের কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব যতগুলি নাট্যশাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'কোহল'ই ভরতের ঠিক পরবর্ত্তী। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের শেষে (৩৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোক) লেখা আছে, নাট্যের অবশিষ্ট কথা 'কোহল' বলিবেন।

'আত্মোপদেশসিদ্ধং হি নাট্যং প্রোক্তং স্বয়ংভুবা।
শেষং প্রস্তারতন্ত্রেণ কোহল (৬) কথয়িষ্যতি॥'

ভরত-নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভরতের পরবর্ত্তী লেখক কোহল তাঁর নিজের গ্রন্থ লিখিবার পর নাট্যশাস্ত্রের এই সংস্করণ তৈরী হইয়াছিল। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাও অযৌক্তিক নয়। মতঙ্গ শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তী একজন আধুনিক লেখক। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতকে যাহা করিয়াছিলেন, মতঙ্গ পরবর্ত্তীকালে তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। এই মতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রসঙ্গে ভরত, কোহল, কাশ্যপ ও দুর্গাশক্তির নাম করিয়াছেন।

১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দে Fitz Edward Hall ধনঞ্জয়-কৃত দশরূপকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। (৭) এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (১৯৯-২৪০ পৃঃ) তিনি নাট্যশাস্ত্রের ১৮শ, ১৯শ, ২০শ ও ৩৪শ অধ্যায় প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, এই গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হল দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। একখানি খণ্ডিত, তাহাতে প্রথম সাতটি অধ্যায় মাত্র ছিল। অপরখানি ভূর্জপত্রে নাগরী-অক্ষরে ছাপা। এইখানির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই চারটি অধ্যায় ছাপান। অতঃপর ১৮৭৪ সালে হেমান

(W. Heymann) নামে একজন জার্মান পণ্ডিত একখানি জার্মান পত্রে (৮) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কয়েকখানি পুঁথির উপর জার্মান ভাষায় একটি প্রবন্ধ বাহির করেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম—"Ueber Bharata's Natya-sastram." তারপর নাট্যশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কয়খানি পুঁথিও পাওয়া গেল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রেণো (Paul Regnaud) পারী নগরীতে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ১৭শ অধ্যায় ছাপেন। (৯) তারপর ঐ সালেই আবার ১৫শ অধ্যায়ের শেষাংশ ও ১৬শ অধ্যায় মুদ্রিত করেন। (১০) এগুলি *Annales du Musee Guimet* (I ও II)-তে বাহির হয়। ইহার পর তিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের (১১) শেষে ১৮৮৪ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় ছাপেন। এক বৎসর পরে ১৮৮৬ সালে পুণা আর্য্যভূষণ প্রেস হইতে 'সঙ্গীত-মীমাংসক' নামে কাগজে অন্নাসাহেব ঘরপুরে একখানি পুঁথির সাহায্যে নাট্যশাস্ত্রের ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯টি শ্লোক বাহির করেন। ইনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঠোদ্ধার করেন। আর একজন ফরাসী সংস্কৃত-নবীশ গ্রোসে (Joanny Grosset) ১৮৮৮ সালে লিয়োঁ (Lyon) নগরে নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায় ফরাসী তর্জ্জমা ও টিপ্পনী-সমেত প্রকাশ করেন। (১২) এই গ্রন্থ সম্পাদনকালে তিনি রেণোর সাহায্যে হলের পুঁথি ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার ৪২ সংখ্যক পুস্তকরূপে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র প্রকাশিত হয়। শিবদত্ত ও পরব মাত্র দুইখানি পুঁথি হইতে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইহাদের সম্পাদিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলেও অশুদ্ধ। তবে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে এটি মন্দের ভাল। ১৮৯৮ সালে রেণো ও গ্রোসে নাট্যশাস্ত্রের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডও (Annales de P Universite de Lyon) বাহির হইল। কিন্তু তাঁহাদিগের সম্পাদিত গ্রন্থ আর বাহির হইল না। তবে সুখের বিষয়, ডক্টর শ্রীপদকৃষ্ণ বেলভলকর ১৯১৪ সালে ১৬ এপ্রিল American Oriental Society-র অধিবেশনে প্রচার করিয়াছেন যে, তিনি Harvard Oriental Series ভুক্ত করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করিবেন —তার জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমও করিতেছেন। অনেকগুলি পুঁথিও * তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের অনেক জায়গাই দুর্বোধ্য। টীকার সাহায্য না লইয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে অভিনবগুপ্ত (১০০০ পৃঃ) এই গ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। টীকাটি এখনও ছাপা হয় নাই। তাঁহার টীকার নাম—'ভরত-নাট্যবেদবিবৃতি'।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আটত্রিশটি ; নিম্নে বিষয়সূচী দেওয়া হইল :

২৪। স্ত্রীপুরুষোপচার (ড) [—(ঐ) ২২—(ঐ) ২৩] ১১৯
২৫। বাহ্যোপচার (ঢ) [—(ঐ) ২৩—(ঐ) ২৪]
২৬। চিত্রাভিনয় [=(কাব্যমালা ২৫)] ১৩১
২৭। সিদ্ধিব্যঞ্জক (ণ) [—(D. Coll.) ৩৪] ৯৩
২৮। জাতি লক্ষণ (ত) [=(ঐ) ২৭] ১৬১
২৯। ততাতোদ্য বিধান (থ) ১০৫
৩০। সুষিরাতোদ্যবিধান (র্থ) [D. Coll ২৮] ১৩
৩১। তালব্যঞ্জক (র্থ) [—(ঐ) ৩০] ৩৩৯
৩২। ধ্রুবা বিধান (দ) [—(ঐ) ৩১] ৪৪৩
৩৩। ভাণ্ডবাদ্য (ঐ) (দ) [=৩২] ২৬০
৩৪। প্রকৃত্যধ্যায় (ধ) [=(কাব্যমালা) ২৬] ২২
৩৫। ভূমিকাবিকল্প (ন) [—(ঐ) ৩৬] ৩৯
৩৬। নাট্যাবতার [=(D. Coll) ৩০] ২৬
৩৭। নাট্যশাপ (প) ৮৯
৩৮। গুহ্যবিকল্প (ফ) ৩৩

---

(১) রামদাস সেন রচিত 'সঙ্গীত-রহস্য', ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী, পৃ ১১৭।

(২) 'নাট্যপ্রদীপে' মাতৃগুপ্তকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নাট্যপ্রদীপের উক্তি এই :—'তত্র ভরতঃ…অস্য ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্য্যৈরুক্তম্—"[Sylvain Levi : *Theatre Indien*, p. 15] রাঘব ভট্টও তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) মাতৃগুপ্তের কোন বই পাওয়া যায় না। তবে উল্লিখিত বচন হইতে বোঝা যায়, তিনি শ্লোকে নাট্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; আর তাঁহার গ্রন্থ ভরতেরই ব্যাখ্যা-পুস্তক। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের সমসাময়িক।

(৪) উত্তররামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে লবের উক্তি—'তং চ স্বহস্ত-লিখিতং মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজদ্ ভগবতো ভরতস্য মুনেস্তৌর্যত্রিকসূত্রকারস্য। ভগবান্ মুনি (বাল্মীকি) [রামায়ণের খানিকটা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে] তৈরী করিয়া অভিনয়ের জন্য তৌর্য্যত্রিকসূত্রকার ভরতের হাতে দিলেন।

(৫) উদাহরণ যথা—বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয় অঙ্কে দুজন ভরত শিষ্য আলাপ

করিতেছেন। একজন আর একজনকে বলিতেছেন, 'আমাদের গুরু ভরতের অভিনয়-কৌশলে স্বর্গের লোকেরা খুশী হইয়াছেন তো?'—'অপি গুরোঃ প্রয়োগেন দিবস্তা পরিষদারাধিতা।'

(৬) কাব্যমালা সংস্করণে পাঠ আছে—'কোলাহল কথিয়তি।' Paul Regnaud and J. Grosset-এর পুঁথিতে আমাদের প্রদত্ত পাঠ আছে। কাব্যমালার নাট্যশাস্ত্রের ৪৪৬ পৃঃ ২৪ শ্লোকে 'কোহেলোদিভিরেবং তু' নিশ্চয় অশুদ্ধ; শুদ্ধপাঠ হইবে—'কোহলাদিভিরেবং তু'।

(৭) 'দশরূপ, Bibliotheca Indica (New series) গ্রন্থমালাভুক্ত হইয়া বাহির হয়। ১২, ২৪ ও ৮২ সংখ্যায় এই চারিটি অধ্যায় মুদ্রিত হয়। এই দশরূপে ধনিকের অবলোক নামে টীকাও আছে।

(৮) Nachrichten Vonder Koenigl Gesellschaft der Wissen Schaften und der G. A. universitaet zu Goetlingen (February 25, 1874) পৃঃ ৮৬—১০৭।

(৯) গ্রন্থের নাম—Le dix-Septieme Chapitre du Bharatiya-natya Sastra intitule Vag-abhinaya, Paris, Leroux, 1880, পৃঃ ৮৫-৯৯।

(১০) এই অতি মূল্যবান্ অলঙ্কার গ্রন্থের নাম—Rhetorique Sanskrite L'Academic des Inscriptions et Belles Letters কর্তৃক প্রকাশিত। Paris, Leroux. 1884. রেণো রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত গ্রন্থ অক্ষরে লেখা পুঁথি অবলম্বন করিয়া তাঁহার তিনখানি বই সম্পাদন করেন।

(১১) গ্রন্থের নাম La Metrique de Bharata, Paris, Leronx, 1880, পৃঃ ৬৩-১৩০।

(১২) গ্রন্থের নাম—'Contribution a Petude de Musique hindone; Lyon, 1888. পৃঃ ৯১। Biblitheque de la Faculte des Letters de Lyon'তে ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রোসের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

* নাট্যশাস্ত্রের পুঁথি:

১। ১৮৭৪ সালে হেমান (Heymann) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একটি প্রবন্ধ ('Ueber Bharat's Natya Sastram'—Nachrichten der K Gesellschaft der Wissenschaften.) লেখেন। এই প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রের পুঁথির একটি তালিকা আছে।

২। Fitz Edward Hall-এর দুইখানি পুঁথি এখন T. Grosset-এর কাছে।

৩। Annasaheb Gharpure-র ব্যবহৃত পুঁথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪। Dr. Sylvain Levi-র নিকট একখানি নকল করা পুঁথি আছে। এখানি তিনি কাটমাণ্ডুতে নেপালী পুঁথি হইতে নকল করিয়াছেন।

৫। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর পুঁথি। মধ্যে খণ্ডিত। নেওয়ারি অক্ষরে লেখা।

৬। Deccan College Library-তে দুইখানি নকল করা পুঁথি আছে। তালিকার নং ৬৮, ৬৯ (১৮৭৩-৭৪)। মহারাজ বিকানীর লাইব্রেরীতে দুইখানি পুঁথি আছে। সেই দুইখানির নকল [Rajendralal Mitra's Bikaner Catalogue—0. 1092 A & B]

৭। Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland-এর সংগৃহীত তালপত্রের পুঁথি। গ্রন্থ অক্ষরে লেখা।

৮। Mysore Oriental Library-র একখানি পুঁথি। এই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতার নাম আদিভরত।

৯। স্বর্গীয় Dr. H. A. Dhruva-র নিকট একখানি গুজরাটের পুঁথি ছিল। এ পুঁথির সন্ধান জানা নাই।

১০। The Govt. Oriental Mss. Library at Madras-এ নয়খানি খণ্ডিত পুঁথি আছে। এছাড়া দুইখানি কোহলাচার্য্যের পুঁথি। এই দুইখানিই খণ্ডিত।

১১। The Palace Library of H. H. the Maharaja of Trivandrum-এ তিনখানি পুঁথি। একখানি পুঁথি ২৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত। একখানি অসম্পূর্ণ। একখানি আচার্য্য অভিনবগুপ্তের 'নাট্যবেদবিবৃতি' নামক টীকা সমেত। অভিনবগুপ্ত খৃষ্টীয় নবম শতকে জীবিত ছিলেন।

১২। M. M. Haraprasad Sastri—Report for the search of Sanskrit Mss. (1895-1900)—এই বিবরণে (পৃঃ ১০) একখানি পুঁথির কথা আছে। পুঁথিখানিতে ২২ অধ্যায় মাত্র আছে।

(ক) হলের পুঁথিতে আর একটি নাম আছে, সেটি 'প্রেক্ষাগৃহ'। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিতে আছে—প্রেক্ষাক্ষ গৃহ লক্ষণ।

(খ) হলের পুঁথিতে—রঙ্গদেবতা পূজা বিধান।

(গ) Deccan College-এর পুঁথিতে ও কাব্যমালায় পূর্ব্বরঙ্গ বিধান।

(ঘ) Deccan College পুঁথিতে ও কাব্যমালায়—রসাধ্যায়।

(ঘ´) কাব্যমালায়—ভাবব্যঞ্জন।

(ঙ) Deccan College পুঁথিতে—উপাঙ্গাভিনয়; কাব্যমালার—উপাঙ্গাভিনয়।

(চ) বিলাতের R. A. S. পুঁথিতে—হস্তাভিনয়। Deccan College ও কাব্যমালায়—অঙ্গাভিনয়।

(চ´) কাব্যমালায়—মণ্ডলকল্পন।

(চ´´) কাব্যমালায়—করযুক্তি ধর্মীব্যঞ্জক।

(ছ) কাব্যমালায়—বাচিকাভিনয়ে ছন্দোবিধান।

(ছ´) D. Coll.—ছন্দোবৃত্তিবিধি; কাব্যমালায়—ছন্দোবৃত্তবিধি।

(জ) R. A. S.—ছন্দোবিচিত্তি; কাব্যমালায় ও D. Coll.—অলঙ্কার-লক্ষণ।

(ঝ) R. A. S.—বাগভিনয়। কাব্যমালায়—বাগভিনয়ে কাকুস্বর বিধান।

(ঞ) R. A. S.—ভাষাবিধান।

(ট) R. A. S.—বাগঙ্গাভিনয়। কাব্যমালায়—সন্ধি নিরূপণ।

(ঠ) D. Coll—সন্ধি নিরূপণ।

(ঠ´) কাব্যমালায়—বৈশিক নামাধ্যায়।

(ড) D. Coll—বৈশিক নামাধ্যায়; কাব্যমালায়—স্ত্রীপুংসোপচারাধ্যায়।

(ঢ) হলের পুঁথিতে এই অধ্যায় নাই।

(ণ) কাব্যমালায়—প্রকৃতি বিকল্পনাধ্যায়; D. Coll—প্রকৃতি বিকল্প—৩৪

(ত) R. A. S.—আতোদ্যবিধি।

(থ) R. A. S.—ততোদ্য; কাব্যমালায়—ততোদ্যেতি জাতি বিধান।

(থ´) কাব্যমালায়—শুষিরাতোদ্যবিধান।

(দ) কাব্যমালায়—তালবিধান।

(দ) কাব্যমালায়—ধ্রুবাধ্যায়।

(দ´) R. A. S.—বাদ্যাধ্যায়।

(ধ) R. A. S. ও কাব্যমালায়—গুণাধ্যায় ও প্রকৃত্যা বিচার; D. Coll.—গুণাধ্যায়।

(ব) R. A. S.—ভূমিকাপাত্র বিকল্প ; কাব্যমালায় ও D. Coll—পুষ্কর-বাদ্য।

(প) (ক) হল ও R. A. S.—পুঁথিতে এই দুই অধ্যায় নাই। D. Coll.—পুঁথিতে এই দুই অধ্যায় আছে।

[প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী। বৈশাখ, ১৩৩৬। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।]

ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা

সঙ্গীত

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে বেশ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা সঙ্গীতের অনুরাগী ছিল। বৈদিক যুগের প্রথমদিকেই দেখা যায়—নৃত্য, গীত, বাদ্য তখনকার আর্য্য স্ত্রীপুরুষদিগের নিত্যসহচর ছিল। এ তিনটী না হইলে তাঁহাদের একেবারেই চলিত না। এই তিনটীর অনুশীলন তাঁহারা এত বেশী রকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র-হিসাবে সঙ্গীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাঁহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে, উৎসবে, খেলায়, আমোদে নাচ-গানের খুব আদর ছিল। খুব ছোট বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখান হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮৫ সূক্ত) পাই—

> 'সোম প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
> তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥' ঋক্‌ ৪০

সোম প্রথমে কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপর গন্ধর্ব ; তারপর অগ্নি বিবাহ করেন, শেষে সে মানুষের পত্নী হয়। এই বৈদিক উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, মেয়েদের সোমরস তৈরী করিতে শেখান হইত ; তারপর তারা নাচ শিখিত ; তারপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাই শিখিত ; শেষে তাহাদের বিবাহ হইত। মেয়েরা সোমরস তৈরী করিবার সময় যে গান করিত, তাহার প্রমাণ বেদেই (ঋক্‌ ৯, ৬৬, ৮) পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নাচ এমনই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, দাসীকন্যারাও বেশ উচ্চ ধরণের নৃত্য শিক্ষা করিত। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৭, ৫, ১০) এক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়—

মার্জালীয় অগ্নি জলিতেছে; তাহার চারিদিকে দাসীকন্যারা জলের কলসী মাথায় লইয়া মাটিতে পা তালে তালে ঠুকিয়া নাচিতেছে। এই নাচের সঙ্গে গানও চলিতেছে। দৃশ্যটী অতি চমৎকার। যে-সব পুরুষ সঙ্গীত জানিত না, মেয়েরা তাহাদের পছন্দ করিত না; তাহারা নিজেরা ভাল সঙ্গীত জানিত বলিয়াই সঙ্গীতজ্ঞ পতি প্রার্থনা করিত (কৃষ্ণযজুঃ, ৬, ১৬)। তখনকার লোকেরা হাসিয়া নাচিয়া জীবন কাটাইতে চাহিত।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে (২৯।৫) স্পষ্ট লেখা আছে যে, কতকগুলি বৈদিক সূক্তের প্রধান অংশ ছিল নৃত্য গীত বাদ্য। সুপ্রাচীন বৈদিক প্রভাবকালে সামগান হইত। আর বৈদিক ঋষিদিগের উদাত্ত অনুদাত্ত-স্বরিত ও প্রচ্ছায়-সমীরিত সামঝঙ্কারে সরস্বতী নৃত্য করিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহা হইতে ছন্দমঞ্জরী আবিষ্কার করিলেন—

"সামবেদাদিং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ।"

এসময় যজ্ঞকার্য্যে যাঁহারা অধ্যক্ষতা করিতেন আর যাঁহারা যজ্ঞদর্শন করিতেন, তাঁহারা হোতাদিগের নীরব মন্ত্র অধ্বর্য্যুদের সমস্বরবিশিষ্ট আবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের এই অভাব মোচন করিবার জন্য উদ্‌গাতা নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইহাদের কাজ হইল—যজ্ঞে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ হইতে লইয়া সঙ্গীতের সুরে বাঁধা হইত। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে—সামবেদেই সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান ও কলার অস্তিত্ব। বোধ হয় তাহার পর হইতেই সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটিল। বৈদিক আচারে তখন সকলকেই যজ্ঞ করিতে হইত। কিন্তু সকল যজ্ঞেরই সঙ্গীত একটী বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইজন বীণাগাথী বীণা বাজাইত। একজন ব্রাহ্মণ, একজন রাজন্য। ব্রাহ্মণ দিনের বেলা বাজাইত, রাজন্যের বাজাইবার পালা ছিল রাত্রিতে। পুরুষমেধ যজ্ঞে বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিত। গায়কগণ গান করিত। নৃত্যও হইত। মহাব্রতে নাচ-গান-বাজনার অবধি ছিল না। মহাব্রত যজ্ঞে তরুণীরা যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্য করিত। এই নৃত্য শেষ হইবার পর্ব্বে পুত্রবতী সধবা পুরস্ত্রী-দিগের নৃত্য হইত। ঐ যজ্ঞে কৌতুকচ্ছলে ঝগড়া ও লড়াইয়ের ভাণ করিয়া দু-একটী পালার অভিনয় পর্য্যন্ত হইত। সোম-বিক্রয় ব্যাপার লইয়া কলহের অভিনয়, আর শূদ্র ও আর্য্যের যুদ্ধানুকরণের অভিনয় মহাব্রতে লক্ষ্য করিবার

মত জিনিস। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে। মন্দিরাকে তখন 'আঘাটি' বলিত। পুরুষমেধ যজ্ঞে ঢাকওয়ালাদের ধরিয়া আনিবার কথা আছে। ঢাকওয়ালাদের 'আড়ম্বরাঘাত' বলিত। তখন অনেকরকমের বীণা ছিল। একরকম বীণার নাম 'কর্করি'। নলখাগড়ার গাঁট হইতে একরকম বীণা তৈরী হইত—তার নাম 'কাণ্ডবীণা'। এগুলি মহাব্রত যজ্ঞে বাজান হইত। মহাব্রতে শততন্ত্রর একরকম বীণা বাজান হইত, তাহার নাম—'বাণ'। বৈদিক-যুগে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা হইতেছে 'সভা' আর 'সমিতি'। সভাসমিতিতে একদিকে যেমন গ্রামের কথা, পল্লীর কথা, সমাজের কথার আলোচনাদি হইত, অন্যদিকে সেখানে তেমনই আর একটা ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। লোকে সভা-সমিতিতে আসিয়া আমোদ-প্রমোদও করিত। তখনকার সভা-সমিতি অনেকটা এখনকার ক্লাবের মত ছিল। লোকে এখানে গল্প-গুজব করিত। নানাপ্রকার খেলার আমোদে মাতিত, আবৃত্তি করিত, নৃত্য গীত বাদ্যের অনুশীলন করিত, বিষয়-বিশেষ লইয়া তর্ক করিত। এই সমস্ত এবং এইরূপ আমোদের ব্যাপার লইয়া বৈদিক আর্য্যদের অনেক সময় কাটিত। তখন কিন্তু নাটক ছিল না। নাট্যশালা বা নটের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। নাটকের উৎপত্তি ঠিক কেমন করিয়া হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই, কথোপকথনচ্ছলে উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারের রচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বৈদিক, পৌরাণিক, এমন কি পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী রচনাতেও এই নীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে এইরকম রচনা খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে ঋষিদের কথোপকথন দেখা যায়। পুরুরবা ও উর্বশী সংবাদ (ঋগ্বেদ ১০, ৯৫), বরুণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন (৪, ৪২), যম ও যমীর কথোপকথন (১০, ১০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলি পরস্পর কথোপকথন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদেও অনেক কথোপকথন আছে। নাটকের অস্তিত্ব না থাকিলেও বৈদিকযুগে নৃত্য, গীত, অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী, কথোপকথন—এগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্রমশঃ বদলাইবার জন্য ছাঁচে আসিয়া নাটকাভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে। আর নাচ-গান যখন অভিনয়ের একটা অঙ্গ, তখন এরূপ মনে করাও অসঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং বৈদিক যুগেই এই কয় দিক দিয়া নাটক-উপাদানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, একথা বলা যাইতে পারে। অন্য দিক দিয়া না হইলেও উক্তি-প্রত্যুক্তির দিক দিয়া

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০৮ সূক্ত) পণি ও সরমার কথায় নাটকের আভাস পাওয়া যায়। যথার্থই দুই ব্যক্তি এই সূক্ত আবৃত্তি করিয়াছিল। এই সূক্তে এগারটী ঋক্। উদাহরণ স্বরূপ তিনটী ঋকের তর্জমা নীচে দেওয়া গেল :

পণিগণ ও সরমা

১। পণিগণ—তুমি কি ভেবে এখানে এসেচ? এ খুব দূরের পথ। এ পথে আসতে হ'লে পিছন দিকে চাইলে আসা যায় না। আমাদের কাছে এমন কি জিনিস আছে যার জন্তে তুমি এসেচ? ক' রাত্রি ধরে এসেচ? নদী পার হলে কেমন করে?

২। সরমা—ইন্দ্রের দূতী হ'য়ে আমি এসেচি। পণিগণ! তোমরা অনেক গোধন সংগ্রহ করেচ। আমার সেগুলি নেবার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেচে। জলের ভয় হ'ল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘন করে চলে যাই। এই রকম করেই নদীর জল পার হয়েচি।

৩। পণিগণ—সরমা, তুমি তো ইন্দ্রের দূতী হয়ে এসেচ? তোমার ইন্দ্র কেমন? তাঁকে দেখতে কেমন? আচ্ছা, তিনি আসুন না, আমরা তাঁকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে রাজি আছি। তিনি আমাদের গাভীগুলি নিয়ে অধিকার করুন।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথমে নৃত্যে কেবল তালের দিকে ঝোঁক হয়। তারপর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে ঝোঁক হয়। ক্রমশঃ নৃত্যের সঙ্গে গীত সংযুক্ত হইল। এই সময় লোকে হাব-ভাব দেখাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কালে হাব-ভাব-বিলাস-বিভ্রম প্রকাশের অভ্যাস রীতিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ক্রমে অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথন সহকারে এই সমস্ত কাজ চলিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে নাট্যের উদ্ভব হয়। প্রথম প্রথম নটের কাজ ছিল চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করা। নর্ত্তক-নির্ণয়ে নর্ত্তকের সংজ্ঞা তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্ট্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।"

সূত্র-সাহিত্যে নাটকের কোন আভাস পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু-একটা কথা আছে। পাণিনি (৪, ৩, ১১০, ১১১) দুইটী সূত্রের উল্লেখ

করিয়াছেন—একটী 'নটস্থত্র', অপরটী 'ভিক্ষুস্থত্র'। তিনি নটস্থত্রকারের নাম দিয়াছেন—শিলালী; ভিক্ষুস্থত্রকারের নাম দিয়াছেন—পারাশর্য্য। ভিক্ষুস্থত্র নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্থত্র। নটস্থত্র পাওয়া যায় না। পাণিনি প্রথম স্থত্রে (৪, ৩, ১১০) 'নটস্থত্র' শিলালী দ্বারা প্রোক্ত বলিয়াছেন। কৃশাশ্ব নামে আর একজন ঋষিকে নটস্থত্রের বক্তা বলিয়া পাণিনি পরস্থত্রে (৪, ৩, ১১১) উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কেহ করেন নাই। বৈদিক সাহিত্যে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। পাণিনি 'নাট' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নটানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"—নটদিগের ধর্ম্ম বা শিক্ষারীতি। কিন্তু পাণিনির সময়ে 'নৃত্য' ও 'নাট্যে' কোন পার্থক্য ছিল কি না কিছুই জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষার 'নট' ধাতুস্থানে 'নৃৎ' ধাতু পাওয়া যায়। 'নৃৎ' ধাতুর অর্থ 'নৃত্য করা।' সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করার অর্থ বোঝায় এমন কোন ধাতু পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃত ভাষায় 'নট' ধাতু আছে, আর তার অর্থ অভিনয় করা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের ভাষা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভাষা হইতে পৃথক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত আর নিম্নশ্রেণীর ভাষা ছিল প্রাকৃত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে সকলেই সংস্কৃতে কথা কহিত, তাহা নয়। যাহারা শিক্ষিত তাহারাই সংস্কৃতে কথা কহিত। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই প্রাকৃত ভাষা বলিত। প্রাকৃতই জনসাধারণের ভাষা ছিল। স্থশিক্ষিতের সংখ্যা চিরকালই কম; কাজেই অল্প লোকেই সংস্কৃতে কথোপকথন করিত। স্থতরাং মনে হয়, শিক্ষিত সমাজ হইতে নটের জন্ম হয় নাই। পরে নট-ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নট শব্দটী শিক্ষিত সমাজ আত্মসাৎ করিয়াছে। পাণিনির সময়ে এবং পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময় শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতে আর জনসাধারণ প্রাকৃতে বাক্যালাপ করিত। পাণিনি নট ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নট ধাতুর উল্লেখ আছে। পাণিনি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের বৈয়াকরণ। পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন। কাজেই বলিতে পারা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের পরে 'নট' বা 'নাটকে'র জন্ম হয় নাই। ভরত পাণিনির পরবর্ত্তী। ইনি বলেন, 'রসভাবযুক্ত লোকবৃত্তান্ত যিনি অভিনয় করেন, তিনি নট।'

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তং
রসভাবসংযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।"

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি

মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ব্রহ্মাকে সকল বর্ণের জন্ত পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। তাই তিনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন। তারপর নাট্যবেদ রচনা করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন। তারপর ভরত মুনিকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—"এখন 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসব চলিতেছে। তুমি এই উৎসবে নাট্যবেদ প্রয়োগ কর।" ভরত-নাট্যপ্রয়োগে দেবতাদের বিজয় ও দৈত্যদের পরাজয় দেখান হইতেছিল। তাহাতে দৈত্যরা ক্ষুব্ধ হইয়া বিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রাগিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দিয়া প্রহার করিয়া দৈত্যদিগকে জর্জর করিলেন। ইহা হইতে ইন্দ্রধ্বজোৎসবের নাম হইল—'জর্জরোৎসব'।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দুইখানি নাটকাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভরত ব্রহ্মাকে বলিলেন, "স্বর্গে নাট্যমণ্ডপ তৈরী হইয়া গিয়াছে। রঙ্গদেবতারও পুজা শেষ হইয়াছে। এখন কোন্ নাটক অভিনীত হইবে, আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মার আদেশে আর সেই মণ্ডপে ব্রহ্মার রচিত নাটক 'অমৃতমন্থন' অভিনীত হয়। অভিনয় দেখিয়া দেবতারা খুব খুশী হন। মহাদেব কিন্তু তখনও এই নাটকের অভিনয় দেখেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন। আশুতোষ সম্মত হইলে ব্রহ্মা শিষ্যগণ লইয়া ভরতকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চাদ্দিকে 'ত্রিপুরদাহ' নাটকের অভিনয় হইল। মহাদেব অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু নাটকে নৃত্য ছিল না। তাই মহাদেব বলিলেন—

> "যশ্চায়ং পূর্ব্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রয়োজিতঃ।
> এতদ্বিমিশ্রিতশ্চায়ং 'চিত্রো' নাম ভবিষ্যতি।" —নাট্যশাস্ত্র ৪।১৪

তুমি যে 'পূর্ব্বরঙ্গ' প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে। ইহার সহিত নৃত্য জুড়িয়া দিলে অভিনয় সুন্দরই হইবে, সন্দেহ নাই।

মহেশ্বরের কথা শুনিয়া স্বয়ম্ভু নৃত্যের অঙ্গ-হারাদি দেখাইতে বলিলেন। তখন মহাদেব তণ্ডু মুনিকে ডাকিয়া বলিলেন—

> "প্রয়োগমঙ্গহারানামাচক্ষ ভরতায় বৈ।" —নাট্যশাস্ত্র ৪।১৬

মহাদেবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। তণ্ডুর নিকট পাওয়া বলিয়া নৃত্যের সাধারণ নাম হইল—'তাণ্ডব'।

ইহার পর ভরত দেবলোক স্বর্গে নাট্যপ্রয়োগ করিতেন। আর দেব-বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার অভিনেতারা বেশ কৃতী হইয়া উঠিলেন এবং নিজেরাই নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা একখানি নাটক রচনা করেন; সেই নাটকে ঋষিদের উপর যথেষ্ট কটাক্ষ থাকে। ঋষিরা সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া অপমানিত বোধ করেন এবং শতসংখ্যক অভিনেতাদিগকে অভিসম্পাত করেন।

যস্মাদজ্ঞানমদোন্মত্তা ন চেচ্ছাবিনয়াম্বিতা।
তস্মাদেতদ্ভি ভবতাং কুজ্ঞানং নাশয়েষ্যতি॥
ঋষীণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সমবায়সমাগমে।
নির্ব্রাহ্মণো নিরাভু(হু)তঃ শূদ্রাচারো ভবিষ্যতি॥

—নাট্যশাস্ত্র ৩৬ অঃ

তাহাতে তাঁহারা পতিত ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। তখন ভরত ইন্দ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষিগণ কৃপা-পরবশ হইয়া অভিশাপের প্রথমাংশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর কিছুকাল পরে নহুষ স্বর্গ জয় করেন। স্বর্গে তিনি নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া ভরতকে তাঁহার রাজধানীতে নাটকাভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভরত শতসংখ্যক ভরতপুত্রকে পৃথিবীতে নহুষ-রাজ্যে আগমন করিতে আদেশ দেন। একশত ভরতপুত্র মর্ত্ত্যরমণীদিগের সহিত তথায় নাটকাভিনয় করেন। এই মর্ত্ত্যস্ত্রীগণের গর্ভে তাঁহাদের সন্তানাদিও হয়। সেই সন্তানগণ 'নট' নামে খ্যাত। পরে তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে নাট্য বা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। তবে নাট্যশাস্ত্র যখন লিখিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে নাটক ও নাট্যশালা ছিল, তাহা বলিতে পারা যায়। আর সে সময় অভিনয়ে যে স্ত্রীপুরুষ সাজিত তাহাও ঠিক।

পুতুল-নাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ সূত্রের সাহায্যেই হইত। যিনি সূত্রের সাহায্যে এই অভিনয়-কার্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহাকে 'সূত্রধার' বলা হইত। পরে দেখা যায়, অভিনয়-কার্য্য জীবন্ত মানুষের দ্বারাই করা হইতে লাগিল। তখন যিনি অধিনায়কত্ব করিতেন, তাঁহাকে আর সূত্র ধরিয়া অভিনয়

করাইতে হইত না। তবুও তাঁহার পূর্ব্বের সেই 'সূত্রধার' নামটী রহিয়া গেল। এই সূত্রধার হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুতুল-নাচের রীতি নাটকীয় অভিনয়-প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুল-নাচ হইতে না হইলেও এই রীতি কিছু সহায়তা করিয়াছে। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাহাদের নিজেদের ভাষাতেই অভিনয় করিত। কিন্তু একথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, অভিনয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। অভিনয় জনসাধারণের মধ্যে যাত্রার আকারে অভিনীত হইত। 'যাত্রা' এই নামটি দিয়াই বেশ বোঝা যায়, যাত্রা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। 'যাত্রা' বলিলে কোন দেব-দেবীর উৎসব বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে আজও রামায়ণ-মহাভারতের দেব-দেবী বা নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা হইতে অভিনয়ের আখ্যানবস্তু (Plot) সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাজাদের দৃষ্টি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর হইতে নাটকের যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি নাটকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে লাগিল। বসন্তোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে অভিনয় হইতে লাগিল, আর রাজকবিরাও নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের অভিনয় কিন্তু খোলা মাঠে যাত্রার আকারেই হইত।

অশোকের প্রথম পর্ব্বত-লিপিতে[১] দেখা যায়—'সমাজ' শব্দের দুইটী অর্থ। গিরনারে এইরূপ পাঠ আছে—

১। প্রজু হিতব্যম্ ন চ সমাজো কটব্যো বহুকং
দোসং সমাজম্‌হি পসতি দেবনং পিয়ো পিয়দসি রাজা।

২। অস্তি পিতুএ কচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পিয়স

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর[২] ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 'সমাজ' শব্দ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ভাণ্ডারকর মহাশয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য[৩] হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমাজের দুইটী অর্থ। উদ্ধৃত অশোকের লিপির প্রথম ছত্রে যে 'সমাজ' শব্দ আছে—সেই সমাজে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আমোদ লোকেরা পাইত, আর অশোক এই সমাজকে সাধুসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার

১। Rock Edict I.

২। Indian Antiquary, 1913, pp. 255-58.

৩। Ind. Ant. 1918, pp. 221-23.

মহাশয় এই দ্বিতীয় অর্থটী সমর্থন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও[৪] নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ইহকালধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন বলেন—পক্ষান্ত বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারীরা সমাজের ব্যবস্থা করিবেন। অন্য স্থান হইতে অভিনেতারা আসিয়া অভিনয় করিবে।

এই অভিনয়ের নাম ছিল—'প্রেক্ষণম্'। অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করিতেন। তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত, দর্শকদের ইচ্ছানুসারে অভিনয় বন্ধও করিয়া দেওয়া হইত।

বাৎস্যায়নের উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমাজই একরূপ নাট্যাভিনয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক; কেননা, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত।

বৌদ্ধদিগের জাতক হইতে জানিতে পারা যায়, সমাজ 'নাট্যাভিনয়' অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কণবের-জাতক[৫] পড়িয়া এটুকু বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় নটেদের এক একটা দল ছিল। আর তারা নানা গ্রামে, সহরে অভিনয় করিত। ইহারা রঙ্গমঞ্চকে 'সমাজ-মণ্ডল' বলিত।

রামায়ণে (২।৬৭।১৫) নট ও নাটকের উল্লেখ আছে। ২।৬৯।৩ শ্লোকে আছে—'নাটকানিন্মা হঃ'। ২।১।২৭ শ্লোকে 'ব্যামিশ্রকেষু' মিশ্রিত ভাষায় লেখা নাটক বোঝায়। কীর্থ (B. Keith) সাহেব বলেন, রামায়ণের সময়ে নাটকাভিনয়ের কোন ইঙ্গিত নাই। কথাটা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৬৭।১৫) স্পষ্টই লেখা আছে—

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ
উৎসবৈশ্চ সমাজৈশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ।"

উৎসব ও সমাজে অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে নটেরা ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু অরাজক জনপদে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। নাট্যাভিনয়কে রাষ্ট্রবর্দ্ধন বলিয়া লোকে মনে করিত। রাজারাও বোধহয় লোকশিক্ষার্থে নাট্যশালার পোষণ করিতেন।

৪। কামসূত্র, পৃঃ ৪৯-৫২ [Chowkhamba Sanskrit Series.]

৫। Fausboll, Jataka, Vol. III, pp. 61-২২ (No. 318.)